পাঁচালী।

প্রথম খণ্ড।

অর্থাৎ

নানাবিধ রাগ রাগিণী সহিত

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

প্রণীত

আই, সি, চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৫৭ নিমুগোস্বামীর লেন।

১২৭৮।

শ্রীদিননাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ মাননগণ সন্নিধানে অবগত করা যাইতেছে যে, এই পুস্তক যেকোন ব্যক্তি আমাদের বিনা অনুমতিতে পুনর্মুদ্রিত করিবেন, তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

আই, সি, চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার।

ভূমিকা।

প্রথমেতে করীমুখে, প্রণাম করিয়ে সুখে, দ্বিতীয়ে বন্দিয়া দিবাপতি। তৃতীয়েতে নারায়ণ, বন্দি তাঁর শ্রীচরণ, চতুর্থে বন্দিয়া পশুপতি॥ পঞ্চমে পরমেশ্বরী, তাঁহারে বন্দনা করি, তদন্তে বন্দিয়া বাকবানী। কমলা বিমলা কালী, বাম রাধা বনমালী, বন্দিলাম হয়ে যুগ্মপাণি॥ নবগ্রহ দিকপাল, পঞ্চানন মহাকাল, গোপাল আদি যত দেবগণ। বন্দিলাম একবারে, দেবাদেবী সবাকারে, সকলের রাতুল চরণ॥ তদন্তে চণ্ডীকাপদে, প্রণমামি পদে পদে, পরম প্রকৃতি বিশ্বমাতা। শড়গ্রাম বোঁইচাবাসী, মুক্তিদাত্রী মুক্তকেশী, রূপে শশী চপলা লজ্জিতা॥ মারিভয় সর্পাঘাত, নানা বিঘ্ন উৎপাৎ কিছুমাত্র নাই সেই গ্রামে। সব লোক ধর্ম্ম নিষ্ঠ, অনেক আছে বিশিষ্ট, জমীদার ইষ্টচরণ নামে॥ যামডায় বসতবাটী, কাঁটাদোয়ে বন্দিঘাটি, কিন্তু লোকে চৌধুরী বলে। অতি বড় ধর্ম্মজ্ঞ, মহীপতি মহা বিজ্ঞ, তুলনা নাহিক কোনস্থলে॥ মহাবীর মহা পূজ্য, প্রজাদের রামরাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য মহা পূজ্য ধরাতলে। যদুনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, উপমা যার নাই কুত্র, বুদ্ধের সাগর লোকে বলে॥ ভ্রাতস্পুত্র শিবদাস, তিনি সাক্ষাৎ শিব দাস, শান্ত দান্ত ইষ্ট-নিষ্ঠ অতি। অদ্বিতীয় মানামানে, গুণিগণে তাঁকে গণে, ধন্য মান্য ধনে ধনপতি॥ তাঁদের অধিকারে বাস, গ্রামখানি ভূকৈলাশ, দেবালয় আছে বাড়ী বাড়ী। তারমধ্যে মহা পূজ্য, জগত গুরু ভট্টাচার্য্য, কুলবান কুলশ্রান্ত রাঢ়ি॥ সেই ধামে মমধাম, দ্বিজ পূর্ণচন্দ্র নাম, ফুলের মুকুটি কুলেদলে। লক্ষ্মী নারায়ণ শীলে ঘটকেতে প্রকাশিলে, অদ্যাবধি সকলেতে বলে॥ শুন মম নিবেদন, সু বিজ্ঞ সর্ব্বজন, কৃপাকরি দোষ না ধরবে। প্রকাশিয়ে স্বীয় গুণ, মম গুণ প্রকাশ করিবে॥

পাঁচালি।

শম্ভু-নিশম্ভুর যুদ্ধ।

শ্রবণে আশ্চর্য্য কাণ্ড, কালীর মাহাত্ম্য কাণ্ড, মহামুনি মার্কণ্ড প্রকাশিত। নিশম্ভু, শম্ভু, অসুর, বলে নিল তিন পুর, সুরগণ সদত ত্রাশিত॥ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবন, পশু পক্ষীর মূর্ত্তি ধারণ, করি সবে থাকেন ছদ্মবেশে। শমন বলে কি আপদ, ত্যজিয়ে সুখ সম্পদ, হতে হল চতুষ্পদ, আরো বা কি হয় অবশেষে। অগ্নি কন একি সাজা, আমি একটা দিগের রাজা, আমাকে হতে হল অজা, এ সব যাতনা আর সহনা। হলো আমাদের কি দুর্গতি, রাজ্যভ্রষ্ট সুরপতি, স্বর্গেতে বসতি আর হয়না॥ যদি আমরা যাই ধরায়, ধরে লয়ে এসে ত্বরায়, লুকাবার নাহি দেখি স্থল। যাই যদি রত্নাকরে, লয়ে এসে বেঁধে করে, একেবারে দেয় রসাতল॥ কি কব দুঃখ অপ্রমাণ, অমরের গেল মান, বিদ্যমান দেখনা হে ভাই। এ বিপদে কিসে তরি, কে দেয় তুফানে তরী, সুরগণের সুরেশ্বরী বিনে গতি নাই॥ গেল সকল অধিকার, কি বলিব অধিক আর, সদাই দেখি অন্ধকার ময়। এখন উপায় নাই আর কালী বিনে, মা

যদি দিন দেন দীনে, তবে আমাদের ঘুচে দুঃসময়॥ পূরাণ যদি বাসনা, শুভঙ্করী শবাসনা, নৃমুণ্ড মালিনী মুক্ত-কেশী। চতুর্ভুজা অশী করে, পদে পদ্ম শোভা করে, নখরে উদয় কোটি শশী॥

এতবলি দেবগণ, করে কালী আরাধন, তারা সুপে তারা পদতলে। বলে কোথা গো মা দুঃখহরা, পরম ঈশ্বরী পরা, বিশম্ভরী বরদা বিগলে॥ বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, ভূতনাথ ভার্য্যে ভগবতী। জগত মাতা জগদ্ধাত্রী, সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বকর্ত্রী, গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী॥ হের গো মা বিশ্বরূপে, বাঁচি যদি কোন রূপে, সর্ব্বরূপে তব অবস্থিতি। কোথা অন্নদা অভয়ে, মহা রৌদ্রি মহামায়ে, শম্ভু ভয়ে রাখ মা সংপ্রীতি॥

গীত।

রাগিনী ভৈরবী—তাল একতাল।

ওমা দাক্ষ্যায়নী, ব্রহ্মসনাতনী, দেবগণে আসি
করনা রক্ষ্যেঃ॥
কোথা হৈমবতী, একবার কর গতি, দেবের
দুর্গতি হের মা চক্ষে॥
শম্ভু ভয়ে অভয় দেনা শম্ভুদারা, প্রাণ যায়
পায় রাখ মা পরাৎপরা, কালী কালহরা, মহা-
কাল দারা, কালী তারা গো। ওমা তোমা ভিন্ন
অন্য কে আছে ত্রৈলক্ষ্যে।

এই রূপে স্তব করে, মিলিয়ে যত অমরে, বলে যদি কৃপাময়ী কৃপাদৃষ্টি করে। অকৃপা দেখিয়ে মারে, বিধি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার, স্তব করে চৌত্রিশ অক্ষরে।

কালী কাল নিবারিণী, কামিক্ষ্যা কুলদায়িনী কুল কুণ্ডলিনী কুলদাত্রী। কুমতি কলুষ হরা, কৃতান্ত ভয় অন্তকরা, করাল বদনী বিশ্বকর্ত্রী॥ খণ্ড দুঃখ খরতরা, খগনাশা খড়্গ ধরা, খণ্ড মুণ্ডমালা বিভূষণা। খট্টাঙ্গ খর্পর করে, খঞ্জনে শোভা করে, ক্ষুধারূপা লোলরসনা॥ গয়া গঙ্গা গোদাবরী, গোকুলে গোপেশ্বরী, গঙ্গাধর হৃদি বিলাসিনী। গায়ত্রী গণেশ মাতা, গোমতী গিরীন্দ্র সুতা, গো বাহনা গজেন্দ্র গামিনী॥ ঘন বরনা ঘোর রণে, ঘুচাও ভয় সুরগণে, ঘোর ভয়ে কর পরিত্রাণ। ঘটিল মা ঘোর কষ্ট, ঘুচাও গোমা করি দৃষ্ট, ঘোর দক্ষে কম্পে মাগো প্রাণ॥ উপায় দেহিমে উমে, উমেশানী উগ্রে ভীমে, উদ্ধার মা উৎপীড়িত জনে। উৎপত্তি লয় কারিণী, উৎকট ভয় হারিণী, উপমা দিতে তারিণী দেখিনে ত্রিভুবনে॥ চামুণ্ডা চণ্ডরূপিনী, চণ্ড মুণ্ডে নাশ ভবানী, চন্দ্রচূড় হৃদি বিলাশিনী। চণ্ডিকে চাহ মা দীনে, চারুচন্দ্র তোমা বিনে, চরমেতে কে তারে তারিণী॥ ছদ্মবেশে মহামায়া, সন্তানেরে দেও ছায়া, ছলোনা মা দেবী দেবগণে। ছিন্নমস্তা বেশধরা, সৃষ্টি স্থিতি লয় করা, ছলে রিপু নাশ মা সঘনে॥ জগতমাতা জগদ্ধাত্রী, জয়ন্তীকে জয়দাত্রী, যোগ মায়া যোগেন্দ্র রমণী যোগেশী যোগারাধ্যে, যোগনিদ্রা জয়ী আদ্যে, যশো-

দেহি জগত বন্দিনী॥ ঝটিতে তার মা তারা, ঝঙ্কার হুঙ্কার হরা, ঝরে বারী অনিবারি চক্ষে। ঝাঁপিতেছে নিরবধি, ঝম্ফে লম্ফে কম্পে হৃদি, ঝঙ্কারের ভয়ে কর রক্ষো॥ এক-বার করে ধরে অসি, এসো গোমা এলোকেশী, এ বিপদে বিপদ ভঞ্জিনী। এসো গোমা অন্তঃযামী, এক্ষণে উপায় তুমি, এ যন্ত্রণা নাশ মা তারিণী॥ টঙ্কিনী টঙ্কার মতি, টল-মল ভরে ক্ষিতি, টঙ্কারের রবেতে নিরব। টানিছে মা কর্ম্ম সূত্রে, টানি কোলে লহ পুত্রে, টুটিল মা বল বুদ্ধি সব। ঠেকিয়াছি ঘোর দায়, ঠেলনা গো রাঙ্গা পায়, ঠক ফেরে পায় পায়, রেখ পায় তারা। ঠিকেনা পাইলে বাচি, ঠিক ভুলে বসে আছি, ঠকঠকী হলো ভবদারা॥ ডাকিতেছি, পেয়ে ত্রাস, ডঙ্কা দিয়ে শঙ্কা নাশ, ডরে মরি ডম্বুর ধারিনী ঢলু ঢলু ঢুলে মরি, ঢের দুঃখ পাই গৌরী, ঢাকেশ্বরী ত্রিপদ দায়িনী॥ নকার স্বরূপা তুমি, নচো বুদ্ধি অন্তু-গামী, নত্ত সত্ত কিং জানামি শিবে। তংহি তারা ত্রিতাপ হরা, ত্রিদেব আরাধ্যা পরা, ত্রিনয়নী সারাৎসারা, দুঃখ হরা জীবে॥ তন্ত্রে লেখে ত্রিপুরারী, ত্রিগুণে ত্রিপুরেশ্বরী, তরিতে মা ভববারি, ওপদ তরণী। থর থর কম্পে কায়া, স্থূল দেহ মহামায়া, স্থির কর করাল বদনী॥ দক্ষসুতা দা-ক্ষ্যায়নী, দিগম্বরী দিগ্বসনী, দুর্গে দুর্গাসুর বিনাসিনী। দয়াময়ী কর দয়া, দেহি দেহি পদছায়া, দুস্তারে মা নিস্তার তারিণী॥ ধাত্রি রূপে পান ধরা, ধরাতে কে পায় ধরা, ধরাধর নন্দিনী তোমায়। ধরে যে মা তব নাম, ধর্ম্ম অর্থ

মোক্ষ কাম, ধ্বংশ পাপ তাপ দূরে যায়॥ নবিন নিরদ কায়া, নাশ ত্রাস মহামায়া, নিস্তার মা নিস্তার কারিণী। নিত্যানন্দময়ী নিত্য, নির্গুণা স্বগুণাদ্বিত্ব, নট কায়া মায়া বিধায়ীনী॥ পরমাত্মা নিরাকারা, পতিত পাবনী তারা, পরাৎপরা যন্ত্রণা হারিণী। পার্ব্বতী পরমেশানী, পরমানন্দ প্রদায়িনী, পার কর পাষাণ নন্দিনী॥ ফলিল মা কর্ম্মফল, ফলে হলাম নিষ্ফল, ফলে চতুর্ব্বর্গ ফল, ফলাও যদি শ্যামা ফলতঃ কর্ম্মে হল হানি, ফুরাল দিন নারায়ণী, ফেরে ঘোরে ফেরে ফেল না বামা॥ বিশ্বেশ্বরী বিশ্বারাধ্যা, বরদা বগলা বিদ্যাঃ বিশালক্ষ্মী তুমি বেদাধার। বাল্য বৃদ্ধ বাগেশ্বরী, বিতরী চরণ তরী, বিপদ সাগরে কর পার॥ ভৈরবী ভবানী ভীমে, ভবের গৃহিণী উমে, ভবভয় নিস্তার কারিনী। ভক্তিহীন মা তব দাস, ভব অন্ধকার নাশ, ভকত বৎসলা নারায়ণী॥ মঙ্গল চণ্ডিকা মাতা, মৃত্যুঞ্জয়ী জয়দাতা, মহা রৌদ্রী মহীশমর্দ্দিনী। মাতঙ্গিনী মহামায়া, মখিল ব্রহ্মাণ্ড ছায়া, মহেশ্বরী মুক্তি প্রদায়িনী। মাহেশ্বরী যোগমায়া জঠর যন্ত্রণা পাইয়া, জন্মিয়াছি যন্ত্রণা হারিণী। জগদম্বা জয়প্রদা; যুদ্ধে জয় কর সদা, জয় কালী কাল নিবারিণী॥ রক্ত উৎপল বিহারিণী, রক্তবীজে নাশ ঈশানী, রক্ত-জবা শোভা পদোপরে। রত্নকায় রত্ন সাজে, রতন নুপুর বাজে, রজগুণ রজ বাঞ্ছা করে। লোলজিহ্বা লহিতাক্ষি, লিলাবতী বিশালক্ষ্মী, লোকাভিঃ বসনাভূষণে। লোভ-চকর পদে ধায়, লোভ মোহ কাম যায়, লাজে লুকাই

বিধু ঘনে ॥ বৈষ্ণবী বিমলা বামা, বিরূপাক্ষ মনোরমা, বারাহি বরদে, বরপ্রদা। শরণ্যে সর্ব্বানিশানী, শাকম্বরী শিব-রাণী, সর্ব্বশক্তিময়ী স্বাহা স্বধা॥ সতী সাধ্যা ত্রিনয়না, সত্য রজ তম গুণা, সংকটে শঙ্করী দেবে রক্ষা। ষষ্ঠী ষড়ানন মাতা, শম্ভুর সম্ভোগ দাতা, শ্যামাগো সন্তানে দেহি মোক্ষ॥ স্বর্ণবর্ণা শুভঙ্করী, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, সুরেশ্বরা শম্ভু হৃদি বিলাসিনী। হও প্রশন্না মা অমরে, হলক্ষী মণ্ডলাকারে, হলবর্ণে কুল-কুণ্ডলিনী॥ হরপ্রীয়া হৈমবতী, হেরম্বজননী সতী, হরিহরের পুরাইলে সাধ। ক্ষেমঙ্করি ক্ষমা কর, ক্ষীণের তিমীর হর, ক্ষমা করি ক্ষম অপরাধ ॥

গীত।

রাগিনী সুরট—তাল পোস্তা।

কোথা কৈলাশবাসিনী। হরহৃদি বিলাসিনী॥
বিপদে দাও অভয়পদ, ওমা সুরো শৈবলিনী।
পড়েছি বিষম ফেরে, দুখ তোমা ভিন্ন কেবা
হরে, অমারে বাঁচাও ত্বরে, ওগো কুল
কুণ্ডলিনী।
বিশ্বম্ভরী বিশ্বরূপে, বিশ্ব তব লোমকূপে, যেন
মা দিও না ভঁপে, কালের হাতে কালবারিণী॥

শুবেতুষ্টা নারায়নী, চলিলেন একাকিনী, দেবতাদের হতেরকারণ। হিমালয় পর্ব্বতোপরি, বসিলেন মহেশ্বরী, রূপে আলো করে ত্রিভুবন॥ চণ্ড-মুণ্ড দুই দৈত্য, শম্ভু

নিশম্ভুর ভৃত্য, যায় তথা কার্য্য উপলক্ষে। রূপ দেখে অম্বিকার, বলে একি চমৎকার, এমন রূপ দেখিনাই ত চক্ষে॥ ভুবন করেছে দীপ্ত, সূর্য্যের কিরণ লুপ্ত, বলে এ রমণী ধরায় ধন্যা। ভ্রমিতেছে একাকিনী, যেন স্বর্ণ শর জিনি, না জানি এ ধনী কার কন্যা॥ গিয়ে শম্ভুর সন্নিধানে, কহে কথা সাবধানে, বলে শুন দৈত্য অধিপতি। কব কি আশ্চর্য্য কাণ্ড-ত্রিজগৎ ব্রহ্মাণ্ড, খুঁজে মেলে না তেমন যুবতী॥ তুমি জিনিয়াছ রত্নাকর, ভাস্কর আদি দেন কর, ভয়েতে পলায় দণ্ডপাণি আছে তব বহু রত্ন, রত্নাধিক সেই রত্ন, যত্ন করে আন সে কামিনী॥ কি বলিব হে সে তদন্ত, অনন্ত তার পাবা অন্ত, বলিতে অশক্ত রূপ গুণ। অকলঙ্ক রাকা শশী, সুধা ক্ষরে রাশী রাশী, পদতলে পতিত অরুণ॥ ভুজযুগ পরিপাটী, কেশরী জিনিয়ে কোটী, উরু দুটী করি অরি সম। খগপতি জিনি নাশা, অমৃত সদৃশ ভাষা, নিতম্ব মেদিনী নিরুপম॥ সুলাবণ্য স্বর্ণলতা, একাকিনী আছে তথা, জ্ঞান হয় ফণি কোথা গেছে মণি রেখে। কি কব হে নৃপমণি, রমণীর শীরমণি, লজ্জা পায় সৌদামিনী, সে রমনী দেখে॥

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

শুন ওহে ভূপ, অতি অপরূপ, দেখে এলাম
আমি শৈল পরে। বিরাজে এক নারী, বর্ণিবারে নারি, পঞ্চাশদ বর্ণের সব বর্ণ ধরে॥

সে ধনীর তুলনা না দেখি না শুনি, রমনীর
শীরমণি সে রমণী, গজেন্দ্রগামিনী, স্বর্ণ শর-
যিনী, তনু জিনিছে। একবার দেখিলে সে
রমনী, মুনির মন হরে॥
তোমা ভিন্ন ধনী সাজে না আর অন্যে, বি-
রলে বিধি নির্ম্মাইল কন্যা, ত্রিজগতে ধন্য,
তুলনা নাই অন্য ভুবনে হে। আছে কোটি
শশী তার পদ নখরে॥

চণ্ড মুণ্ডের কথা শুনি, আনিতে আজ্ঞা দেয় তখনি, বলে শীঘ্র যাও রে শৈলপরে। শুন বলি সমাচার, কাল বিলম্ব করো না আর, লয়ে আইস আমার গোচরে॥ যাতে ভোলে ভুলাবে তারে, আন্‌তে পার যে প্রকারে, কোন ছলে কথার কৌশলে। বুঝাইবে যত্নে তায়, দিবে যদি রত্ন চায়, যদ্যপি না ভোলে তায়, লয়ে এস বলে॥ পেয়ে শম্ভুর অনুমতি, যায় সুগ্রীব দ্রুত গতি, অগতির গতি যথা পার্ব্বতী। দৃষ্টি করি মিষ্টি ভাষে, শম্ভুর কথা প্রকাশে, বলে শুন শুন হে যুবতী॥ তুমি যেমন রূপবতী, শম্ভু হলে পতি, তব ও রূপ লাবণ্য শোভা পায়। বিশেষত মান্যা হবে, অতুল সম্পদ পাবে, পদ না ঠেকিবে মৃত্তিকায়॥ আর এক কথা বলি শুন, কেন মিছে অকারণ, ভ্রমণ করিছ গিরীপরে। চল শম্ভু সন্নিধানে, কুলে শীলে যশে মানে, মান্যমান সকলেতে করে॥ অনুজ নিশম্ভু তার, মহা বীর অবতার, যাকে ইচ্ছা হয় তোমার, চক্ষে দেখে

বরগে আপনি। দৈত্যপতি পতি হবে, সদানন্দে সুখে রবে, সদ্য হবে চৌদ্দভুবনের ঠাকুরাণী॥ শুনিয়া দূতের বানি, কহিতেছেন হররাণী, ঈষৎ হাসিয়া দূত প্রতি। যা কহিলে সত্য সব, নহে কিছু অসম্ভব, শম্ভু পূজ্য হয়েছে সম্প্রতি।। আমার একটী আছে পন, কেমনে করি খণ্ডন, যুদ্ধ জিনিবে যেই জন, আমি তার হব অনুগতা। এই কথা বলগে তারে, যুদ্ধে জয় করে আমারে, লয়ে যাক থাকে যদি যোগ্যতা॥ শুনিয়া সুগ্রীব কয়, মেয়েটাত মন্দ নয়, ছন্দ ধরে দ্বন্দ্ব করিতে চায়। এ কথা কি সম্ভবে, ইন্দ্র পলায় যার রবে, কেমনে তায় জয়ী হবে, শুনে যে হাসি পায়॥ করিনাই এ কথা শ্রবণ, নারীতে করে যুদ্ধ পন, বিলক্ষণ বুদ্ধি তব বটে! ভাল হলো না তব পক্ষে, কে তোমায় করিবে রক্ষো, যখন তুমি পড়িবে শঙ্কটে॥ পুনর্ব্বার কন মাতা, রবেনারে অন্য কথা, প্রতিজ্ঞা করেছি একবারে। ভাল চাইসতো যারে ফিরে, বলগে যা তোর শম্ভুধীরে, যুদ্ধে জিনে লয়ে যেতে আমারে।। সুগ্রীব শুনিয়া রাগে, গমন করিয়া বেগে, কহে সব শম্ভুর নিকটে। শম্ভু কর যাওরে সৈন্য, সমরে কি নারী গণ্য, মতিচ্ছন্ন ধরেছে তার বটে।। শম্ভু দিল অনুমতি, ধুম্রলোচনের প্রতি, ধুমধাম করে গতি, করিল ত্বরায়। দেখে দেবীর রূপ লাবণ্য, হইল বিস্ময়াপন্ন, রহে চিত্র পুত্তলিকার প্রায়।। পরে দৈত্য সেনাপতি, বলে শুন হে যুবতী, শম্ভুকে করগে পতি, চলহে সত্বরে। শুনি জগদম্বা কন, করিয়াছি যুদ্ধ

পণ, এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন, হবেনা জীবন গেলেপরে ॥ শুনি ক্রোধে ধুম্রলোচন, আরক্ত করিয়ে লোচন, কালীর কেশাকর্ষণ, করিবারে ধায়। কালীকা জানি অসুরে, ক্রোধে হুহুঙ্কারি ছাড়ে, ধুম্রলোচন একবারে, ভস্ম হয়ে যায় ॥ আর যত ছিল সৈন্য, সিংহে সব করিল ছন্ন, কেহ প্রাণ ভয়ে পলাইল। ভগ্নপাইক ছিল যারা, যুদ্ধের সংবাদ তারা, শম্ভু সন্নিধানে নিবেদিল ॥

গীত।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল পোস্তা।

ওহে মহারাজ। নারীর যুদ্ধেতে হলাম পরা
জয়। সে যে নারী চিনে নারি, একটা হুহু-
ঙ্কারে, একেবারে, সকলি করিল ক্ষয় ॥
ওহে? সিংহ পৃষ্ঠে আরোহিয়ে, আরক্ত লো-
চনা হয়ে, উলাঙ্গিনী বেশে নাচে সমরে
ত্রিভুবনে দেখিনে তার সমরে। অমরে দি-
তেছে বর, পদে পড়ে দিগম্বর, এ বড় আশ্চর্য্য
দেখে লাগে ভয়।

ধুম্রলোচনের মৃত্যু শুনি শম্ভু বীর। থর থর কাপে ওষ্ঠ ক্রোধেতে অস্থির ॥ বলে কোথা গেলিরে চণ্ড মুণ্ড, কে সেই রমরণী মুণ্ড, লয়ে এসো রে যাও অতি সত্বরে। আজ্ঞা পেয়ে চলে চণ্ড, প্রতাপেতে ঘোর প্রচণ্ড, দণ্ডিবারে লোহ-

দণ্ড, তুলে নিল করে ॥ চলে সেনা ঘোর দম্ভে, তরণীর ন্যায় ধরণী কম্পে, শব্দ শুনে ত্রিলোক কাঁপিল। মার মার শব্দ করি, গেল যথা শুভঙ্করী, খড়্গ ধরি দলে প্রবেশিল ॥ দেখিয়া ত্রিলোক তারা, হন মূর্ত্তি ভয়ঙ্করাঃ অসী-চর্ম্ম নরশির ধারিণী। চতুর্ভুজা এলোকেশী, ক্ষুধায় মগ্না লগ্নাবেশী, লোলজিহ্বা করাল বদনী॥ শম্ভুদারা শঙ্করী, আরোহিয়া করী অরি, দৈত্যগণ করেন সংহার। সমরেতে হয়ে ক্রুদ্ধ, হয় গজ রথ রথী শুদ্ধ, অনায়াসে করেন আহার ॥ মহাবল মহা প্রচণ্ড, যুদ্ধ করে চণ্ড মুণ্ড, অসী দিয়ে তাদের মুণ্ড, কাটেন বিশ্বেশ্বরী। কি কব যুদ্ধের কথা, চণ্ড মুণ্ডের দুটো মাথা, রণস্থলে যায় গড়াগড়ি ॥ চণ্ড মুণ্ড পড়ে রণে, দূত মুখে শম্ভু শুনে, বলে একি আশ্চর্য্য কাণ্ড! নারীর যুদ্ধে নারিলাম জিন্তে, কে বটে তায় নারিলাম চিন্তে, আমার ভয়ে করে চিন্তে, জগত ব্রহ্মাণ্ড ॥ ইন্দ্রাদি দেব সমস্ত, আমার ভয়ে সদা ব্যস্ত, পাতালেতে বাসুকী অসুখী। দোর্দণ্ড আমারে জানি, ভয়ে কাঁপে দণ্ডপাণি, প্রাণভয়ে করে লুকালুকি ॥ এতবলি শম্ভু বীর, গর্জ্জন করে গভীর, রক্তবীজ বলে ঘন ডাকে। রক্তবীজ ত্বরান্বিত, শম্ভু পাশে উপনীত, সঙ্গে সৈন্য বিপরীত, ধায় লাখে লাখে॥ রক্তবীজে শম্ভু কয়, চণ্ডমুণ্ড হইল ক্ষয়, বিপর্য্যয় রমণীর যুদ্ধে। সুবিজ্ঞ তুমি অতি; মহা-বীর মহারথী, বৃহস্পতি সমতুল্য বুদ্ধে ॥ শুনি রক্তবীজ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়, এখনি আনিব তায়, তো-

মার গোচরে। কেন সৈন্য হস্তী হয়, তুচ্ছকর্ম্ম দৈত নয়, নারী একটা কত বল ধরে।। সাপের বাসায় বেঙ্গে লাফায়, ছিছি কি দুর্দ্দশা মোষ কাটা খাড়া চাইকি কাটিতে কচি স্মশাণা অতি ক্ষুদ্র মাছি মারিতে কামানে কি ফল। মুষ্টি যোগে গেলে রোগ কাজকি হলাহল॥ যদি কথায় বলে কাজিয়ে মেটে মামলাতে কি কায। অবলা দুর্ব্বলা তেমি জানিবে মহারাজ।॥

গীত।

রাগিনী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

এখনি আনিব ধরে, একেশ্বরে যুদ্ধ করে, দে-
খাব বিরত্ব আমার তত্ত্ব জান্তে পারিবে পরে॥
শুনি নাই কোন স্থানে, রমণীতে যুদ্ধ জানে, এ
কথা কি বিজ্ঞে মানে,ভগ্নতরী তোড়ে তরে।।
যদি তারে পাই দেখিতে, হব দণ্ডপাণি তায
দণ্ডিতে, যুদ্ধ পণ রমণীতে, যেন না করে কেউ
চরাচরে।।

রক্তবীজ যুদ্ধে চলে ক্রুদ্ধ হয়ে অতি। সত্বরে উত্তরে গিয়ে যথা ভগবতী।। সৈন্য লয়ে ঘিরে গিয়ে হিমালয় পর্ব্বত। দেখিয়ে যোগিনীগণে থাইল তাবত।। দেখে রক্ত-বীজ ক্রোধে প্রবেশিল রণে। যুদ্ধ আরম্ভিল গিয়ে উগ্র-চণ্ডা সনে।। কাটেন দক্ষিণে কালী রক্তবীজ বীরে। রুধি-রেতে রক্তবীজ জন্মাইল ফিরে।। রক্তবীজ শব পড়িল

ধরায়। শত শত রক্তবীজ উঠিল ত্বরায়॥ যত মারে তত বাড়ে সংখ্যা নাহি হয়। হইল পৃথিবী যুড়ে রক্তবীজ ময়॥ চঞ্চলা চামুণ্ডা দেবী চিন্তিলা উপায়। বিস্তার করিয়া জিহ্বা পাতেন ধরায়॥ এক ফোটা রক্ত ভূমে না হলো পতন। রক্তবীজের রক্ত দেবী করেন ভক্ষণ॥ ক্রমে রক্ত-বীজ সব নিপাত হইল। তগ্নদূত দ্রুতগতি শম্ভুকে কহিল রমণীর যুদ্ধে রক্তবীজ হৈল ক্ষয়। বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যা হয়॥ শুনি শম্ভু নিশম্ভুকে কহে সমাচার। নিশম্ভু সাজিল যুদ্ধে বীর অবতার॥ বাজে ঢাক লাখে-লাখ শব্দ দুর দুর। শব্দেতে সাজিয়ে চলে মহা মহাসুর॥ পদাতিক রথরথী রায়বেঁশে মাল। কেহবা লইয়া চলে ঢাল তরয়াল॥ মহা ধূমে রণভূমে নিশম্ভু প্রবেশিল। দেবীকে ভৎসনা করি কহিতে লাগিল॥ ছিছি ধনি উলা-ঙ্গিনী আলুলিত কেশ। নাহি লজ্জা একি সজ্জা উন্মত্তা বেশ॥ হরে নারি এত জারি যুদ্ধ কর পণ। একবারে দিব তোরে শমন ভবন॥ শুনি বামা গুণধামা হাসিয়া অন্তরে। কেনরে? দনুজানুজ জাবি যমঘরে॥ এত বলি মহাকালী করালবদনা। ডাকিনী যোগিনী লয়ে রনেতে মগনা॥ দন্ত দানা মারে সেনা রক্তে উঠে ফেণা। রক্তে ডুবে খাবি খেয়ে মরে বহু সেনা॥ দেখে ক্রুদ্ধ মহা যুদ্ধ নি-শম্ভু করিল। শেল শক্তি লয়ে শক্তি অঙ্গে প্রহারিল॥ মুক্তি হয়ে গেল শক্তি শক্তি পরশনে। পরে ধনুঃশরে যুদ্ধ করে প্রাণপণে॥ বাণে বাণ কাটাকাটি অনেক হইল

পরেতে নিশম্ভু বীরে দেবী বিনাশিল। নিশম্ভু নিধনে দেবগণের আহ্লাদ। শম্ভুকে জানায় দূত যুদ্ধের সম্বাদ॥

গীত।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল পোস্তা।

আমি দেখে এলাম কামিনী মানবী নয়।
ব্রহ্মময়ী জ্ঞান হয়। সে এলোকেশে, এলো;
কে সে, উলাঙ্গী উন্মত্তা বেশে, হেসে হেসে
সুধামাখা কথা কয়॥
অপরূপ রূপ নিল বরণী। নহে শ্যামা নিরূপমা
তাহে বামা তরুণী॥ মৃগেন্দ্র পরে শোভা গ-
জেন্দ্র গামিনী, চরণ পরশে ধন্য ধরণী। কোটী
শশী নখ পরে, হরের হৃদে বিহরে, দনুজ
সংহারে করে রণজয়॥

নিশম্ভু পড়িল রণে, শুনি শম্ভু ধরাসনে, পরে কান্দে হইয়া চঞ্চল। বলে আমাকে ধিক ধিক, হারাইলাম ভাই প্রাণাধিক, এ প্রাণ রাখাতে নাহি ফল॥ ধিক আমার এ সম্পদে, ধিক আমাকে পদে পদে, নারীর যুদ্ধে নারিলাম আমি জিন্তে। জানিনে যে এমন হবে, নামেতে কলঙ্ক রবে; এসেছিলাম কিবল ভবে, পরিবাদ কিন্তে॥ এত বলি শম্ভু সুর, রাগেতে হয়ে প্রচুর, বলে দর্প করিব চুর, চন্দ্র-চূড় এলে। কে আছে বীর মম সমরে, জয়ী হবে সে মম সমরে, ব্রহ্মা এলে মানিব না রে, সম্মুখেতে পেলে॥ এত

বলি চলে রণে, লয়ে বহু সৈন্যগণে, কেবা গণে বাজে বহু বাদ্য। শব্দে সব স্তব্ধ হয়, চলে কত হস্তী হয়, গননায় যে কত হয়, বলে কার সাধ্য ।। চলে পদাতীক রথ, নাহি মানে পথাপথ, যার যেটা মনরথ, সেই তাই করে।। দেখিয়ে দনুজদল, ভয়ে কাঁপে অখণ্ডল, ক্ষিতি করে টলমল, সৈন্য পদভরে ॥ লয়ে অস্ত্র নানারূপ, যুদ্ধে যায় শম্ভু ভূপ, অন্তঃপুরে শুনে রাজরাণী। যথায় দনুজপতি, দ্রুতগতি করে গতি, বলে ওহে মহামতি, শুন মম বানি ॥ যুদ্ধে তুমি হও হে ক্ষান্ত, নিতান্ত হৈও না ভ্রান্ত, অন্ত বুঝে দেখ নৃপমণি। রথ রথী হস্তি হয়, একাকিনী করে জয়, রণ উলঙ্গিনী হয়, সে ত নয় সামান্যা রমণী ।।

গীত।

রাগিনী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

রণে যেওনা হে কবি বারণ। শুনেছি বিবরণ ॥
সে নয় সামান্য কন্যা, পরশে ধরনী ধন্যা,
মহামায়া মহা মান্যে; ত্রিভূবন ॥
যার পদ লাগি, যোগী হলেন ত্রিলোচন। ভা-
বিলে সে শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্ব পাপ বিমোচন,
যাহার মায়াতে মুগ্ধ সর্ব্বজন, তাঁকে কি ভে-
বেছ তুমি সাধারণ ॥ দ্বিজ পূর্ণচন্দ্র বলে সচন্দন
বিল্বদলে; পোজো শম্ভু শম্ভুদারার শ্রীচরণ ॥

শম্ভুকে বুঝায় রাণী, চোরা কি মানে ধর্ম্মবানী, দুষ্ট-

বাণী বসেছেন যার তুণ্ডে। ফিরিছে বুদ্ধি দণ্ডে দণ্ডে, ভবি-তব্য কেবা খণ্ডে, তাতে কাল কালদারা চামুণ্ডে।। ব্যাধ কি যায় ধর্ম্মপক্ষে, চশমা দিলে কানার চক্ষে, তাতে তার কোন ফল ধরে না। যার ঊর্দ্ধশ্বাসে বদ্ধ গলা, তখন কি সাজে মত্তার মালা, নিদেন কালে নিদেন খোলায, কোন কায করে না। হলে সর্পাঘাতে অঙ্গ জ্বরা, তখন মিথ্যা যত্ন করা; ঝাড়া ঝোড়া কেবল মনভ্রান্তি যার জন্ম ভোগ কর্ম্মভোগে, সে ভোগ যায় কি মোহনভোগে, হয়ে থাকে কি মুষ্টিযোগে, কষ্টরোগের শান্তি।। মূখোর বাক্য মিথ্যে দোশা, সোণার পিঞ্জিরে শকুনি পোশা, লভ্য কিবল অসভ্য প্রকাশ। কুঁজোকে চিত হতে বলা, সে কিবল যন্ত্রণা জ্বালা, বিশেষতঃ বদ্ধ কালায় বলা ইতিহাস।। যে মাসূল চোর জন্ম দাগি, সে কি হয় সর্ব্বত্যাগি, জোলায় যোগী হয়েছে কোনখানে। তেমি জানিবে শম্ভু ভূপে, রাণি বুঝালে নানারূপে, কোন কথা শুনিলে না সে কাণে।। আজ্ঞা দিল সৈন্যগণে, শীঘ্র সাজ চল রণে, দেখিব নারী কেমনে, যুদ্ধে জয় করে। যদি এসেন ঈশানী শ্মশানবাসী, ঘুচাব তার নাচন হাসি, দেখিব কেমে সর্ব্বনাশী, অসি কেমনে ধরে।। এত বলি দনুজেশ্বর, হাতে লয়ে ধনুশর, সত্যরে উত্তরে রণস্থলে। সঙ্গে সখী অষ্ট জন, যোগিনী আদি অগণন, দেখে শম্ভু শম্ভুদারায় বলে।। এত পরি-বার লয়ে, যুদ্ধ কর লগ্না হয়ে, কেমন করে পুরুষ সমাজে। ভাবটা তোমার কোন দেশী, দেখে শুনে যে পায় হাসি

আর কি তোমায় বলিব বেসি, আমরা মলাগ লাজে ।। শুনিয়ে কন শঙ্করী, কিসে আমারে জানলি নারী, উলাঙ্গিনী বলি কি কারণ। আমার কাছে কেবা গণ্য, কাকে আমি করিব মান্য, আমার কাছে পুরুষ কোন জন ।। পুরুষ পুরুষোত্তম, আর সকলি মনভ্রম, সকলে ধরেন পয়োধর। ইশারায় তোয় দিলাম কয়ে, আমার ব্যাপারি হয়ে, কায কিরে তোর জাহাজের খবর ।। এইরূপেতে পরস্পর, হলো বহু কথান্তর, পরেতে বাজিল ঘোর রণ। বাণে বাণ কাটা-কাটি, হয় যুদ্ধ পরিপাটী, গগণে দেখেন দেবগণ।। উভয়েতে হানে শর, নাহি কারু অবসর, মুখে শব্দ করে মার মার। করে দোঁহে বাণ বৃষ্টি, ঘনে যেন হয় বৃষ্টি, কিছু নাহি হয় দৃষ্টি, ঘোর অন্ধকার ।। এইরূপ যুদ্ধ হয়, দনুজের সৈন্য ক্ষয় দেখে রাগে দানব ভূপতি। মারে শেল শক্তি গদা, দেখিয়ে হাসেন অন্নদা, গদায় গদা নাশেন শীঘ্রগতি পরস্পর হয়ে ক্রুদ্ধ, পরে হয় মহাযুদ্ধ, শরে শরজাল রাত্র দিন। কি দিব যুদ্ধের তুল্য, বর্ণিতে বড় বাহুল্য, পাঁচালীতে অতি সুকঠিন।। হল যুদ্ধ অসম্ভব, পরে শম্ভু পরাভব, ভবদারা বধিলেন তায়। দেবে করে পুষ্পবৃষ্টি, বলে রক্ষা হল সৃষ্টি, কৃপাময়ী তোমার কৃপায় ।। ইন্দ্রাদি দেবতা সব, যুক্তকরে করে স্তব, বলে কৃপা কর ব্রহ্মময়ী। ওমা তুমি শারদা তুমি বাণি, বিশ্বমাতা বিনাপাণি, কে আছে ভবে ভবাণী, তারিতে তোমা বই।। তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি, তুমি

গঙ্গা তুমি গতি, তুমি সতী পতিত উদ্ধারিণী। তুমি জয় পরাজয়, সকলি তোমাতে লয়, তুমি কালী কাল নিবারিণী।

গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল মধ্যমান।

ওমা নমঃ নারায়ণী, ব্রহ্ম সনাতনী, চণ্ডমুণ্ড চন্দ্রাননী রুদ্রানী॥
কালী কপালিনী নৃমুণ্ড মালিনী, ত্রিশূল ধারিণী তারিনী॥
বিশ্বে বিশ্বকর্ত্রী, জয়া জগদ্ধাত্রী, শিবে সর্ব্ব কর্ত্রী সর্ব্বাণী॥
ওমা সুখদা মোক্ষদা, অন্নদা অন্নদা, শুভদা যশোদা ভবানী॥
সর্ব্ব ঘটেতে স্থিতি, শরণ্যে সর্ব্বগতি অগতি জনার গতি দায়িনী॥
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, ঈশ্বরী শাকম্বরী, চণ্ডিকে সুরেশ্বরী, জ্ঞানদায়িনী॥

শম্ভু-নিশম্ভুর যুদ্ধ সমাপ্তঃ।

পাঁচালি।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

বাল্মীকের বিরচিত, সৌন্দর্য্য যথোচিত, রাম নামামৃত সুধাখণ্ড। শুনি পবিত্র ত্রিভুবন, দুর্ল্লভ দুরাধ্য ধন, বেদ রামায়ণ সপ্তকাণ্ড॥ তারকব্রহ্ম রামনাম, জপিলে পায় মোক্ষধাম, অনায়াসে মানস হয় পূর্ণ। গুণসিন্ধুর গুণের বাণী, বর্ণিতে অশক্ত বাণী, শূলপাণির বদনে বাণী শূন্য॥ ব্রহ্মা যাঁরে ভাবি অর্থ, পদে দিলেন পাদ্য অর্ঘ্য, বহু ভাগ্য মানি আপনার। সেই হরি দশরথাত্মজ, জানি বিভু বিশ্বধ্বজ, পদরজ বাঞ্ছা করেন তাঁর॥ সজল জলদ কায়, কিবা শোভা বলি কায়, বলী কায় যে পায় সঁপিল। নিরঞ্জন নিত্যধনে, তুলনা নাই ত্রিভুবনে, সলিলেতে যাঁর গুণে পাষাণ ভাসিল॥ নখোপরে কোটি শশী, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি, ভাবিয়ে না পায় ঋষি মুনি। ত্রিজগতের চিন্তামণি, হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি, সকল মণির শিরোমণি॥ গোলোক করিয়া শূন্য, ভূলোক তারণ জন্য, ভূভার হরিতে ভগবান। মানস করে মানব লীলা, মানব জনম নিলা, পূর্ণব্রহ্ম পুরুষ প্রধান॥ সূর্য্যবংশ করি ধন্য, অযোধ্যায়

অবতীর্ণ, দশরথের গৃহে ভগবান। বাল্যতে তাড়কা বধি, মিথিলায় গুণনিধি, ভাঙ্গিলেন হরের ধনুঃখান।। শুনি মিথিলাপতি জনক, হইয়ে সুখ জনক, সীতা সতী করেন সম্প্রদান। বামেতে বসিলেন সীতে, কি শোভা নারি কহিতে, নাহি তাঁর উপমার স্থান।।

গীত।

রাগিনী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

রামের বামে বসিলেন সীতে। মরি কি আ-
শ্চর্য্য শোভা তুল্য নাই ত্রিলোক বাসীতে ॥
নির্ম্মল নিরদ জিনি, শ্রীরাম নীলকান্ত মণি,
সীতা স্বর্ণ বরজিনী, যিনি ধন্যা পৃথিবীতে ।।
চন্দ্র পান লজ্জা চিতে, তড়িত পলায় ত্বরিতে,
পঞ্চাশবর্ণে বর্ণিতে, নারেন প্রজাপতির পিতে ॥

রামে দিতে রাজ্যভার, দশরথের হইল ভার, বিধি বিধিমতে বিড়ম্বিল। কেমনে দুঃখের কথা কই, বনে দিল কৈ কৈ, শোকার্ণবে সকলে ডুবিল।। সীতা হরে নিল রাবণ, করিতে বিনাশন, পীতবসন গেলেন লঙ্কায় রাবণের বংশ নাশ, তার কিছু বলি আভাষ, তরুণী আদি বধি অতিকায়।। বধি সৈন্য হস্তি হয়, গণনায় যে কত হয়, নাহি হয় সে সব বর্ণন। পরে মরে ইন্দ্রজিত, হলো যুদ্ধ বিপরীত, সে দুর্জ্জিত বধেন লক্ষ্মণ।। রাবণ ডুবি শোক সাগরে, আপনি আসি সমর করে, বলে কে আছে আর

মোর সমরে এতিন ভুবন। অতিশয় হয়ে ক্রুদ্ধ, আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ, তার কিছু করহ শ্রবণ॥ ইন্দ্রজিত মরে সমরে, ইন্দ্রাদি যত অমরে, শুনে হাসি ধরেনা অধরে। কেউ বলে আজ গেল পাপ, কেউ বলে বাপরে বাপ, নাম করিলে এখনো ভয় করে॥ থাকতো বেটা মেঘের আড়ে, ইন্দ্র ভয় করিতেন তারে, তার সমরে কেবা হতো স্থির। হুহুঙ্কারে দর্প দাপে, সূর্য্য কাঁপতেন তার প্রতাপে, ভয়ে শুষ্ক হতো সিন্ধুনির॥ কহিতেছেন পরস্পর, শমন পবন শশধর স্বপনের অগোচর জানিনা যে আর এমন দিন হবে। যা হোক ঠাকুর লক্ষ্মণ করিলেন কার্য্য বিলক্ষণ হলো বেটা নিধন এখন সুখে নিদ্রা যাও সবে॥ সুরপুরে মহা আনন্দ ছুরে গেল মনের সন্ধ, ভাসিল সব আনন্দ সাগরে। সুসন্তোষ হয়ে চিত্ত, নৃত্যকিরে করে নৃত্য, সুস্বরে কিন্নরে গান করে॥

গীত।

গীত রাগিণী বিভাস—তাল অধ্যমান।

ভাব নবজলধর বরণে, তাঁর চরণে, দাওরে
তুলশীপত্র, তুলনা যাঁর নাহি কুত্র, ছুরে
যাবে রবিপুত্র, রাম নাম স্মরণে।
চরণেতে কোটি শশী, শশী কি হয় তাদৃশী;
ক্ষরেসুধা রাশী রাশী, রামচন্দ্র বদনে॥ লা-
জেতে লুকায় বিধু ঘণে, আমরি কি রূপ

উজ্জ্বল, জিনি নীলোৎপল দল, পূর্ণানে হরি, বল, রসনাতে সঘনে ৷৷

মিলি সব দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ রণ জিনি লক্ষ্মণ যান হরষিতে। রুধিরাক্ত কলেবরে যেরূপ সম্মুখ সমরে রুধিরাক্ত হয়েছিলেন ক্ষতিতে ৷৷ ঘনশ্বাস রণশ্রমে, উত্তরিলেন আসি ক্রমে, শ্রীরামের নিকটে লক্ষ্মণ শুনিয়ে যুদ্ধের জয় সকলে আনন্দময়, দয়াময় দেন আলিঙ্গন ৷৷ হেতায় রাবণ শুনি সংবাদ, সমরে পড়ে মেঘনাদ, মূর্চ্ছা হয়ে পতিত ধরাসনে। ধুলায় ধূসর কলেবর, পুত্র শোকে হয়ে কাতর, জলধরা বিংশতি নয়নে ৷৷

হায় হায় করে সঘনে, কপালে বিষকর হানে, শোকাগুনে হোয়ে পরিপূর্ণ। কখন কাঁদে উচ্চস্বরে, কখন বাণী নাহি সরে, লঙ্কেশ্বরের কথন জ্ঞান শূন্য ৷৷ কখন বা পড়ে ধরায়, ধূলায় গড়াগড়ি যায়, চাহে বিষ করিতে ভক্ষণ। ডুবিয়ে শোকসিন্ধু নীরে, বলে ডুবিব সিন্ধু নীরে, এ জীবনে নাহি প্রয়োজন ৷৷ এতবলি কাঁদে রাবণ, বুঝায় যত বন্ধুগণ, নানা শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দ্বারায়। বলে শোক করা নয়, উচিত, নিতি শাস্ত্রে আছে লিখিত, শোকে সকলি লোপাপত্য পায় ৷৷ অতএব হে রাজন, কর শোক সম্বরন, উৎপত্তি হলেই ধ্বংশ হয়। হয়ে আসছে পূর্ব্বাপর, সকলি আছো সুগোচর, কালেতে সকলি হয় লয় ৷৷ শুনেছি অধিক শোক হানি হয় পরলোকে, নরকে করিতে হয় বাস। শোকেতে হলে আবৃত, ঘটে তায় বিপরিত, হয় তাতে কৃত পূর্ণ

নাশ। কেবল মাত্র বাড়ে দুঃখ, কেঁদে কেঁদে যায় চক্ষু, সহে হতে শরীরের কষ্ট। এত ভ্রান্ত কিকারণে, পতিত আছো ধরাশনে, মহারাজ রাজসিংহাসনে হও উপবিষ্ট। কাঁদিলে ফিরে পাবেনা আর, হইয়াছে যা হবার, উচিত ছিল পূর্ব্বে ইহার করিতে বিবেচনা। এখন জীবন যাতে, রক্ষাপায়, ভাব রাজা তার উপায়, গত কর্ম্মের মিছে অনুশোচনা॥ যদি সুমন্ত্রনা শুন, আমার কিন্তু রাজানন্দন, তোমার, ধরোগে তুমি শ্রীরামের পায়। সকল দুঃখ হবে নাশ, পূরাবেন আস শ্রীনিবাস, নিরুপায়ে পাইবে উপায়

গীত।

রাগিনী ভৈরবী তাল একতালা।

ধরো রামের পায়, অপারে পার পাবে, জন্মিলেন যে পায়, মোক্ষ প্রদায়িনী।
ব্রহ্মা পূজে পদ পেলেন ব্রহ্মপদ, বিপদের সম্পদ পদ দুখানি॥
দুখে সুখে মুখে বলো, রামের নাম মেলেছে, নামে সুখ মোক্ষ ধাম পূর্ণ মনস্কাম যাতে হয় হে। নামের গুণাগুণ কেবল জানেন শূলপানি

হেথায় অন্তঃপূরে মন্দোদরী, একথা শ্রবণ করি, অনিবার বারীধারা দুই চক্ষে। পতীতা হোয়ে ধরণী, কেঁদে রাবণের রমণী, দুঃখে করাঘাত করে বক্ষে॥ সকাতরা এলোকেশী, লঙ্কানাথে লঙ্কেশী, কহে গিয়ে সভা বিদা-

মানে। কপালে হানিয়ে কর, বলে কি হলহে লঙ্কেশ্বর, আর যে জাতনা সহেনা পরানে।। বেঁচেথাকায় আর নাই কো ফল পেলেম যেসব প্রতিফল, ইচ্ছা হয় খাই গরল-জীবন নাশিতে। এক পুত্র মরে যার, সহেনা পরাণে তার, হয় দুঃখের সাগরে ভাসিতে ॥ বল দেখি কি হলো আমার. ফাটে বুক দুখ সহেনা আর, এত পুত্র মরেছে কার ত্রিলোক বাসিতে। থাকলোনা আর বংশে কেহ, আমার বলে করিতে স্নেহ, রাখবনা আর এ পাপ দেহ, কাটিবো অসিতে ॥ স্বর্ণপুরি লঙ্কায়, শাখামৃগ কি শোভাপায়, শমন পবন সঙ্কায় পারতোনা আসিতে। কিছু নাই সে সুখোৎপত্তি, ঘরেং ঘোর বিপত্তি, সকলেতে হোয়েছে ত্রাসিতে ॥ বিবর্ণ সব স্বর্ণপুরি, ছারখার হোয়েছে পুড়ি, দেখে ভাসা নাপারি ভাসিতে। কেউ নাই আর ধনেতে ধনী, শোকে মগ্না সকল ধনী, ক্রন্দনের ধ্বনী দিবা নিশিতে ॥ সূর্পণখার কুকথাতে, মর্ত্ত্য হয়ে ভুললে তাতে, আনলে সীতে বংশ নাশিতে। ইন্দ্র চন্দ্র শমন আদি, যারা তোমার প্রতিবাদী, তারা এখন লাগিল হাসিতে ॥ মানবী নহেন সীতে, অশীমুর্ত্তী ধরা অসীতে, ঐ সীতে অন্নদা কাশীতে। তা নইলে বংশ যায়, কেবল মায়ের অকৃপায়, দৈব ভিন্ন কে কোথায়, দেখেছে জলে পাষাণ ভাসিতে ॥ শুনে রাজা লঙ্কেশ্বর, শ্রীরাম পরমেশ্বর, পরাৎপর পরম পুরুষ। চরণে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ, বচন জিনি প্রয়ূষ, নামেতে হরে কলষ, কেমনে জ্ঞান কর তাঁরে মানুষ! চেলনা

কথা রমণী বলি, বলির ভার্য্যা বৃন্দাবলি, রাজায় দিল উপদেশ। তবেত মস্তকোপরি, পদ দিলেন চক্রধারী, আবার তার দ্বারে দ্বারী হলেন হৃষিকেশ॥ দেবের বিচিত্র গতি, শুন ওহে লঙ্কাপতি, শুনেছ মার্কণ্ড পুরাণে। ছিল দৈত্য মহাবল, বলেতে নিল সকল, কাঙ্গী তারে করে ছল, বধেন পরাণে॥ অতএব হে মহারাজ, বুঝিয়ে করহ কায, দেবের চরিত্র বুঝা ভার। বৈকণ্ঠ পরিহরি, ভূভার হরিতে হরি, রাম রূপে হোয়ে অবতার॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল পোস্তা।

ওহে মহারাজ। শ্রীরাম স্বয়ং বিষ্ণু অবতার॥
এলেন গোলক পরিহরি, হরি হরিতে অবনি
ভার।
কেজানে তাঁহার ভাব, ভব যাতে পরাভব,
রবিকুলোদ্ভব শ্রীমাধব, ভব কর্ণধার॥
ওহে ধ্যানে দেখ জ্ঞানচক্ষে, কমলার ধন কমলাক্ষো, হবে রক্ষে, যাবে মনের অন্ধকার॥

রাবণ বলে জানি জানি, ও কথাকি আমি মানি, তুমি যেমন জ্ঞানি জানা গেল। ঐ কি তোমার ভগবান, মন্ত্রী যার জাম্বুবান, বিবেচনা করেছ তুমি ভাল॥ পরনে বাকল শীরে জটা, কপালে রাঙ্গামাটীর কোটা, তন্ত্র মন্ত্র ছিটেফাটা, কতকগুলা জানে। দেখিয়ে ভেলকি ইন্দ্রজাল,

ভুলিয়েছে বানরের পাল, ভদ্রলোকে ভদ্র বলে কে মানে ।। থানা ওর কোটাল বাড়ি, দুর্নীতটা দেখে ভারি, চুর করে দিয়েছে ওর পিতে। বনে এসে হারিয়ে সীতে, সুগ্রীবকে বসে মিতে, কোরেছে আবার নূতন কুটুম্বিতে ॥ অধার্ম্মিক চিরকালই, বিনা দোষে বধেছে বালী, হোয়েছে কেবল পরিচয় রাখা। কোনটা ওর নয় ছন্ন, অল্প কথায় করে উষ্ম, হেগো গুরু পেদো শিষ্য, আর সঙ্গে তার লখা।। আবার যুটেছে বিভীষণ, কুমন্ত্রণার একটী জন, সেইত সব বলে দিল সন্ধান। তাইতে বধে সৈন্য কটা, বড় মর্দ্দ হয়েছে বেটা, তোমরা তাকে দেখে মোটা, বলছ ভগবান ॥ আমি অদ্য যাব সমরে, কে আছে আর মোর সমরে, অমর কিন্নর কিম্বা নরে। কাটব আমি লঙ্কাপোড়ায়, সেই বেটা মোর লঙ্কা পোড়ায়, উপায় আজি কোরব ত্বরায়, সেইটে যাতে মরে ॥ বধিব আজি লক্ষ্মণ, কে করে তায় রক্ষণ, রাঘবের লাঘব করবো ভারি ।। যুদ্ধের দেখাব কাণ্ড, করিব সব লণ্ডভণ্ড, ভয়ে পলাবে জটাধারী ভিকারী ॥ আবার ভাবিল চিতে, রাখবোনা আর কদাচিতে, সীতেকে কাটিব আমি অগ্রে। তারই জন্যে বংশ নাশ, হলো আমার সর্ব্ব-নাশ, এত বলি লয় তীক্ষ্ণ খড়্গ ॥ পুত্রশোকে মনরাগে, উত্তরিল গিয়ে বেগে, অশোক বনে যেখানে জানকী। পাছু ধায় মন্দোদরী, মনে কত সন্দেহ করি, বলে রাজা কর কি কর কি ।। পড়িয়াছ শাস্ত্র নানা, সকলি তোমার আছে জানা, বেদ বহির্ভুত কর্ম্মে ঘটে হে বেদনা। গো স্ত্রী বালক

ঠক্ দণ্ড্যাদি সন্যাসী সিদ্ধ বধ্য নহে এই কয়জনা॥ বুঝাইছ মন্দোদরী, রাবণ লৌহদণ্ডধরী, দণ্ডিবারে যায় মৈথিলীরে। সীতে ভাবেন গেল প্রাণ, অদ্য নাই আর পরিত্রাণ, এত বলি ভাসেন চক্ষুনীরে॥

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

ও রাম তোমার দাসীর বড় দুঃসময়। ওহে দয়াময়। হরি কোথায় রহিলে আজি, সাঙ্গ হল সুখের বাজি, তোমায় একবার দৃস্য হল না হে বিশ্বময়॥
এ দেহ পতনে নাই মোর ক্ষতি হে, পাছে অকলঙ্ক রাম নামে হইবে অখ্যাতি হে, জানিনে যে হবে এ দুর্গতি হে; পতিতপাবন যার পতি হে। ওহে তারে বধে দশস্কন্ধ, বিধাতার যে কি নির্ব্বন্ধ, দেখে আমার মনে বড় সন্দ হয়॥

মন্দোদরীর শুনি বচন, ক্ষান্ত হয়ে চলে রাবণ, পুনর্ব্বার সভায় উত্তরিল। তদন্তে সাজিল রণে, দামামা বাজে সঘনে, ঘোর দম্ভে ভুবন কাঁপিল॥ করে মল্লবেশ পরিপাটী, ধটীতে বান্ধিল কটী, অঙ্গেতে পরিল আভরণ। নানা বিধ তিক্ষ্ণ শর, বাছিয়া লয় লঙ্কেশ্বর, সঙ্গে চলে সৈন্য অগণন॥ চলে কত শত রথ, যার যেমন মনোরথ, পথাপথ নাহি বিবেচনা॥ সাজিল সব রথ চক্র, শুনিয়ে তৃয়পান

শক্র, অসম্ভব ভয়ানক কারখানা॥ তদন্তে রাবণ বিমান, উঠিল গিয়ে বিমান, ভয়ে সব অমর অস্থির। বিপরিত শব্দ হয়, চলে কত হস্তি হয়, গণনায় যে কত হয়, নাহি হয় স্থীর॥ চলে রায়বেঁশেমাল, পৃষ্ঠেতে বাধিয়ে ঢাল, জ্ঞান হয় কালান্তের কাল। রথ রথী সৈন্যগণ, সঙ্গে চলে অগণন, যমসম দেখিতে করাল। পদাতীক পদভরে, ক্ষিতি টলমল করে, ধূলাতে দিবসে অন্ধকার। অতিবেগে চলে রাবণ, ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবন মুখে বলে মার মার২॥ হেথায় বসিয়ে আছেন রাম, নবদূর্বাদল শ্যাম, দক্ষিণেতে আছেন লক্ষ্মণ। সুগ্রীবাদি জাম্বুবান, নল নীল হনুমান, যোড় করে করিছেন স্তবন॥ হেমবলে রাবণের রথ, উত্তরিল দশরথ, পুত্ররাম বসিয়ে। রাবণ দেখে নিরখি, কমলাকান্ত কমল আঁখি, কহে আঁখির জলেতে ভাসিয়ে॥ বলে মরি২ কিবা শোভা, কোটিচন্দ্র জিনিপ্রভা, তরুণ অরুণ পদতলে। শ্রীমুখমণ্ডলে শশী, হেরিয়ে লুকায় শশি, অভিমানে গগন মণ্ডলে॥ মৃগ অক্ষ জিনি অক্ষ, কামশর হতে তিক্ষ্ণ, কটাক্ষে পলায় কামঋপু। উপমার দেখিনে স্থল, ও জিনি বিম্বফল, পঞ্চশর লিপ্ত যেন বপু॥ আজানুলম্বিত ভুজ জিনি নিল নলাম্বুজ, রক্ত কোকনদ করতল। সুখচঞ্চু জিনি নাশা, প্রসুব সদৃশ ভাষা, করি অরি জিনি মধ্যস্থল॥ যুগল চরণ দ্বয় করিশুণ্ড জ্ঞান হয়, তরুণ অরুণ তায় হয়েছে মিলিত। নিন্দি নিল নিরাঞ্জন, জ্ঞান হয় নবঘন, ধরাতলে একি বপরিত॥ স্বয়ং বিষ্ণু বটেন রাম, অদ্য আমি জানিলাম,

কারোকথা না মানিলাম কি জানি কিগ্রহে আমাকে ধল্যে এখন তরিতে তরি নাই সঙ্কটে কেমনে উঠিব তটে, ফলেনা ফল গোড়া কেটে আগাতে জল ঢাল্যে॥ যা হবার তাই হোয়ে গেছে, গত কর্ম্মের সূচনা মিছে, এখনো এক উপায় আছে নিরুপায়ে উপায় কেশব। এতবলি লঙ্কেশ্বর, হয়ে অতি তৎপর, যোড় করে দুটি কর করে রামের স্তব॥

গীত।

রাগিণি খটভৈরবী। তাল একতলা।

করি নিবেদন শ্রীমধুসূদন কর কি কারণে প্রাণ দণ্ড।
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি পতিতপাবন বিরাট বা মন তুমি কখন কেমন কে জানে কাণ্ড॥
তব মায়া হরি বোঝে সাধ্য কার, কখন সাকার কভু নিরাকার, হরিতে ভূভার, হলে অবতার লোমকূপে তোমার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
যোগী ঋষি তোমায় নাপায় বহুযোগে, ভাগ্য ক্রমে দেখা পেলাম দৈবযোগে, না হইল যোগ অধর্ম্মের যোগে, চরণে ঠেলনা বলে পাষণ্ড॥

রাবণ করিল স্তব, কেবল জানেন মাধব অন্য কেহ জানিতে না পারে। শ্রীরামের সৈন্য সব, রামজয় করিয়া রব, মার বলে ধায় একবারে॥ গয় গবাক্ষ নীল নল, অঙ্গদাদি মহাবল করে বল রাক্ষসের প্রতি। মারে কীল চড়

ভয়ে কাঁপে চরাচর, মারে হয় কুঞ্জর, রথশুদ্ধ গুঁড়া রবি ন উপাড়িয়ে শাল বৃক্ষ, মারে অমর লক্ষ২, মাহেন্দ্র দেবেন্দ্র শত বলি। মারিতে নীলশাট, পলায় রাক্ষস ঠাট, পাছুধায় দিয়ে গালাগালি॥ রাবণের সৈন্য সব, সকলি হইল শব, কিছুমাত্র শেষ না রহিল। হনুমান অঙ্গদবীর, সমরে অতি স্থির, পরে আসি রাবণে ঘেরিল॥ বলে বেটা কোথা যাবি, এই খানে আজ কৃষ্ণ পাবি, তিষ্ঠ বেটা দুষ্ট দুরাচার। তুই আর কি পাবি লঙ্কায় যেতে, ওরে বেটা বারো জেতে, কুবংশ কলের কুলাঙ্গার॥ এলি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাটি, তোর কাটা মুণ্ডের দাঁত খেমুটি, খাম্বা বেটার তুম্ব নাড়া নাড়ী। স্বর্ণময় লঙ্কাপুরি, ছারখার হয়েছে পুড়ি, বাড়ী শুদ্ধ গিয়েছে যমের বাড়ী। দিতে নাই আর বংশে বাতি, পাপাত্মা রাক্ষস জাতি, বলে ধরে হরিস পুত্রবধূ। পাপেতে ভর সয়না ধরা, জন্ম কাল তুই নারী চোরা, রোগা সন্ন্যাসী রাগে ক্ষেপা হয়ে বসেছেন সাধু॥ নাইকো তোর জেতের ঠিক, ধিকরে তোকে ধিকর, ওরে বকাধার্ম্মিক জীব হিংসা ত্যাগ করে ছো করে। কত দিন যোগ শিক্ষায় শুরু, কোথায় তোর পটল শুরু, পটল তোলা করে তোমার হরে॥ কোথায় তোমার মন্দোদরী, পাবিনে কেন দেবনা দড়ি, লঙ্কা খানা মজলো তোর পাকে। তোমার গলায় দিয়ে লেজের ফাঁশি, ঘচাবো তোর চড়ুকে হাসি, চড়কের ন্যায় ঘুরাবো পাকে২। বিশেষ তুই পড়িছিস পাকে, পাক দিলে পর যদি পাকে, বিপাক হলে পরিপাক হবে না। নিতান্ত তোর

থাকের কপাল, পাকেং গেল চিরকাল, সোজা পথে লয়ে যাবে কাল সেতো পাকে যাবে না ॥

গীত।

রাগিণী ললিত ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

দৈবের বিপাকে, প'ড়লিরে তুই পাকে, কর্ম্ম
সূত্র পাকে হলিরে বন্ধন ॥
না পূরিল আশা, হ'লরে নৈরাশ, জাওয়া
আশা কিবল হল অকারণ ॥
যোগীর আরাধ্য ধনে না চিনিলি, হাতে পেয়ে
রত্ন যত্ন না করিলি, চক্ষুমুদে হৃদিপদ্মে না
দেখিলি, পদ্মজ নর হৃদিপদ্মের সেধন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে, আছে নরে
জীবে পরমাত্মারূপে, পরমপুরুষ বেদে কয়েছে
পূর্ণ বলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥

হনুমানের কথা শুনি রাবণ রুষিল। জারজাতা বলিয়ে হনুকে গালি দিল ॥ পবন তোর জন্মদাতা কেশরি তোর পিতে। পরকে নিন্দে করিস বেটা লজ্জা হয়না চিতে ॥ যেমন সভ্য তেমি ভব্য তেমি বেটা ভদ্র। শত ছিদ্র চালুনি বেটা লোকের খোজে ছিদ্র ॥ বেটার নাইক মরন কিবা পড়ুন ঠাকজেন সারিন্দে। মুখটা পোড়া পোঁদে কড়া সকল নিন্দে ॥ ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম নাই জন্মটা বিফল। স্বভাব আছে গাছে গাছে খেয়ে বেড়াণ ফল ॥ জতো ভিক্ত কশ

কুমড়া শশা কলা মুলো কচু। আম্ জাম্ কেলি কদম্ব নেবু নোনা নিচু॥ দিয়ে লেজের বাহার কালাপাহাড় বসে আছিস পাষণ্ড॥ এই দণ্ডে এখনি তোরে দিব উচিত দণ্ড॥ হনু৺বলে রাবণ তোর কথার তো খুব আঁটুনি। লা: ডোঙ্গা নাই তবু গুজরা ঘাটের পাটুনি॥ নাই মাথায় কেশ বাসিয়ে বেশ পরচুলাতে খোঁপা। নাই ভজন সার্দ্ধি শাঁকের বাদ্দি ঘরের ভিতর গোপা॥ তেজে কল্পতরু হায়ে গরু শেওড়া তলায় বাস। তেজে ময়ুর শুকে পুষিলি সুখে খুঁ চায় পাতি হাঁশ॥ তেজে ঘৃত পঞ্চামৃত আহার কল্লি কাঁজি। শিমুল ফুলে রইলি ভুলে রাজিতে হলিনে রাজি॥ ব্রহ্ম-শীলে রাখলি ফেলে মান্য কল্লি নোড়া। তাতে ফলেনা ফল ঢালো জল কাটীলে গাছের গোড়া॥ তুই প'নাঠেলে খানায় নাইলি তেজে গঙ্গা নিরে। ফেলে হিরে বান্ধিলি জিরে চিনলিনে রাম জিরে॥

গীত।

রাগিণি ভৈরবী। তাল ঝাঁপতাল।

কল্লিনে সাধু সঙ্গ সৎ প্রসঙ্গ সতের আলাপ।
ভব ঘোর নিদ্রা ঘোরে পড়ে২ দেখছিশ প্র-
লাপ॥
অন উপায় অনুরাগে,বিরাগে চিন্‌লিনে আগে,
কে ঘুমায় কেবা জাগে, কেবা করে হংশ
জপ॥

কামাদি রিপু বশে, রইলি বন্দিমায়া পাশে,
কুগ্রহ গ্রহবাসে, কেন বাড়ালি সন্তাপঃ।।

হনুর শুনিয়ে বাক্য, রাবণ হইল রুক্ষ, রাগে চক্ষু যেন কোকনদ। বলে বানর বলিস কিরে, অদ্য আমি করিলাম কিরে, যাবনা ফিরে তোরে না করি বধ॥ এত বলি রাগে কম্পবান, ধনুকেতে যোড়ে বাণ, হনু বলে হে ভগবান, কর প্রাণ রক্ষে।। তার ব্রহ্মনাম প্রসঙ্গে, লাগিলনা বাণ হনুর অঙ্গে, রাবণ দেখিল চেয়ে চক্ষে।। শত২ শর ধনুকে যোড়ে, হনু কাটে রামনামের জোরে, রাবণ ভাবিয়ে না পায় কূল,। যে নামেতে বিঘ্ন হরে, কিকরিবে তার তীক্ষ্ণ শরে, লঙ্কেশ্বরের বুঝিবার ভুল,।। ব্রহ্মঅস্ত্র পশুপৎ, হনুর অঙ্গে তৃণবৎ, নাগপাশে না হইল বন্ধন। হানে গদা শেলশক্তি, রাবণের যথা শক্তি, হনুমানে করিল ক্ষেপণ।। অনেক করিল রণ, হল সব অকারণ, বৈষ্ণবঅস্ত্র যুড়িল ত্বরিত। ভয়ে ভুবন কম্পবান, উঠিল বাণ গিয়ে বিমান, হনুমান হইল মুর্চ্ছিত।। তদন্তে যত বানরে, রাবণ সেনা যত বানরে, উভয়েতে আরম্ভিল রণ। মারে চড় কিল লাথি, মরে লক্ষ লক্ষ হাতি, পরে হয় হয় অগণন।। বানরে মারে গাছ পাথর, রাক্ষসের ধনুঃশর, ঘোর যুদ্ধ বাজে পরস্পর। উভয়ের সৈন্যোপরে, কেউবা উঠে শূন্যপরে, ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, কহিতে বিস্তর।। কেউ বা গিযে উঠে ধ্বজায়, মুতে দেয় রাবণের মাথায়, রাবণ বলে কি বৃষ্টি হচ্ছে মনে। মনে ভাবে সংশয়, আকাশের ত

বৃষ্টি নয়, বৃষ্টি হলে লোন্তা লাগিবে কেনে॥ রাবণ চাহে ঊর্দ্ধে রেগে, বানরে দিল মুখে হেগে, যেমন ধারা সার ঢালে জমীতে॥ দুর্গন্ধেতে পরিপূর্ণ, রাবণ অতি হয়ে ক্ষুণ্ণ, অন্নপ্রাশনের অন্ন, উঠেগেল বমীতে॥ হল বড় ধিৎকার, বানরে হরে মান আমার, একথা আর কারে বা জানাই। বানরে হেগে দিল মুখে, মরে গেলাম মনের দুঃখে, আর আমার জীবনে কার্য্য নাই॥ মনে মনে করে রাবণ, চিরজীবী নয় কোন জন, কালে অধিকার করিবে কালে। যদি বধেন লক্ষ্মীকান্ত, কি করিবে আসি কৃতান্ত, নিতান্ত পার হব কালাকালে॥ বিশেষ হারায়ে মান মিছে রাখা দেহ। বিশেষ বিশ্বাস নাই সর্ব্বদা সন্দেহ॥ বিশেষ হাসিবে শত্রু সরেনা পরাণে। বিশেষ যাতনা হয় জ্ঞাতি বাক্যবাণে॥ বিশেষ বিষয় হানি মূতন রাজার রাজ্যে। বিশেষ ভুগিতে হয় অনামুখের কার্য্যে॥ বিশেষ কুলটা গৃহে সর্ব্বদা সভয়; বিশেষ সর্পের গৃহে জীবন সংশয়॥ বিশেষ যজ্ঞের হানি যজ্ঞ দ্বিজ বিনে। বিশেষ ফলের হানি না দিলে দক্ষিণে॥ বিশেষ ঋণ শত্রু শেষ থাকিলে বিপদ ঘটে। বিশেষ অপকলঙ্ক জগত যুড়ে রটে॥ বিশেষ বিশেষ কথা প্রকাশে হয় হানি। বিশেষ রাখেনা প্রাণ অপযশে মানি॥ কে মানের কাছে মান্য আছে মান মাণিকের জোড়া। থাকেনা আর পূর্ব্বে তার উপড়ে গেছে গোড়া॥ মিছে কেন ভাবি কি যে ভাবি মূল ভবিতব্য। অতএব মরি বাঁচি এক্ষণেতে সমরই কর্ত্তব্য॥ সম-

রেতে মরি যদি শ্রীরামের বাণে। অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যাব চাপিয়ে বিমানে॥

গীত।

রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল ঠেকা।

রামের হস্তে যদি জীবন যায়। জীবন মুক্ত
হব পাব নিরুপায়েতে উপায়॥
আহা মরি কিবা কান্তি, আসা যাওয়া আশা
শান্তি, হেরিলে যায় মনভ্রান্তি, সজল জলদ
কায়॥
তন্ত্রেতে লিখেছেন ভব, মাধব দীন বান্ধব,
অপার পার অর্ণব, হব রামের কৃপায়॥

এত বলি দশানন, ঘূর্ণিত করি লোচন, ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে। শুনি কর্ণ হয় বধির, কাঁপে বীর পৃথিবীর, রাবণের ধনুক টঙ্কারে॥ মারে শত শত শর, রুধিরাক্ত কলেবর, হইয়ে বানরগণ রণে ভঙ্গ দিল। তদন্তে লয়ে বিমান, ধনুকেতে যুড়ি বাণ, শ্রীরামের বিদ্যমান আসি উত্তরিল। অহঙ্কারে হারায়ে জ্ঞান, চিন্‌লেনাকো ভগবান, কর্ম্মসূত্র বলবান, কে পারে খণ্ডিতে। দাঁড়ালেন কোদণ্ড ধারী, কৃতান্ত ভয় অন্তকারী, দোর্দ্দণ্ড রাবণে দণ্ডিতে॥ রাবণ যত মারে বাণ, বাণে কাটেন ভগবান, যার বাণে নির্ব্বাণ, গীর্ব্বাণ সকলে। শ্রীরাম রাবণে রণ, তুল্য নহে ত্রিভুবন, বাণের মুখে হুতাশন, ধক ধক জ্বলে॥ উভয়ে প্রহারে শর, নাহি

কার অবশর, শরে জর জর দুই জন। বাণে বাণে কমলাক্ষ, রক্তের বহে তরঙ্গ, অচৈতন্য কমল লোচন।। অমনি লক্ষ্মণ বীর, গর্জ্জন করি গভীর, শত বাণ যুড়িল ধনুকে।। কালান্ত কালের প্রায়, বজ্রসম বাণ ধায়, পড়ে গিয়ে রাবণের বুকে।। হইয়ে চৈতন্য হারা, অমনি পতিত ধরা, ত্বরায় উঠিয়ে পুনর্ব্বার। করে নানা বাণের সৃষ্টি, যেন বর্ষার বৃষ্টি, কিছু নাহি হয় দৃষ্টি, ঘোর অন্ধকার।। করে শব্দ ভয়ঙ্কর, ভাস্কর মানে দুস্কর, ভয় পান দেখিয়ে মহাকাল।। বিবিধ শর সন্ধানে, বধিবারে বিভীষণে, রাবণ করিল শরজাল।। লক্ষ্মণ ঈষদ হাসি, শরে শরজাল নাশি, বায়ুঅস্ত্রে সব উড়াইল। দুষ্টের করিতে দণ্ড, উন্মাতে হয়ে প্রচণ্ড, সারথির কাটি মুণ্ড, ভূতলে পাড়িল।। দেখে রাবণ হল ক্রুদ্ধ, কুড়ি আঁখি উঠে ঊর্দ্ধ, লক্ষ্মণে মারিতে করে যুক্তি।। মহা অস্ত্র মহাবল, পরশে ধরা রসাতল, মুখেতে জ্বলে অনল, ময়-দানবের শেল-শক্তি।। ভয়ে কাঁপে ইন্দ্র যম, দেখিলে জন্মায় ভ্রম, মারিবার উপক্রম; করিল রাবণ। অন্ত বুঝে অন্তর্যামি, অনন্ত ভুবনের স্বামী, অসুরের অগ্রগামী, হইলেন তখন।। রাবণ কহিছে ডাকি, তোমায় আমি নাহি ডাকি, তুমি যুদ্ধে এলে কেন হে তবে। যখন উভয়ে সম-যুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিধর্ম্মের কর্ম্ম নয়, পরাভবে সহায় সম্ভবে।। এত বলি হানে শেল-শক্তি, শক্তির দেখিয়ে শক্তি, শক্তি হারা হল ত্রিভুবন। গগণে উঠিল শক্তি, শক্তিপতির যথা শক্তি, প্রহারিলেন শেল শক্তি শক্তিশেল নাশের কারণ।।

না হইলে শেল ক্ষয়, কহেন রাম দয়াময়, শেল তুমি শমন সমান। পড়েছে আমার বক্ষে, কর মম বাক্য রক্ষে, লক্ষ্মণের দেহ প্রাণ দান ॥

গীত।

রাগিণী সুরট—তাল যৎ।

ওহে শক্তি মম উক্তি অদ্য তুমি কর পালন।
বোধোনা লক্ষ্মণে আমার স্বস্থানে কর গমন ॥
করে ধরি কর রক্ষে, ভাইকে আমার দাও হে
ভিক্ষে, আছি দিবা নিশী মনের দুঃখে, না
হয় দুঃখ নিবারণ॥ একে সীতার শোকে জ্বলি-
ছে আগুণ, কেন ঘৃত দিয়ে বাড়াও দ্বিগুণ,
তুমি আর হইওনা বিগুণ, বোধোনা প্রাণের
লক্ষ্মণ ॥

রামের শুনিয়ে উক্তি, কহিতেছে শেল শক্তি; তোমায়, নাশিবার শক্তি, নাহি হে আমার। তুমি সকলের শক্তি, বামেতে অনন্ত শক্তি,আদ্যাশক্তি শক্তি হে তোমার ॥ তুমি দিতে পার মুক্তি ভিক্ষে, কে আছে আর তোমাপেক্ষে তুমি দিক্ষে দাতা এই ভবে। তুমি কর আমার স্তব, এ যে বড় অসম্ভব, ওহে রাম তোমাকে কি সম্ভবে ॥ শুন হে তবে বলি-মর্ম্ম, সকলে রাখে আপন ধর্ম্ম, যার যে কর্ম্ম সে করে হে তাই। স্বভাব দোষে আগ্নি ঘটে, জল কখন উর্দ্ধে কাঁটে, বিশেষ করে তব নিকটে, আর কিছু জানাই ॥ দেখ

নিম্বফলে মিষ্ট দিলে, তিক্তরস যায় না মলে, চিটে গুড়ে মিছিরি ওলা হয় না। অঙ্গার ধুলে একুশ বার, যেমন মূর্ত্তি তেম্নি তার,মলিনত্ত স্বভাব কভু যায়না ।।বায়ুর স্বভাব স্নিগ্ধ গুণ, কখন না হয় বিগুণ, খলের স্বভাব কেবল মন্দ চেষ্টা। হুতাষণের স্বভাব রুক্ষ, বিচার নাইকো পক্ষাপক্ষ বাগে পেলে পুড়িয়ে দেন দেশটা॥ আপন স্বভাব সবাই রাখে, শিয়ালের স্বভাবডাকিলে ডাকে, রুই ইন্দুরের স্বভাব মন্দ কর্ম্ম॥ স্বর্ণকারের স্বভাব চুরি, দুষ্টের স্বভাব জুয়াচুরি, অস্ত্রগণের স্বভাব হিংসাধর্ম্ম ।। "অতএব আমার স্বভাব মন্দ আমি কিপ্রকারে ভাল হইতে পারি ।।

এত বলি শক্তি চলে, উঠিল গগণমণ্ডলে, ধক ধক বহ্নি জ্বলে, বর্ণিতে না পারি। তপন তাপিত তাপে, পাতালে বাসুকি কাঁপে, ত্রাশেতে পলান বজ্রধারি ।। তেজেতে পৃথিবী টলে, পুনঃ আশি ধরাতলে, লক্ষ্মণের বক্ষস্থলে, হইল পতন। রণসজ্জায় শব্যাগত, শেলাঘাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, হরিল জ্ঞান হরিল চেতন।। পতিত লক্ষ্মণ বীর, মহা রাগে রঘুবীর বরিষার যেন নীর, তেমতি করেন বাণবৃষ্টি॥ ভুবনেশ্বরের শরে, লক্ষ লক্ষ সৈন্যমরে, মহা ঘোর অন্ধকারে, নাহি হয় দৃষ্টি॥ ভয়পেয়ে দশানন, পলাইল ত্যজি রণ, তদন্তে শুনহ বিবরণ। লক্ষ্মণে বেড়িয়ে সবে, কেঁন্দে বলে হায় কি হবে, কে বাঁচাবে কে দিবে জীবন॥ তুলিতে শেলের গোড়া, চেপে উঠে বসুন্ধরা, ধরা বোয়ে পড়িছে রুধির। হয়ে মূর্ত্তি বিশ্বম্ভর, ক্ষিতীতে দিলেন ভর, তবে

শেল হইল বাহির।। লক্ষ্মণেরে কোলে করি, কান্দিয়ে কহেন হরি, কি বলে যাইব আর দেশে। যখন সুধাবেন মাতা, রাম রে লক্ষ্মণ কোথা, কহিব মৃত্যুর কথা, কেমন সাহসে॥ কৈকেয়ী সাধিল বাদ, সাধেতে হল বিষাদ, কোথা রাজ্য কোথা বনবাস। কোথা সীতা উদ্ধারিব, দশ-স্কন্ধ বিনাশিব, কোথা আজি হল সর্ব্বনাশ।।

অতএব শ্রীরামচন্দ্র কি বলিয়া রোদন করিতেছেন।

গীত।

রাগিণী লোলীত—তাল একতালা।

ওঠ ভাই লক্ষ্মণ, একি অলক্ষণ, ধরাসনে কেন করিয়ে শয়ন।।

বুঝি হলেম তোরে হারা, ওরে দুঃখ হরা, নয়ন তারা কেন মুদিলি নয়ন॥

তোমাভিন্ন দশদিক্ অন্ধকার, রহেনা দেহে জীবন আমার, কে করিবে আর, সীতার উদ্ধার, বুঝি হল না রে। ঘুচিল না রে সীতার অশোক কানন॥

কি বলে যাইব অযোধ্যা-নগরে, জননী যখন সুধাবেন আমারে, বলিব কেমনকোরে, লক্ষ্মণ গেছে ছেড়ে, মা তোর গো। আমি কেমন করে মুখে বলিব কুবচন॥

এত বলি কান্দেন রাম, নবদুর্ব্বাদলশ্যাম, কোলে করি অনুজ লক্ষ্মণে। বলেন, কে ফল আর যোগাবে আনি. পাব প্রতিফল আগে না জানি, হেনকালে দৈববাণী, কহে দেবগণে॥ শুন হে রাম বলি সূত্র, সুষেণ ধন্বন্তরির পুত্র, আছে বৈদ্য তোমার নিকটে। সুষেণে ডাকি দেহ ভার, ভাবনা কিছু নাই হে আর, পারের কর্ত্তা হবে পার, এঘোর শঙ্কটে॥ দৈব শুনি কমল আঁখি, সুষেণে নিকটে ডাকি, বলেন ওহে তুমি নাকি, নিদানে পণ্ডিত। সুষেণ বলে হে গুণধাম, নিদানের কর্ত্তা তুমি রাম, নিদানকালে কোরোনা বঞ্চিত॥ ওহে রঘুকুলোদ্ভব, কিসের ভাবনা তব, বাঁচিবেন লক্ষ্মণ গুণমণি। বিধিপূর্ব্বক যে ঔষধি, আনিতে পার শীঘ্র যদি, মহৌষধি বিশল্য করনি॥ আছে গন্ধমাদন পর্ব্বতে, আঠার বৎসরের পথে, রাত্রে যাবে রাত্রে আসিবে ফিরে। কালবিলম্ব যদি হয়, হবে জীবন সংশয়, অন্য কারের কর্ম্ম নয়, শীঘ্র তুমি পাঠাও মারুতিরে॥ নয় শৃঙ্গ আছে তার, তথায় গতি অতি ভার, গন্ধর্ব্ব কিন্নরে করে বাস। দেবের নাইক অধিকার, কি বলিব অধিক আর, দণ্ডপাণি পান যথা ত্রাশ॥ সুষেণের কথা শুনি, চিন্তাকুল চিন্তামণি, বলেন এ যে দেবের অসাধ্য। গন্ধর্ব্ব কিন্নরের পুর, যেতে নারে সুরাসুর, তাহে দূর অতি দুরারাধ্য॥ বলি চক্ষে ধারা বহে, শোকানলে তনু দহে, হেনকালে হনু কহে, শ্রীরামের আগে। গন্ধমাদন পর্ব্বত, জ্ঞান করি তৃণবত, আঠার বৎসরের পথ, যেতে আসিতে অর্দ্ধদণ্ড

লাগে।। এত বলি হনুমান, লম্ফদিয়ে উঠে বিমান, প্রণমিয়ে রামের চরণে। রাবণ বলে ভাবিলাম যেটা, বুঝি হতে দিলেনা সেটা, চল্লো লঙ্কাপোড়া বেটা, ঔষধি কারণে॥ আমি ভেবেছিলাম চিতে, কালি সকালে জ্বলিবে চিতে, আসিতে যেতে, রাত্রি কি আর রবে। সে কথা রহিল কুত্র, পবনবেগে পবনপুত্র, ঔষধি লয়ে এখনি হাজির হবে॥ ভুবনে বেটার নাই উপমা, কেবল আছে কালনিমে মামা, মায়াকোরে ভুলাতে যদি পারে। এত বলি তাড়াতাড়ি, চলে কালনেমীর বাড়ি, মামা বলে ডাকে বারেবারে॥ কালনেমী কয় রাবণ নাকি, কেন কর ডাকাডাকি, এস বাবা ত্রস এস এস। এত রাত্রে কেন হে বাপা, কার উপরে হয়েছ খাপা, ক্ষান্ত হও বসো বসো বসো॥ কেন বাপু এত ব্যাস্ত, কোন দায়েতে দায়গ্রস্থ, ভেঙ্গে আমায় বল বল বল। রাবণ বলে শক্ত দায়, তোমা ভিন্য নাই উপায়, একবার মামা চল চল চল॥ পড়েছে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে, যাবে জীবন নিশী পোহালে, ঔষধি আস্তে গিয়েছে ঘরপোড়া। কোনরূপে প্রতিকার, কর্ত্তে যদি পার তার অগ্রে গিয়ে বাঁধ তার গোড়া॥ কালনেমী বলে শুন রাবণ, গত রাত্রেই যাবে জীবন, পবনের বেটাকে আমি জানি। তার কাছে খাটবেনা ফাকি, শেষে প্রাণটা হারাব কি, ওরে বাপু ওসব কথা আমি কি কারু মানি। মনে কল্লে এক চাপড়ে, চৌদ্দভুবন দেখাতে পারে, শিখাতে পারে আমাকে সে মায়া। লঙ্কাখানা দিল পুড়িয়ে,

দেখে লোকে মরে ডরিয়ে, লেজে জড়িয়ে মারে ঘুরিয়ে, তুমি কঠিন কায়া ॥ রাবণ বলে কোরোনা শঙ্কা, মামা তোমাকে অর্দ্ধেক লঙ্কা, ঘরপোড়াকে মেলিই আমি দিব। কালনিমে কয় বলি তবে, দড়ি ধরেত হিসাব হবে, কিন্তু আমি দিগে দিগে লব॥ কালনেমীর মাগ্ ছিল ঘুমিয়ে, লঙ্কার ভাগ পাব শুনিয়ে, শয্যা হতে উঠিয়া বসিল। হাসি আর ধরেনা মুখে, শীহরি উঠিল গা টা সুখে, আহ্লাদসাগারে ধনী ভাসিল ॥ মনে করে বাসনা, অগ্রে আমি লব গহনা, শিঁতি ঝুম্‌কো কেয়াপাত সাতনলি। গলে গুলবঁদ কণ্ঠমালা, কর্ণফুল কাণবালা, নৌরে বেঁসর চৌদানি চাঁপাকলি ॥ হেলে চিক ডায়মনকাটা, থানিতে তার হীরে আঁটা, মানাবে কত গজমতি হারে। চন্দ্রকান্ত-মণি হার, পোল্যে কত লাগে বাহার, সে মণিতে ফনির মণি ঝকমারে ॥ লাহুরে তাবিজ ঝোলান ঝাঁপা, মাঝখানে মা-নিকের থোপা, নারিকেলফুল লোহা বাঁধা কঙ্কন। পাছায় ঝুলিবে চন্দ্রহার, নিচে থাকিবে বিছে তার, দেখে লো যাবে কতজন ॥ গায়েতে মল পাঁইজোর পাতা, গুজরি পঞ্চম ঘুমুর গাঁথা, চলে যেতে রুমুঝুনু বাজিবে। বয়েস ত আমার অধিক নয়, হদ্দ নয় গণ্ডা নয়, তাও নয় এখন আর কে পরিলে পরে সাজিবে ॥ হবে তারই উপযুক্ত, শাটী, আটাঙ্গুল পরিপাটি, শাঁচ্চা কাজ হবে খাটী, তা না হলে আমিত লবনা। এখন যাচ্ছে যাক্ যাত্রাকরে, জোয়ী হয়ে আসুক ঘরে, এক্ষণেতে কোন কথা কবনা॥

রাজ্য পাব শুনে কালনিমে,আনন্দের আর নাইকো সীমে, উত্তরিল পর্ব্বতশখিরে। বসিল হয়ে সন্যাসী, কুশাশন কোশা কুশী, মায়াতে সকল স্মৃষ্টি ক'রে॥ চুলে দিয়ে তেকাঠার আটা, শীরে বানাইল জটা, গায়ে ভষ্ম গলায় রুদ্রাক্ষ। মুখে বলে কালী তারা, মুক্তকেশী ভবদারা, ভব ভয়ে তার মা তারিনী। করালবদনা শীবে, কবে দয়া প্রকাশিবে, ওমা তারা ত্রিগুণধারিণী॥

গীত।

রাগিনী ঝিঝিট—তাল ঠেকা।

কালী কাল হরা কামিক্ষ্যে। কাতরে কিঙ্করে
আসি কর মা রক্ষে॥
দেহ তরী ক্ষণে ভগ্ন, মায়ানীরেতে নিমগ্ন, আ-
বার তাতে ঘটায় বিঘ্ন, কামাদি রিপু বিপক্ষে।
বেদেতে ব্রহ্মার উক্তি, অনাদ্যা অনন্ত শক্তি,
কে আছে আর দিতে মুক্তি, তোমা বিনে এ
ত্রৈলক্যে॥

তখন, কালনেমী ধ্যান করি আরম্ভিল ধ্যান। হেনকালে উপনীত পবন সন্তান॥ দেখে এক তপস্বী বসিয়ে তপ করে। দেখিলে ভাব জন্মে ভাব মুনির মন হরে॥ হনূ বলে অনুকূল হইলেন বিধি। কিসের ভাব্য হবে লভ্য মহা মহৌষধি॥ এত ভাবি হনূ তথা করিল গমন। এসং

বোস বসে দিল কুষাশন ॥ হনু বলে যোগীবর শুন হে বচন রাবণের শক্তিশেলে পড়েছেন লক্ষ্মণ॥ শ্রীরামের দাস আমি সুগ্রীবের চর। ঔষধার্থে আসিয়াছি পর্ব্বত শিখর ।। কৃপাবলোকন কিছু করিয়া আপনি। দেখাইয়া দেন যদি বিশল্যকরণি ॥ কালনেমী বলে তুমি অতিথি আমার। ফল-মূল দ্রব্য কিছু করহ আহার ॥ অতিথি বৈমুখ হলে হয় সর্ব্বনাশ। বেদের লিখন এই শুন রামদাস॥ হনু বলে কালবিলম্বে ঘটিবে দুস্কর। হইবে কার্য্যের হানি উঠিলে ভাস্কর ॥ সূর্য্য তেজে লক্ষ্মণের যাইবে জীবন। কেমনে করিব আমি ফলাদি ভক্ষণ॥ কালনেমী বলে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। হবে তব কর্ম্ম সিদ্ধি কেন কর ডর ॥ ঐ দেখ দেখা যায় রম্য সরোবর। স্নানাদি তর্পণ করি আসুন সত্তর ॥ রাক্ষসের মায়াতে ভুলিল হনুমান। সরোবরে উপনীত করিবারে স্নান ॥ জলেতে নামিল হনু দেখে কুম্ভিরিণী। ধেয়ে এসে হনুমানে ধরিল অমনি ॥ হনু বলে আরে মল কি ধরিল পদে। জীবন হতে তুলে বীর তার জীবন বধে ॥ হল অমি কুম্ভিরিণী স্বর্গবিদ্যাধরী। হনুমানে কহে কথা স্ববিনয় করি ॥ ইন্দ্রের নর্ত্তকী আমি গন্ধকালী নাম। দক্ষমুনির শাপে এই জলেতে ছিলাম॥ তব হস্তে মরি হল শাপ বিমোচন। আর এক কথা কহি করহ শ্রবণ ॥ সন্যাসীর কথাতে ভুল না কোন ক্রমে। যোগী নয় ও ভণ্ড যোগী মায়াবি কালনেমে॥ এত বলি স্বর্গপুরে যায় বিদ্যাধরী। হেথায় বসে কালনেমী পাকায় কুশের দড়ি ॥ মনে ভাবে

এতক্ষণে মরেছে মারুতি ॥ আজি অবধি হলাম আমি লঙ্কা অধিপতি ॥ অর্দ্ধাঅর্দ্ধি নিব লঙ্কা হয় হস্তি আর। দশ-হাজার রমনীর মধ্যে পাব পাঁচ হাজার ॥ মন্দোদরী সুন্দরি প্রধানা পাটেশ্বরী। কেন ছাড়িব লেখায় পাব সব হিস্যা করি ॥ নগদ নেস্ত যে সমস্ত আছে ধনাগারে। কালই, হিস্যা করে আপন জোরে, লয়ে যাব ঘরে ॥ মনে মনে কালনেমী করে লঙ্কা ভাগ। রাজা হব বলে মনে বাড়ে অনুরাগ ॥ করিব সোণার অট্টালিকা বানাব নবতখানা। দ্বারে রাখিব দ্বারপাল নিকটে বসিবে থানা ॥

গীত।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল পোস্তা।

তা নইলে কি রাজা মানায়। নানা রত্ন রূপা সোণায়, পাকা বাড়ি বাজিবে ঘড়ি রোশম চৌকি নবদখানায় ॥
বসিয়ে রাজসিংহাসনে, কব কথা মন্ত্রিসনে, যাতে সকল লোকে মানে, চোড়ে গেসে দির্ব্ব যানে, তবেত বড়ত্ব জানায়।

মনে মনে কালনেমী আহ্লাদে আটখান। হেনকালে উপনীত পবন সন্তান ॥ হনুমানে দেখিয়ে কালনেমীর জন্মে ত্রাস। বলে রাবণের কথা শুনে হল সর্ব্বনাশ ॥ তখন সমাদরে হনূুরে আনে ফুল ফল। হনু বলে হাতে হাতে

পাবি প্রতিফল ॥ যা ভাবিয়া মনে, এলি এখানে, বানালি আশ্রম। আজি মেরে লাথি ভাঙ্গিব ছাতি দেখাব তোরে যম ॥ এত বলে ধরে চুলে গালে মারে চড়। ভূমে পড়ি কালনেমী করে ধড়ফড়॥ করিল কচ্ছোপাকার বধিয়ে প-রাণে। ফেলে দিল রাবণের সভাবিদ্যমানে॥ রাবণ বলে কিসের শব্দ কি পড়িল সভায়। কালনেমীকে দেখিয়া ক-রিল হায় হায়॥ রাবণ বলে মন্ত্রী ইহার মন্ত্রণা কি হয়। মন্ত্রী বলে সূর্য্যে বল হইতে উদয়॥ রাবণ বলে ভাল ভাল এই যুক্তি স্থির। সূর্য্য বলে ডাকিতে সূর্য্য হইলেন হাজির॥ রাবণ বলে সূর্য্য তোমায় আজ্ঞা দিলাম আমি। উদয়গিরীতে গিয়ে উদয় হওগে তুমি॥ যে আজ্ঞা বলিয়া যান দেব দিবাকর। চড়ে রথে যান পথে হইয়ে সত্বর॥ দেখে হনুর কাঁপে তনু রাগে থরথর॥ একলাফে পড়ে রবির রথের উপর॥ হনু বলে শুন সূর্য্য করি নিবেদন। রাবণের শক্তিশেলে পতিত লক্ষ্মণ। তোমার উদয়ে যাবে জীবন তাঁহার। অতএব ফিরে যাও মিনতি আমার॥ বিশেষতঃ তব বংশ চাহ ধ্বংশিবারে। তুমি সূর্য্য মহা পূজ্য জগত সংসারে॥ অতুল মহিমা তব কে যানে তোমায়। তোমার অন্যায় কর্ম্ম এবড় অন্যায়॥ তুমি হে ব্রহ্মণ্যদেব বেদের জান মর্ম্ম। কেমনে করিবে বেদ বহির্ভূত কর্ম্ম॥ অতএব শুন প্রভু করি নিবেদন। যাও হে ফিরি উদয়গিরী কোরো না গমন॥ সূর্য্য বলেন যা কহিলে সব সত্য বটে। রাবণের ভয়ে যাই পড়িয়ে শঙ্কটে॥ হনু বলে ভানু তুমি কল্লে পাকা-

পাকি। পিতা পুত্রে দেখা করিতে সাধ হয়েছে নাকি॥ ডুবাইব রথ ঘোড়া সাগরের জলে। বুঝিব তোমার বল যা থাকে কপালে॥ আগুলি রহিল পথ রথ নাহি চলে। মহাপূজ্য সূর্য্যদেবে রাখিল বগলে। সূর্য্য যদি করেন বল হনূ কি রাক্তে পারে। আপনি রহিলেন বন্ধি রামকার্য্যের তরে॥ হেথায় কালনেমীর পত্নি জানায় পতিব্রতা। হব পাটেশ্বরী মনে করি গরবে কয়না কথা॥ না উঠিতে কাঁদি বাধাবাধি খোলে না চৌদ্দ পাকে। যেমন গাছে কাঁঠাল গোঁফে আটা লোকে বলে থাকে॥ মনে মনে মানসেতে হইয়ে রাজ-রাণী। বসেং করিছে কেবল গৃহকর্ম্মের হানি॥ অহঙ্কারে নাকটা নাড়ে সুখের নাই আর সিমে। হেনকালে পাইল খবর মরেছে কালনিমে॥ শুনে অমনি পড়ে অবনী কান্দিয়ে ব্যাকুল। কোথা রাজা কোথা সাজা হারাইলাম মূল। অতএব কালনিমের স্ত্রী কি বলে খেদ করিতেছেন।

গীত।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল পোস্তা।

দুঃখের কপালে সুখ আর হল না। কোথা হব
রাজা, পেলাম সাজা, তামাক সাজা গেল না॥
বড় আশা ছিল মনে, কর দিবে সব প্রজাগণে,
বসিব রাজসিংহাসনে, মহারাজার বামেতে।
পাইব অর্দ্ধেক লঙ্কা, ঘড়ি বাজিবে ডঙ্কা, সক-

লেতে করিবে শঙ্কা, কালনিমের নামেতে ॥
তা আর ঘটিল কৈ, হলাম জল সই, এখনি,
কোথা যাব কি করিব, ওগো দিদী বল না ॥

হেথায় ঔষধি তরে, পর্ব্বতে ভ্রমণ করে, মরুতের পুত্র সে মারুতি। গন্ধর্ব্ব শৃঙ্গেতে গতি, হয়ে কোপান্বিত অতি, হাহা হুহু গন্ধর্ব্বের পতি ॥ কোন বস্তু হনুমান, না করে তার অনুমান, ধনুকে যুড়িল বাণ, বধিবার তরে। হনূ মারে টেনে চড়, চড়ে কাঁপে চরাচর, ধড়ফড় করে আর মরে ॥ তিন কোটী গন্ধর্ব্ব, মেরে দর্প করে খর্ব্ব, পরে উত্তরিল নদীতটে। খুঁজে বেড়ায় ধারে ধারে, ঔষধি চিনিতে নারে, মনের মধ্যে সন্দেহ করে, বটে কি না বটে ॥ বলে ঔষধির চিহ্ন যত একটা চিহ্ন মিল্লোনাতো, হনূ ভাবে কি করি উপায়। ভেবে চিন্তে দিল টান, উপাড়ি পর্ব্বতখান, মাথায় করি চলিল লঙ্কায় ॥ উঠিল আকাশপরে, আচ্ছাদিলনিশাকরে, ভরত বলে একি অন্ধকার। লঙ্ঘি রামের পাদুকায়, আকাশের পথে যায়, এত বড় কার অহঙ্কার ॥ এত বলি মারে বাঁটুল, বাঁটুলের কে করে তুল, লাগিল হনূর বক্ষস্থলে। বলে রক্ষা কর রাম, নব দুর্ব্বাদলশ্যাম, বলি অমনি পড়িল ভূতলে ॥ শুনিয়ে রামনামের ধ্বনি, ব্যাস্ত হয়ে ভরত অমনি, হনূকে জিজ্ঞাসেন সমাচার। কি নাম কোথায় ধাম, কোথায় দেখিলি রাম, বলে প্রাণ বাঁচারে আমার ॥ হনূ বলে হে গুণ ধাম, রামদাস আমার নাম, এক্ষণেতে রাম যথা তথা। সুগ্রীব রাজার চর, পরমব্রহ্ম পরাৎপর, যার সঙ্গে করে·

ছেন মৈত্রতা ॥ রাবণের সঙ্গে বাদ, করিয়ে ঘটে প্রমাদ, শুন বলি সংবাদ, যে হেতু বিবাদ উপস্থিত। যাঁর মায়াতে বন্ধি ত্রিসংসারে, মারিচ ভুলায় তাঁরে, মায়ামৃগী ধরিবারে, যান সত্য গুণাবলম্বিত ॥ রাবণ হরিল সীতে, তার বংশ বিনাশীতে, গুণসিন্ধু হলেন সিন্ধু পার। রাক্ষস বিনাশ হেতু, সমুদ্রে বাঁধেন সেতু, ভবসমুদ্রের কর্ণধার ॥ হইল ঘোর সমর, মরে যেকত্তো অমর, সাধ্য নাই করিতে বর্ণন। অদ্য রণে রণস্থলে, রাবণের শক্তিশেলে, পড়েছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ সুষেণ ধন্বন্তরির পুত্র, সে জানে ঔষধি পত্র, খাটিবেনা পোহালে রাত্র যাবে জীবন রবির কিরনে, আমাকে পাঠায়ে দিয়ে আছেন পথনিরখিয়েশত্তো ধারা বহিছেনয়নে গন্ধ মাদন পর্ব্বত, আঠার বৎসরের পথ, গিয়েছিলাম আমি অর্দ্ধদণ্ডে। আশা বৃক্ষের হলোনা ফল, যাওয়া আসা হল বিফল হয়েছি বড়দুর্ব্বল প্রভু তব দণ্ডে, ॥

গীত।

রাগিনী আলিয়া—তাল কাওয়ালি।

এবার, লক্ষ্মণে বাঁচান হল অতি ভার। কি ব্যাভার, চমৎকার, কৈকৈ পাঠালে বনে সীতা হরিল রাবণে, এত বাদ কি ছিল মনে বিধাতার ॥ আমি কেনবা কুক্ষণে পদ বাড়ালাম, অকুলমাঝারে তরি ঘাটে তরী ডুবালাম, আপনার দোষে আপ্নি মজিলাম, ভরথ যেমন তত্ত্ব জানিলাম।

আমি আনিলাম ঔষধি, তুমি হলে প্রতিবাদী,
হল আমাকে দণ্ডিয়ে লজ্জা কি তোমার ॥

হনুমানের কথা শুনে ভরথ অস্থির, ভাবেন কিসে ভরি কি করি করিতে নারেন স্থির ॥ ধরেনা চক্ষেতে নীর বহে ধারা কারা। সুমেরুতে ক্ষরে ঝরার ধারা যেমনধারা। ধুলায় পড়িয়ে কান্দেন ভরত শত্রুঘ্ন দশদিক দেখেন শূন্য ভবন যেন বন ॥ বলেন কোথা রাম নবশ্যাম রাজীবলোচন। কোথা গো জানকী লক্ষ্মী দেহ দরশন। বসুমতী চংপ মন্ত্রী দোঁহার ক্রন্দনে। জানিবে বশিষ্ঠমুনি বুঝান দুজনে ॥ ক্ষান্ত হও শাস্ত্রকথা কর আলাপন। শক্তিশেলে লক্ষ্মণের হবে না পতন। অনন্ত ভূধর নাম ধরেন অনন্ত। রাবণের শেলে কি হয় তাঁর জীবনান্ত। সহায় যাহার পক্ষে কমলার কান্ত। চিরকাল আজ্ঞাকারি কৃতান্ত নিতান্ত ॥ যার শক্তি আদ্যাশক্তি সর্ব্ব শক্তি ধরে। রাবণের শক্তিতে কি তার তাতে মরে ॥ লোমকূপে আছে যাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। প্রকারে বুঝিয়ে দেখ প্রকাণ্ড সে কাণ্ড ॥ কটাক্ষে করেন সৃষ্টি যিনি ত্রিসংসার। কোথা, জন্ম নিলে, তাঁর নিলে, বোঝে সাধ্যকার ॥ যে সৃষ্টি করে, সে সংহারে, পালন করে সেই। যে সাকার সেই নিরাকার আসল বস্তু সেই ॥ সেই অংশে ভব হয় উদ্ভব তোমরা কেন ভাব। ভাবির কাছে তার সুধালে বলে বদি ভাব ॥ কি করিবে রাবণ চৌদ্দভুবন যে মুখমণ্ডলে। হৃদে জানবন কেন ভাব জাম জলে কি পাষাণ গলে ॥ যাঁরে পূজিয়ে নির্ব্বাণ মাগিল্লা নির্ব্বাণ সে আছে

কি বাণ বাজে। শুনলে ভক্ত হয় বিরক্ত বাজের অধিব বাজে॥ তারা মানে না যুক্ত বলে বিরুদ্ধ মিথ্যা কেবল মায়া। বুঝহ কারণ সঙ্গে ভ্রমণ করে যেমন ছায়া॥

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠেকা।

মিছে কেন ভাব অকারণ। কে কারে বধিতে পারে বিনে সেই নিরাঞ্জন॥
দেখহে আশ্চর্য্য কাণ্ড, আকাশের কি আছে দণ্ড, গোলা পরে খণ্ড খণ্ড, জীবনের কি যায় জীবন॥
উৎপত্তি প্রলয়কালে, ধ্বংস নাই তাঁর কোন-কালে, কিকরিবে কালে যিনি কালের কাল নিবারণ॥

মুনি বলেন শুন্তে নাই, অসম্ভব কথা। বিজ্ঞে বলে বিঘ্ন হয় অসম্ভব যথা॥ অসম্ভব দান দিয়ে পাতালে গেল বলী। অসম্ভব বুদ্ধি দিল মন্ত্রী চন্দ্রাবলী॥ অসম্ভব সুরথরাজা দিল পশু বলি। অনাবধি তার বিঘ্ন করে বলাবলি॥ অসম্ভব ব্যাধি হলে ধন্বন্তরি ঔষধি। অসম্ভব পাপাত্মার তুষানল বিধি॥ অসম্ভব খাদ্য দোষে শরীরের কষ্ট। অসম্ভব কৃপণের ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট॥ অসম্ভব দর্প হলে হয় সর্ব্বনাশ। অসম্ভব কথা বিজ্ঞে কারে না বিশ্বাস॥ হনু বলে নিবেদন করি শুন সবে। অসম্ভব কর্ম্ম যত কেশবে সম্ভবে॥ অসম্ভব কর্ম্ম তাঁর সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। প্রহ্লাদে রাখিতে হরি স্তম্ভেতে

উদয় ।। অসম্ভব আগুণে প্রহ্লাদ না পুড়িল। অসম্ভব সিন্ধু-জলে কায়া না ডুবিল ॥ অসম্ভব দণ্ডে দেখ না হল প্রমাদ। অসম্ভব বিষপানে মল না প্রহ্লাদ।। অসম্ভব দয়া রাম জগতে প্রকাশিলা। অসম্ভব দেখ জলে শীলা ভাসাইলা।। করিয়াছেন ভগবান অসম্ভব লীলা। অসম্ভব ঔষধি আনিতে মোরে দিলা ॥ অসম্ভব পর্ব্বত লয়ে কেমনে বা যাই ॥ অসম্ভব প্রহারেতে কিছু শক্তি নাই।। শুনি মুনি হনূমানে দেন আলিঙ্গন। সাধু সাধু সাধু তুমি পবননন্দন ।। পর্ব্বত লইয়া তুমি যাহ শীঘ্রগতি। হনূ বলে নিবেদন শুন মহামতি। তুলিবার শক্তি নাই অতিশয় ভারি। তুলে দিলে যোগে যাগে লয়ে যেতে পারি।। শুনি মুনি কহিতেছেন শুনহে ভরত। মারুতির মাথায় শীঘ্র তুলে দেহ পর্ব্বত ।। শুনিয়া মুনির কথা হইয়া বিব্রত। বাণেতে তুলিয়ে দেন যোজন অষ্ট শত ।। হনূবলেন বলবান বটেন ভরত। আমাসহ আকাশেতে তুলিলা পর্ব্বত ।। ভরতেরে ব্যাখ্যা করি হনূমান যায়। ঔষধের ঘ্রাণে লাগি মড়া কথা কয় ।। হইয়া সাগর পার লঙ্কা উত্তরিল। সিন্ধুতীরে রাখি গন্ধসিন্ধু প্রণমিল ।। পর্ব্বত দেখিয়া সবে গণিল বিস্ময়। হনূবলে ঔষধের না হল নির্ণয় ।। সাত পাঁচ ভাবি আনি এ গন্ধমাদনে। ঔষধি লইয়া এখন বাঁচাও লক্ষ্মণে ॥ ওহে ধন্বন্তরিপুত্র সুষেণ বদ্যরাজ। শীঘ্র বাঁচাও লক্ষ্মণে কোরোনা কালব্যাজ ।। সুষেণের সঙ্গে রাম চলেন আপনি। ঔষধি তুলিয়া লন বিসল্যকরণী।। বাটিয়া ঔষধি লইয়া লক্ষ্মণের অঙ্গে দিল

পাশমোড়া দিয়া বীর উঠিয়া বসিল॥ দেখিয়া আনন্দে সব রামজয় বলে। রঘুবীর চক্ষে নীর ভাইকে লন কোলে॥ সব রণভূমে দিল ক্রমে ঔষধের ছড়া। উঠিয়া বসিল সব বহুকালের মড়া॥ রামজয় শব্দ করে বানর সকল। পর্ব্বতে উপরে উঠে খায় ফুল ফল॥ বসিলেন রামচন্দ্র দক্ষিণে লক্ষ্মণ। আকাশেতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ॥ যোড়হস্তে স্তব করে সুগ্রীব রাজন। বিভীষণ করে অঙ্গে চামর ব্যা-জন॥

গীত।

রাগিনী সুরট—তাল জৎ।

বসিলেন কমলাকান্ত জিনিয়ে নিলকান্তমণি।
নিলকণ্ঠ ভাবে সদা চরণে শোভে দিনমণি॥
নিলকান্ত মরে ত্রাশে, নিলাম্বুজ নিরে ভাসে,
নিরদ পলায় আকাশে, লাজে হয়ে অভি-
মানি॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেল সমাপ্ত।

পাঁচালী

চারিইয়ারি ও সারবস্তু নিরূপণ।

কলিকাতার বাগবাজারে,একদিনকার শুন মজারে,চারি ইয়ারে খাচ্ছে গাঁজা গুলি। কলসির কাণা পেঁপের নল, ডাঙ্গাকলিকে আদি সকল, থেল হুকো চাট্‌নি কতকগুলি॥ বামুন বেনে স্বর্ণকার,আর একটি কুম্ভকার,চারিজনাতে এক এক আড্ডায় বসি। খায় গাঁজা চরষ ব্রাণ্ডি, বলে ওয়াট্ ফর ক্রাইং রেণ্ডি, মাগ্‌কে বলে গুড্‌মর্নিং পিসী॥ এইরূপ সব স্কুলে ভুল, বাপকে ভুলে বলে মাতুল, লঘু গুরু সকলি সমান ॥ কথায় কথায় সকলি ছুট, নিষেধ কলে বলে হুট্, পায়ে বুট বিসকুট জলপান॥ বিদ্যা বুদ্ধি সমান চারি, ক-চারি বাড়ি হয় কাছারি, হয় সেখানে বস্তুর বিচার। যার যত পাণ্ডিত্য, প্রকাশ হয় নিত্যং, সেসব কীর্ত্তি শুন্তে চমৎ-কার॥ কহিতেছে কুম্ভকার, অনিত্য সব এসংসার, সারবস্তু নিতাই শ্রীচৈতন্য। শুন বলি হে তত্ত্ব কথা, পরমার্থ প্রেম-

দাতা, কলিযুগে তিনি কেবল ধন্য ॥ জগন্নাথ মিশ্রের সুত, কে জানে গুণ গুণান্বিত, মধুমাখা নামটি গৌর হরি। বেদ বিধির অগোচর, রতন বেদির পর, ভজে তাই কিন্নর কেসরী ॥

গীত।

রাগিনী ভৈরবী—তাল একতালা।

শ্রীগৌরাঙ্গের নাম, বল অবিরাম, পরিণামে
যাতে তরিবে রে ভাই ॥
হবে মহা পুণ্য, ধরায় হবে ধন্য, দিবেন চৈতন্য
গোসাঞি ॥
নাম ব্রহ্ম যার বদনে নিঃসরে, পায় রে সেই
গোলোক ঈশ্বরে, অসার সংসারে হরে কৃষ্ণ
হরে, একবার বল রে। যার সমতুল্য মূল্য
ত্রিভুবনে নাই ॥

শুনি উঠিল রেগে, যেন ক্ষুধার্ত্ত বাঘ উঠিল বেগে, কু-বারকে কয় দিয়ে গালাগালি। তুই উচ্ছন্ন গেলি রে কবে, গৌর ভজে কি লভ্য হবে, যদি তরিতে চাইশ রে তবে, বল রে কালী কালী ॥ যাকে হয় গৌরাঙ্গের কৃপা, তার দশা অস্থি রক্ষা, সকল্য যায় রে বোঝা, পোকাতে চয় কপ্নী। আর এক কথা বলি তোরে, যখন যাকে গ্রহ ধরে, তারই হয় ভুল করে, ধুম্র দাড়ি চেপ্নি ॥ কেজে সুখের ঘর-

কন্না, অতিতশালায় দিয়ে ধন্না, আকাঁড়া চাউল তাও পান্না, পথে বসি শেষ কাঁদিতে হয়। থাকে নাকো লজ্জা শরম, মালির কাছে মানসম্ভ্রম, একবারে যায় রে সমুদায়॥ গায়ে দিয়ে সুজুনী কাঁথা, টিকি রেখে মুড়িয়ে মাথা, আকশি দেওয়া কুড়োজালি করে। গোপীমাটির সর্ব্বাঙ্গে ফোঁটা, জাহাজী নারিকেলের লোটা, দিয়ে মাথায় টুপি কপির মূর্ত্তি ধরে॥ সব, মিথ্যা ভজন মিথ্যা পূজন, ছত্রিশবর্ণে একত্রে ভোজন, জাতি ঘুচান ঐটে কেবল সত্তি। কোনটা ওদের বলিব খাঁটি, গঙ্গা ছেড়ে গোরমাটি, মা-বাপের ছো পিণ্ড লোপাপত্তি॥ ওদের ভাব দেখে ভাব যায়না বোঝা, কতকগুল কাষ্ঠের বোঝা, কেবল মাত্র গলায় দেক্কে পাই। অশুচ হয় না বাবা মলে, শুদ্ধি হয় খোল বাজালে, একটা মেয়ে একস টা জামাই॥ ধর্ম্মপথটা বড় আটা, রক্ত দেখিলে বলে আটা, বানান বৈ বলে না কাটা, খায় না পাঁটা গোস্বমীদের ভয়ে। হাঁশের ডিম্ শামুক গুগলি, পেয়াজ রসুন খায় সকলি, কাঁকড়ার তো দফা বিনাশ করে॥ দেখে প্রেমমণির প্রেম ভক্তি-খলে, জীবন মুক্তি পাব বলে, বারে বারে করে তার ব্যাক্ষে। সদা মত্ত সেই পাটে, কখন জয়দেবের পাটে, যায় কেবল ঐপাট উপলক্ষে॥ গৌরাঙ্গের কত লিলে, বিয়ে না হতে জন্মে ছেলে, যা বাপের কচু খেলে, এ ঘটনা কে ঘটালে ভোকে। বলে নিতাই গৌরহরি, ধুলায় পড়ে গড়াগড়ি, দিয়ে থাকে কি ভত্র ভত্রলোকে

গীত।

রাগিনী আলিয়া। তাল পোস্তা।

গৌরাঙ্গের রঙ্গের কথা সে প্রঙ্গ আর তুলনা।
সে কিবল ধোকার টাটি দেখোরে ভোগায়
ভুলনা ॥
যাদের সব হয়না বিয়ে, বেরিয়ে যায় ঢেম্নী
লয়ে, পোঙ্গাতে কপ্নীদীয়ে, হয় বৈরাগী তা
জাননা ॥
কিম্বা খায় গাঁজা গুলি, দেনা হয় কতক গুলি,
কাজেই হয় কাঁদে ঝুলি; গোড়ার খপর কই
শোননা ॥

কুমর বলেরে অব্রাহ্মণ, রাগ করিশনে বলি শোন, গৌর বলিতে ঘুরিয়ে উঠিলি চক্ষু। তুই কিজানিবি গৌরের মর্ম্ম, জ্ঞান নাই তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ঘরে গণ্ডমুখ্যু॥ তুমি মানিবে কেন গৌর হরি, সুরা খাবে হে শুড়ি বাড়ি, কানার মতন খানায় পড়ে থাকিবে। যখন হবে হে চৈতন্য হার, তখন কোথায় থাকিবেন কালিতারা. প্রকাশ হবে ভত্রধারা, কুকুরে মুখ চাটিবে॥ তুমি মানিবে কেন নিতাই গৌর, ভক্তি করিতে হলে খেউর, কথায় বলে জোলাকে নামাজ সয়না। বলেছেন বাল্মিকি মুনি, করিলে রাম নামের ধনি, যায় অমনি ভুত সেখানে রয়না॥ তুই বিপ্র কুলে জন্মনিলি, খানকীর বাড়ি খানা খেলি, ধর্ম্মের পথে

কাঁটা দিলি হঁটা দিলি জেতে। ওরে এ দিন আর কদিন রবে, হরিকথা আর কবে কবে,তাই বন্ধু কোথায় রবে, একা হবে যেতে॥ বিশেষ এই কলিকালে, কেনো শঙ্কা করেনা কালে, ভাবেনাকি হবে আমার শেষটা। অধর্ম্মের করেনা ভয়,অনায়াসেতে মিথ্যা কয়,বামুনের ছা নষ্ট কল্যে দেষ্টা॥ যত গোলা হাটের খোলা কাটা,সব দুয়ারের আমানি চাটা, সকলের বিদ্যা আছে জানা। কপাল ঘুচে কোটার থাক, আসল কাজে সকলি ফাক, পুজানা হতে বাজায় শাক, গলায় পৈইতে ভাঙ্গির তাঙের টানা॥ আপনার বেলায় নাইকো বিধি, পরের সময় বিদ্যা নিধি, নিমন্ত্রন্য পেলেন যদি, কাছাদিতে তরসয়না। লোকের বাপের মায়ের শ্রাদ্ধ, চিরকালটা ভাঙ্গিই বদ্ধ, আপনার বাপের পীণ্ড প্রদান হয়না॥ জানি সকল আদ্যশ্রাদ্ধ,কপালে কিবল মুক্তিবদ্ধ,শালি সেতক্য সিদ্ধান্ত, ভাবেনা পরিনাম। ফির ফিরেশে ফেলে দিয়ে, ভিক্ষাদে থান থরে দয়ে, বিদায় লয়ে চলেন নিজ ধাম॥ যদি দেয় কেউ থাল বাটী, দিগুন বাড়ে কোটার ঘটা, ঘড়া পেলে আর পাটাকেনা ঘরে। দিয়ে ঘরের কোণায় পেরের কুশী, ঘিলিতে দিয়ে বড় খুসী, মুখের আর ধরেনা হাসি, লোকে তামাসা করে॥ [illegible] পুস্তক নস্যদানী, পোদের কাপড় টানাটানি, দেখে মরে যাই লাজে। আবাল শিক্ষা ভিক্ষায় থর, বেড়ে কপালে ফোঁটা বড়, সিঁদুর বেলায় শিরে তন্দ্র সাজে॥ পাঁজি পুঁথি ব্যাকরণ, মিথ্যা কিবল পড়ে মরন, যে করণ তা মুখে আনা যায়না। ভুক্তিলয়ে থাদিতে

বাঁদে, ছেলে সুরে খায় পীপীড়ে কাঁদে, ভুঁড়ুটী এয়ী প্রভটী পড়িতে পায়না। ॥ বিচার করে আচার শূন্য, বামুন বলেকে করে গণ্য, মান্যমানের কোনখানেই বা থাকিল। তোর বুদ্ধি দেখছি ম্বতন্ত্র, পেটে নাইকো সিদ্ধি আর, জানি তোকে ওরে মুখ্য বাগীশ ॥ তুই দ্বিজ বলে দিচ্ছে কেন করে ব্যাড়াশ তেজ। কলা পোড়া খেয়েছ তবু কুকুরের ক্যাটেনা লেজ ॥ যেমন বিষ দন্তের অন্ত হলে সর্পের দর্প্য যিছে। নিধন পুরুষের যেমন কেউ করেনা পীছে। পক্ষীনা থাকিলে, তার পিঞ্জরে কি কাজ। রাজ্য না থাকিলে তিনি মিথ্যা মহারাজ। লক্ষ্মী না থাকিলে মিথ্যা নন্দন পোষা। সন্ধ্যা গায়ত্রি না জানিলে মিথ্যা কুশী কোশা ॥ দধি দুগ্ধ নাইকো ঘরে শদাবধি গাই। ওরে লক্ষ্মী ছাড়া তেম্নিধারা তোদের দেখতে পাই ॥

গীত।

রাগিনী আড়িয়া। তাল পোস্তা।

ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তেজ হারায়ে বয়ে গেলি।
ছলিনে কাযের কাযি, ঠাটিক বাজি, ধোবাদের বিশকর্ম্মা হলি ॥
সন্ধ্যা গায়ত্রি দৈব সকল, তাকে তোর নাইরে দখল, সে সকল পুড়িয়ে খেয়ে বুড়িয়ে গেলি।
নিতি শিখাতে গেলে, রেগে তুই উঠিস জলে, খোজদা গন্ধা ফেলে, পানাটেলে খাবার এলি ॥

উত্তর।

এখন বল্ছীস্ গায়ের জোরে, বামুন বলে মানিনে জোরে, এমন জোর তোর শেষ থাকিলে বটে। না মানিলে পূরুত গুরু, উচ্ছন্ন যাবার সুরু, পূর্ব্বে তার পূর্ব্ব লক্ষণ ঘটে॥ বিপ্রকাল শর্পাকার, দংশিলে বিষ নামেনা আর, তুই কেন তায় প্রাণ হারাতে এলি। ব্রাহ্মণে করিয়ে দ্বেষ, অনেকের হয়েছে শেষ, বিশেষ করে তোয় বলি॥ ব্রহ্ম শাপে হইল ধংশ, সগর ভূপতি বংশ, তখ্যকে দংশিল পরিক্ষিতে। দশরথ নৃপমণি, জীবন ত্যেজিলেন তিনি, ব্রহ্মশাপ কেপারে খণ্ডিতে॥ দুই ভাই জয় বিজয়, ব্রহ্ম শাপে হইল ক্ষয়, ব্রহ্ম শাপে ভগাঙ্গ হন ইন্দ্র। ব্রহ্ম শাপে জজাতি জরা, ব্রহ্ম শাপে কল্পে ধরা, ব্রহ্ম শাপে অভিমন্যচন্দ্র॥ বামদেব লঘুপাপে, চণ্ডাল হয় ব্রহ্ম শাপে যাহতে হয় গুহকের জন্ম। বেদ তন্ত্রমতে কয়, ব্রহ্ম শাপে কুলক্ষয়, বিশেষতো অধিক অধর্ম্ম॥ ব্রাহ্মণের নাই ভেদাভেদ, শ্রীকৃষ্ণের দেহ ভেদ, বিপ্ররূপে তিনি অবতীর্ণ। দ্বিজের রাখিতে মান, ধারণ কল্যেন ভগবান, হৃদি পদ্মে ভৃগুপদ চিহ্ন॥ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, কখন না হয় বাদ, ভগীরথের অস্থি সঞ্চারিল। আর দেখ জাহ্নবীরে, জহ্নু মুনি করে ধরে, একবারে গণ্ডুশ করিল॥ সাগরের নীর সমস্ত, জগতের উদরস্ত, ব্রাহ্মণে কি কর অল্প জ্ঞান। এখন কলিকালে কাল নিবারণ, পুরুষত্বমে পুরুষ পুরাতন, জগন্নাথ রূপে অধিষ্ঠান॥ সার্দ্ধত্রিকোটী তির্থ, দ্বিজের

চরণে নিত্য, বেদাগমে আছে শিব উক্তি। ব্রাহ্মণের পদদকে, যে জনার ভক্তি থাকে, সেই জন পায় জীবন মুক্তি। এ সকল তুই তুচ্ছ ভাবিশ, মিয়ে মোল্যা উচ্চ দেখিশ, বলে রাগীশ, মুখ্য বাগীশ বেটা। তোর ইতর দেশের মেতর মান্য, হারে বেটা জ্ঞান শূন্য, শালগ্রাম তোর ভাঁটা॥ কি হবে তোর পরকালে, যখন এসে ধরিবে কালে, কালেখাঁ বল্লে ভবে পার পাবেনা। পীনেশ রোগে হলে কাতর, ভাল হবেনা শুঁকিলে আতর, মুক্তা যোগে কুষ্ঠি রোগ যাবেনা॥ জ্বর শত্ত্যে ক্ষায়কাশ হলে, কি হবে তার সুট পিপুলে, শূলবেদনা কুল খেলে কি যায় রে। তুই নেঙ্গিটে ইন্দুর করে দর্প, ধরিতে এলি কালশর্প, বাঘের মুখে ছাগল বাচা দায় রে॥

গীত।

রাগিনী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

দ্বিজের মানেতে হরির মান। দ্বিজরূপে কশ্যপগৃহে হলেন অধিষ্ঠান॥
রাখিতে দ্বিজের মান্য. ভৃগুমুনির পদ চিহ্ন, বলেন হইলাম ধন্যহৃদে ধরি ভগবান।
ব্রাহ্মণের পদোদকে, যে জনার ভক্তি থাকে, হরির কৃপা হয় তাহাকে, বিমানেতে যায় বিমান॥

উত্তর।

ভূদেব ব্রাহ্মণ বটেন ত্রিভুবন মান্য। তাবলেকি মুচির বামুন সোনাকাটা গণ্য॥ ত্রৈলক্যতারিণী গঙ্গা বাওর যদি পড়ে। ভগীরথ খাদ বলে কি বিজ্ঞে গান্য করে। দেবের প্রধান দেব শালগ্রাম শীলে। তিনীও অপুজ্য হন চক্র না থাকিলে॥ তুই ব্রহ্মণ্য দেব ছাড়া হয়েছিশ মান্য করিব কাকে। শিব শূন্য গণ্ডাপে কেউ প্রণাম করে থাকে॥ পতিতো হয়ে অতিত্ত তুই হলি সকল কর্ম্মে। মুচি হয়ে সুচি হয় যদি থাকে ধর্ম্মে॥ যদি অনেক বিদ্যা থাকে পেটে, তত্ত্বজ্ঞান যার নাইকো ঘটে, সে বিদ্যা তার অবিদ্যা সম। পূর্ব্বাপর আছে এই নিত্তি, ভগবানে যার নাইকো মতি, সেই দ্বিজ হয় দ্বিজাধম॥ যেমন যবনে নিখিলে পোজেনা পট, চুতোহাড়িতে হয়না ঘট, জট থাকিলে দেয়াশীন সে হয়না। যদি মুদ্যফরাশ শ্মশানে গিয়ে, মড়ার উপর থাকে শুয়ে, তবু তাকে কেউ শবসাধন কয়না॥ আছে পৈতে ধারী অনেক জেতে, পারে কি তারা বামুন হতে, দেখ আছে তার সাক্ষি। আরিশোলার পাখা আছে সে হয় না কেন পক্ষি। অব্রাহ্মণ হয়ে তোর মিছে দর্প করা। চমনা ঢোড়া ঘোড়ার বিষে মানুষ যায়না মারা। হয়েছে তোর তেজের হানি, মন্ত্র ভুলে মুড়োতানি ভাবিলে কি আর হবে। তোর খানেমা ইলাজেরও, শীজ বারাকে চোটে গুঁ, কলা পোড়া খেয়েছ না আর খাবে॥ ধুমি মিছিলে দাগা হলে তাগুরা তাই কি করিবে। পক্ষেখাদের

রুগী হয়ে ঘোড়ায় কেমনে চড়িবে ॥ তুই কানা তাঁতি চিকের টানা বুনিতে এলি দৌড়ে। তোর মরাজ টানিতে নড়া পিয়েছে উঠ্বি কেমন করে ॥ সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়ে দিয়েছ খানা বই আর খাওনা। ষাঁড়ের বাড়ি ভিন্ন তুমি গুরুর বাড়ি যাওনা ॥ রাণ্ডির ঘরে রাত্তি চলে, কলের সূতোর টৈপেতে গলে, এদিকে বাবুর কলে অষ্টরম্ভা। ঘরে ভাত নাই মরেন ভুখো, লোকের বাড়ি পীতি রক্ষো, বিত্তি বাইরে বাইরে কোচানম্বা ॥ কর্ম্মকর্ম্ম শ্রাদ্ধশান্তি, একেবারে করেছ শান্তি, ধর্ম্ম পুণ্য মনভ্রান্তি, বশোছস তায় পূর্ণাহুতি দিয়ে। কাল নাই সব সুখে কলে, দেখিলে পর সর্ব্বাঙ্গ জলে, এলো এখন সন্ত বামুন হয়ে ॥

গীত।

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

তোয় জানে সর্ব্বজন, বলি ওরে শোন, তুইরে
অব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মকল।
হলে ব্রহ্মণ্য দেব ছাড়া, বামুন কি হয় তারা,
গেলে নয়ন তারা, নয়নে কি ফল ॥
আছে তারতম্যে ভক্ত যত জন, করেরে
নানা দ্রব্যের আহরণ, দেবের অর্চন, ব্রাহ্মণ
ভোজন, যাতে হৃদয়ে হলে কুস্থানে পতিত
পণ্ডিত সকল ॥

তখন দ্বিজ বলেরে পাজি বেটা, বড় যে তোর কথার ঘটা, কোন শাস্ত্রে আছে তোর দৃষ্টি। হারে গঙ্গা হতে কি মান্য খাল, সিংহের কাছে বন বিড়াল, রাখাল বেটা মাঁকাল তোমার মিষ্টি ॥ ওরে যদি বিপ্র পণ্ডিত হয়, ব্রহ্মণ্য দেব ছাড়া নয়, শাস্ত্রে কয় তবু ধরায় ধন্য। দেখ কলিকালে দেবতা যত, সকলে আছেন নিদ্রা গত, তা বলে কি তাঁদের যাবে মান্য ॥ আছে অনেক দেবালয়, দেবতা যদি তথা না রয়,তথাপি তার স্থানমাহাত্ম্য যায়না। তার সাক্ষি জগন্নাথ ক্ষেত্র, প্রসাদ এনে দেয় কোটাল পুত্র, সেই হরিতো সর্ব্বত্র এখানেতে দিলে কেন খায়না ॥ তুই এর কি জানিবি শু-মর, ছোটলোক তুই যেতে কুমর, কাদানয় যে পায়ে করে শানবি। তুই কাঁদে করে ভার বইবি ভারি, সরা মালসা বেচিবি হাড়ি, বড় জাহাজ মানওয়ারি, তার মর্ম্ম তুই কেমনে জানিবি ॥ তোর জন্ম গেল হাঁড়ি পুড়িয়ে, আজি বড় কি হবি খুঁড়িয়ে, বামন হয়ে চাঁদ ধরিতে চাও। গাই কি বলদ দেখনা চেয়ে, এলি গোটাচারি মালসা লয়ে, আ বাপের কলা পোড়া খাও ॥ তুই রুদ্র দেবকে ক্ষুদ্র ভা-বিস চালের টিকটিকি। নিজে তো শর্ম্মা কৃতকর্ম্মা আমড়া কাঠের ঢেকি ॥ করিস ঘরে জারি, মুচড়ে দাড়ি, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে। গলায় দড়ি,ডুবে ডুবুরি,কপায়না পেটে॥তোর তাল গাছের ন্যায় বুদ্ধি মোটা, মানুষের মেকি তুইরে বেটা, উচিত কথা বল্যে কেন রাগীশ। কিছু নাইরে তোর ক্ষমতা, সকলি তোর মিথ্যা কথা, তুই বেটা যার জাতা বটিশ ॥

তোর দিনান্তরে মেলেনা আহার, পাঁচি ধুতির কোঁচার বাহার, মরিস তবু করিস দিবানিশী। তোর নাই অন্ন পড়েছে দন্ত, মাড়ির উপরে মিশী॥ তোর ঠিকে ভুল টেরি চুল, এড়ি তোলা জুতো। নিধুর টপ্পা গাইশ নিত্যই খাস্ চৌকিদারের গুতো॥ আছে পূর্ব্বাপর এই নীচের স্বভাব, সহজে পেলে মারে নবাব, ভদ্র নৈলে ভদ্রতা কে জানে। যেমন কুকুরে মোতে তুলসীগাছে, দেবতা বলে কি তার বোধ আছে, পশুতে কি পশুপতি মানে॥ কাল্ খেলি তুই সামুক গুগ্লি, খড়দর গোসাঞি কবে হলি, পাজি ভেড়ের ভেড়ে। তুই যোগী হোতে চাইস যুগীর কুক্তো ঠিক না দিয়ে গেঁড়ে॥

গীত।

রাগিণী সুরট। তাল পোস্তা।

তবু নবাবি কতো। পীঠের চামড়া গেল খেয়ে জুতো।
ঘরেতে নাই অন্ন, গিয়েছে উছন্ন, ক্ষুধানলে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
হাসে চড়ুকে হাসি, ফোঁগ্লাদাঁতে মিশী, সর্ব্ব দোষের দুষী, বুদ্ধি হত॥

ওরে, বামুন বর্ব্বর, না জেনে পূর্ব্বাপর, নিন্দে কর কুয়ু কর, তুমিত বামুনের ছেলে নওরে॥ যে ব্যবসায় নাইকো কর, বিশ্ব নাম বিশ্বকর, নিন্দনীয় কথা কেন কওরে। নিন্দে কল্লে ধর্ম্ম শাল, থাকেনা তার পরকাল, কালাকালে

নরকেতে যায়রে। তোর বুদ্ধি নাইরে ঘটে, আমরা স্বষ্টি করি ঘটে, সকল দেবতার পূজা ঘটে, ঘট বিনে পট কি, শোভা পায়রে।। দেখ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, যোগাই রন্ধন স্থলি, কি দোষে দুষী করিলি, হায় হায় হায় রে। কুমরকে দোষ কিসে দিবে, মালশা ভোগ হয় অগ্রদ্বীপে, সে প্রসাদে নির্ব্বাণ মুক্তি পায় রে।। ক্রিয়াকর্ম্মে চরক্ষাগে, শরা মালশা আগে লাগে, বাপ মা মলে কলসী শরা চাইরে। বিশেষ পঞ্চত্ব হলে, কলসী একটি চাইরে ঝিলে, কুমর ছাড়া কোন কর্ম্ম নাইরে। কুমরের সঙ্গে সাজেনা আড়ি, যেতে হয় কুমরের বাড়ি, শুভন হুঁড়ি বিবাহে মঙ্গল রে। যিনি জগতের অগ্রগণ্য, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের জন্য, আজ্ঞা দিলেন গড়িবারে খোলরে।। কুমর নয় সামান্য ব্যক্তি, সকল দেবতার প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকাতে করিরে নির্ম্মাণ। যদি না হয় ভক্তির ত্রুটি, দেবতা ত্রেত্রিশ কোটী, ঘটে আসি করেন অধিষ্ঠান।। কুমর নেড়ের কত গুমর তুই জানিবি কিসে। কাণ্ড জ্ঞান রহিত তোর বাপকে বলিস পীসে। অন্ধ জনার কাছে যেমন কাঁচ কাঞ্চন তুল্য। বর্ব্বরে কি বুঝিতে পারে মাণিকের কি মূল্য।। তুই কাকাতুয়া নিন্দে করিস হইয়ে চামচিকে। কাটা ফেণি ফেলিয়ে দিয়ে যত্ন করিস টিকে। ওরে মানি ব্যক্তি নাহলে কি মানির মান জানে। কথায় বলে চোর কথন ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে।। কুমর জেতের যে কত গুণ তোকে কি বলিব বল। বেণাবোনে মুক্ত বুনে কি হইবে ফল॥

গীত।

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

কুম্ভকারের মান, দিলেন ভগবান, করিয়ে নি-
র্ম্মাণ গীর্ব্বাণ সকল।
যিনি আছেন সর্ব্ব ঘটে,তাঁর পূজা হয়রে ঘটে,
যদি কৃপা ঘটে, জনম সফল॥
দিয়েছেন হরি কুম্ভকারে চক্র, তাইতে নাম,
তার হল হরিচক্র, বুঝিতে নারেন শক্র,
চক্র যার হে; তিনি গুণে গুণসিন্ধু দুর্ব্বলেরি
বল॥

বামুন বলেরে পালের ছেলে, কিসে জগত মান্য হলে, কোন পুরাণটা দেখিলি খুলে, বেটারতো আর গুমর দেখা যায়না। বেড়াস বিশ্বকর্ম্মার দোহাই দিয়ে, রাজা হতে চাইস চ্যাটায় শুয়ে, বিশ্বকর্ম্মা তোদের কিছু পূর্ব্ব পুরুষ হয়না॥ তার উচিত কথা শোনরে বোঁচা, নাড়িকাটা জাতি জেতের ওঁচা, জেলে খাদীতে উড়ে কোঁচা, মানায় নাকো কল্লে। অঙ্গারের কাল ধুলে যায়না, খুঁড়িয়ে কিছু বড় হয়না, লোকে না বড় বল্লে॥ মিছিরি হয়না চিটেগুড়ে, মরিস কেন মাথাখুড়ে, তুচ্ছলোককে উচ্চ করে, সমাদর কে করে। পাঁচীধুস্তির গরু বিকায়না রেশমি থানের দরে॥ যদ্যপি হয় তেটোঘোড়া, তবু তার তুল্য হয় না ভ্যাড়া, কাক্‌তুয়া তুল্য কি হয় কাকে। ভদ্র হয়ে কোঁচা দুলিয়ে, সুদোর

পাঁশি বুদোয় দিয়ে, তুই বেটা বুঝাতে এলি কাকে ॥ তোরা মুল্য নিবি বেচিবি হাঁড়ি, মিথ্যা কেন করিস জারি, যায় জুতোর জন্যে মুচির বাড়ী, তাবলে কি মান্য করিব তাকে ॥ কুলখানা লাগে দানে, তাবলে কে ডোমকে মানে, অসম্ভব কি এম্নি হয়ে থাকে ॥ তার সাক্ষী দেখরে বেটা, রাজ মিস্ত্রি বানায় কোটা, দেবের মন্দির প্রভৃতি করে বটে। কোদালায় কাটে পুষ্করিণী দিঘী, কে হয় তার ফলের ভাগী, অর্থ যার পুণ্য তার ঘটে ॥ তোরা কিসে হলি প্রধান, হাঁরে বেটা অজ্ঞান, কুমর বোলে মান্যমান, তোদিগে কে করে ॥ দিতে হলে মাটির কর, ওম্নি এসে গায়ে জর, ব্যাচেনা হাঁড়ি কাছিমের কামড় ধরে ॥ তোদের জেতের জানি ধারা, শেয়াল হতে অধিক বাড়া, নিমন্ত্রণ সুপারি নইলে হয় না, বুট্ খাঁতে সৃষ্টিছাড়া, কচুরঘন্ট বেগুণ পোড়া, থান টকের বড়ি আকালগেঁড়ে বুদ্ধি। পাল ঠাকুর পরামাণিক এইতো তোদের পদ্দি ॥ হারে, অসম্ভব কি আমি মানি, যদি হরি দিতেন চক্রখানি, তাহলে কি চাকেতে ফাক পাড়তো। তবে মাটি দিতে হতো না চাকে, পড়িত মধু পাকে পাকে, না ঘুরাতে চক্র অম্নি ঘুরিত ॥

ওরে তোদের চাক আমি ঘুরায়ে দেখেছি।

গীত।

রাগিণী সুরট। তাল পোস্তা।

দুঃখের হরির চাকে, কাটি দিয়ে সুখ না পেলাম।

নাই মধু সুধুং দাড়িয়েং ঘুরিয়ে মলাম ॥
করে ভাই নাড়াচাড়া, না পেলাম আগাগোড়া,
মিছামিছ হল বাড়া সুস্ককাটে, সুখ না পেলাম ॥
আগে মন ভুলেছিল, কিছু রস গলেছিল,
শেষে সব সুখ নিবিয়ে গেল, ফাক দেখে তার
অবাক হলাম ॥

গালি খেয়ে কুমরের গুমর গেল ভেসে। সার বস্তুব তত্ত্ব কথা বেনে বলিছে এসে॥ বেনে বলে শুন ঠাকুর সার বস্তুর বলি নিগুড়, সার কেবল ঘৃত মধু চিনি। দেখে ঠাণ্ডা হয় মোণ্টা, ইচ্ছে হয় যে খাই মোণ্ডা, সর ভাজা জিলাপি দুখানি॥ বামুন বলে আরে মল, কোথা হতে পেটমানকে এলো, বেরো বেরো আমার আখড়াথেকে॥ শুনেছ বেটার কথার শ্রী, পেটে ভাত নাই বাবুগিরী, বিষে নজর পড়িছে আমার দেখে॥ এত কেন তোর বাড়াবাড়ি, বেড়াবি লোকের বাড়ি বাড়ি, জিরে বেচে তোর হিরের দরে কায কি। কোরে একটা মাথায় মোট জিনে বসিলি সুপ্রিম্‌কোর্ট, তোদের জেতের অপমান আর মান কি॥ অধার্ম্মিক জাতিটে বেনে, তিন পয়সার দ্রব্য এনে, চৌদ্দ আনা সদ্য করে জানি। ব্যবসার তে পুঁজি ভারি, দশমূল আদি কণ্টিকারি, তাই জোটেনা মাসলে টানাটানি॥ গাছগাছড়া চেনে জানে, সকল দ্রব্য কুড়িয়ে আনে, শয়েক্যে যদি দুই একটা কেনে। বিনা পুঁজিতে নগর-চগর, আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর,

কাযকিরে তোর ধনে বেচা বেনে ॥ তোদের মেয়েরা বেচে বংশলোচন, বলে যদি হয় দুঃখ মোচন, সে বেটীরাও সূক্ষ্ম ওজন জানে। বসেথাকে সব দোকান খুলে, প্রদীপ জ্বেলে নিসান তুলে, মূল্য দিলে মূল কথাটা মানে॥ সীমুল সজিনে আমড়ার আটা, গঁধ বলে তাই যত বেটা, বেচে কিন্তু গঁধের গন্ধ নাই। বুড়িয়ে গেল গুঁড়িয়ে কড়ি, খড়ি মিসায়ে রং করি, কত রঙ্গ করে দেখতে পাই॥

গীত।

রাগিনী আলিয়া—তাল একতালা।

বর্ণশঙ্কোচ বেনে, বলেনা কেউ জেনে, মাথায়
করে ধনে, ব্যাচে সর্ব্বদাই॥
সদাই মনের সন্দ, মেগের সঙ্গে দ্বন্দ, দ্বারে
চাবি বন্দ, চক্ষুলজ্জা নাই॥
অতিত পুরুত গেলে পায় না তারা খেতে,
ব্যাভারে বড় শক্ত বেনে জেতে, ওজন কমি
দিতে, ভয় করে'না চিতে, পুলিসেতে যেত
হয় রে; যায় রসিকতা হাতে রসী দেখ্তে
পাই॥

বেনে বলে বামুন-ঠাকুর প্রণাম তোমার পদে। তোমার সঙ্গে কইলে কথা বিঘ্ন পদে পদে॥ তুমি বর্ণশঙ্কোচ বলে বেনে, কোন শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত জেনে, বেনের কোথায় দেখেছ দুর্গতি। বরদার আছে বর, সওদা করে সওদা-

গরল্যাম আমাদের সাধু ধনপতি॥ বেনে চিরকাল লক্ষ্মী বন্ত, লক্ষ্মীর কৃপা নিতান্ত, শ্রীমন্ত সওদাগরে ছিল। বাণিজ্যের উপলক্ষে, চরমের ধন চর্ম্মচক্ষে, কমলে কামিনী দেখেছিল॥ কি দিব সে পরিচয়, মশানেতে রক্ষা হয়, বণিক সামান্য নয় পুরাণে আছে নাম। মিথ্যা নয় সে সব সত্যি, কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী, লিখিয়াছেন বেনের গুণ-গ্রাম॥ বেনের ব্যাভার কিসে মন্দ, কি দেখে তোর হোল সন্দ, ঘরে কি তোর সিঁধ দিয়েছে রেতে। ঢুকিয়ে দিয়ে সিঁধকাঠি, লুটেছে কি তোর ঘটি-বাটী, বাটা খুলে কি বাটাদিয়েছে জেতে॥ কিম্বা কোন মালামাল, করেছে কি পয়মাল, তা হলে আজি দায়মাল তুই দিতিস। যদি হতো কাটাকাটি, তবেই করিতিস লাঠালাঠি, তুই এম্নি গোমর্ধবতিস॥ বরং কল্লে উপাসনা, দিয়েথাকি রূপা সোনা, নাইক তোর কাণে সোণা, বেনের দাতব্য বেচি আমরা জহর মতী, সকলেরে দিই সুমতি, সুচ-রিত্র বেনে অতি, অতিবড় সভ্য॥ বেচি বটে দশমূল, শুন তবে তার বলি মূল, দেখো যেন ভুল কোরো না ভাই। যখন প্রসব হয় রে তোদের বাড়ি, ধাত্রি গিয়ে কাটে নাড়ি, আমি গিয়ে তখনি ঝাল যোগাই॥ তাতে লাগে মরিচ পিঁপুল সুঁট, যদ্যপি দেয় হরির লুট, তবু তাতে বেনের লুট চাই। শরীরে যদি জন্মে ব্যাধি, বেনে যোগায় তার ঔষধি, বেনে ছাড়া কোন কর্ম্ম নাই।

গীত।

রাগিনী আলিয়া—তাল একতালা।

এত ভাগ্য কার, দেক্তে পাইনে আর, কৃপা-
ময়ীর কৃপা বণিকে যেমন।
হয়ে কমলেকামিনী হরের রমনী, শ্রীমন্তে অ-
মনি, দিলেন দরশন।।
আরাধিয়ে যাঁরে না পান বিধি হরে, হেরিলে
শমনেরই শঙ্কা হরে, জন্ম মৃত্যু হরে, মা যদি
বিতরে, পদতরী হে; তবে অনায়াসে নাশে
ভবের বন্ধন।।

তোদের জেতে করিলাম দুষ্য, তাইতে তোর হল উষ্ম, বেনে জেতের উপহাস্য, জানে জগৎ জুড়ে। মনে ভাবনা ওরে ছুঁচো, জেতের গৌরব কোরে নাচো, সুঁট পিঁপুল ধনে ব্যাচ বাজরা মাথায় কোরে।। কড়ি দিয়ে জিনিস কেনা, বল না ঠকাঘ কোনজনা, বেনের কপালে সোনা, জাতিটে কিসে গণ্য। দানসাগরে জুতো চাই, মুচির বাড়ি কিন্তে যাই, তা বলে কি মুচি বেটা মান্য॥ যদি উচিত কথায় ব্যাজার হলি, তবে ভেড়ার কাণ মলি, কুলের কথা খুলে বলি, তোদের যে কারখানা। যদি বেনে হয় লক্ষপতি, তবু বেনের কপালে মুতি, সত্যনারায়ণের পুঁথি দেখিসনাই রে কাণা।। পীরের কাছে মেগে বর, কন্যা পেলে সওদাগর, শেষটা কি বক্কর, সুধুই কড়ি কড়ি। পাচসিকাতে সিন্নি মেনে, দিলে না পাষণ্ড বেনে,

পীর দেয় ধান ভেনে, ঘাটে ডুবায় তরী।। সর্ব্বদা করেন ফাকি, দ্যান কাঁচি লন পাকি, পীরের কাছে গাঁড়মারাকি করে হল দণ্ড। আর এক কথা বলিরে হাবা, হয়ে গেছে পুকুর গাবা, শ্রীমন্ত বেনের বাবা, ধনপতির কাণ্ড।। উজানি নগরে ধাম, খুল্যনা তার মেগের নাম, তার কি দশা রাম রাম, পূর্ব্বপুরুষ তোদের শুন্তে পাই। হইয়ে কলঙ্ক ভাগি, ছাগল চরায় বেনে মাগী, বল্লে কথা উঠিস রাগি, ওরে তোদের জেতের মুখে ছাই।। চরাতে গিয়ে ছাগল তার ভিতরে কত গোল, টানাটানি গণ্ডগোল, তাকে নিয়ে বনের মাঝে ঘটে। জানি রে সকল মর্ম্ম, তোদের জেতের ধর্ম্মাধর্ম্ম, ওরে মূর্খ তোর জন্ম, সেই বংশেই বটে।।

গীত।

রাগিণী আলিয়া। তাল পোস্তা।

জানিসনে তলার খপর, ওরে বানর করে বেড়াস ছুটোছুটি।
তোদের ক্ষমতা যত, আছি জ্ঞাত, মুণ্ডমালার দাঁত খেমুটী।।
বণিকে নবাব হলে, কুস্বভাব যায়না মলে,
শুনেছি লোকে বলে, অল্প জলে, নাকায় পুঁটী।।

বেনের হইল উষ্য ব্রাহ্মণের প্রতি। বলে, কিদোষে নিন্দিলি তুই সাধু ধনপতি।। তার পত্নি চরালে ছাগল, তাতে দুষ্য নাইরে পাগল, সেটা কেবল কর্ম্মসূত্র পাকে। জানিসনেরে বর্ব্বর, হরিশ্চন্দ্র নৃপবর, বারানসীতে গিয়ে শুকর

চরাতে হল তাঁকে॥ কি দিব আর পরিচয়, তাঁর পত্নী দ্বিজা লয়, বহু পুণ্যে তবু হল কষ্ট। মাজানকী অশোক বনে, বঞ্চিলেন অসুখ মনে, যাঁর পতি জগতের ইষ্ট॥ নলের নলনী সতী,দময়ন্তী রূপবতী,পেলেন দুঃখ হারা হয়েপতি। নলরাজার কি ছিল দ্রব্য, পালিয়ে গেল পোড়া মৎস্য, ঋতু পর্ণের হতে হল সারথি॥ যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চজন, পঞ্চালি সহিত বন, ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর। পরে য'ন মৎস্য রাজ্য,সাধিবারে নিজ কার্য্য,সুপকার হলেন বৃকোদর॥ সহদেব অশ্ব পালে, নকুল গোবৎস্য পালে, নৃত্যশালায় নৃত্যকি.অর্জ্জুন। সভাসদ ধর্ম্মপুত্র, তুলনা যার নাহি কুত্র, মহা বিজ্ঞ শাস্ত্রেতে নিপুন॥ যার যেটা প্রয়োজন, প্রাপ্ত হন পঞ্চজন, দাস্য কর্ম্মে নিযুক্তা পাঞ্চাতি॥ তথায় বঞ্চেন সতী দৈবের বিচিত্র গতি, লাথি মারে কিচক দুর্ম্মতি॥ কপালে যা লেখা থাকে, খণ্ডাতে কে পারে তাকে, দেহ ধারণে সুখ দুঃখ আছে। কর্ম্মফলে পায় দুঃখ সুক্ষ্ম কথা শোনরে মুর্খ রূক্ষ কথা কোসনে কারু কাছে॥ যেজন চিরকাল লক্ষ্মীবন্ত, লক্ষ্মীর কৃপা নিতান্ত, শ্রীমন্ত সওদাগরে ছিল। বণিজ্যের উপলক্ষে, চরণের ধন চর্ম্মচক্ষে, কমলে-কামিনী দেখেছিল॥

গীত।

রাগিনী আলিয়া—তাল পোস্তা।

কিশোরের দুখীবেনে, নিগুণের। গুণ বোঝেনা॥
মেয়েদের এনে বিয়ে, খেয়ে দেয়ে গুণ বোঝেনা

• কিস্তিতে সদাগরি, করে থাকি বরাবরি, কখন দ্বিগুণ করি, বিগুণ তাতে কেউ ভাবেনা ॥

বামুন বলে বেনে বেটার কথার বড় চোট। সুপ্রিম-কোর্ট জিত্তে চায় শাখামৃগ মরকোট॥ তোরা করিস বটে সদাগরি, শেষ কালে দিস গড়াগড়ি, সের পশুরি ওজন কমিধন্যে। পুলিশে দিস জরিবানা, তখন জানাস গরিবানা, লজ্জানাই হাঁরে কানা, কটূ কথাবল্যে। কিবল জুওচুরিটী জানিস ভাল, তাই কর্ত্তে ধর্ম্মগেল, খিড়্‌কি খুলে পড়ে জাস খির্‌কিচে। জানিতোদের জেতের ধারা, গিরগীটীর মুণ্ডনাড়া, ক্ষমতা নাই একটি কড়া, পরের দর্পেদর্প করা মিছে॥ তোদের শ্রীমন্ত সদাগরে, কালীযদি কৃপা করে, ভক্ত বলে দিয়ে থাকেন দেখা। তার জর্ম্মান্তরের কৃত পুণ্য,ছিলতাইতে হোলধন্য,জাতিটে মান্য কিসে হলরে বোকা॥ শুনিসনাই কাল কেতুর কথা, জগদম্বা জগত মাতা আপ্নালয়ে বয়ে দিলেন ধন। সে অতুল ঐশ্বর্য্য পায়, তার গুণ সকলে গায়, পূজ্য কেন হলোনা তায়; অন্য ব্যাধ গণ॥ দেখ শ্রীরাম চন্দ্র জগত পিতে, চণ্ডালকে বল্যেন মিতে; যাঁর জগতে নাই তুল্য দিতে, অমুল্যধন গোলক বেহারি। একথাতো সকলে জানে, তবেকেন লোক মাহিমানে, যায় না কেন চণ্ডালের বাড়ি॥ সর্ব্বস্ব দিয়েদান, বলী পেলে ভগবান, আরো মহা পুন্যবান,গয়াশুর প্রহ্লাদ শাস্ত্রেবলে। তবে কেন দৈত্য কুল, সমূলে হোল নির্ম্মূল, থাকিল না কো তাদের পুণ্য ফলে॥ ওরে যার থাকে পুণ্যবল, সেই পায়

তার ফলাফল, পরের পুণ্যে অন্যে কেন তরিবে। তোদের বেনে জেতের মুখে আগুণ, অপরের থাকিলে গুণ সে গুণেতে তোর কি গুণ করিবে॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জত।

যদ্যপি কেউ সাধনাতে, সাধনের ধন পায়রে হাতে
স্বর্গে যায় সে চড়ে রথে, জাতি কি তাতে হয়রে
উচু॥
চির কালতো আছে জানা, মেওয়াফল আম বেল
বেদানা, তুল্য কি তার হয় রে নোনা, শূন্যে জমীর
বুনোকচু॥ বেনে ব্যবসাদার ব্যক্তি. কিছুনাই
দাতব্যশক্তি, মুখে কিবল কপট ভক্তি, আদেকল্যা
আদানা নিচু॥

তখন বণিক হইল ক্ষান্ত, পরেতে শুন তদন্ত, কহিতে লাগিল স্বর্ণকার। ঝকড়া কর যার হেতু, রজৎ হেম হিরা ধাতু, এই বস্তু সংসারের সার॥ দেখ অর্থ বিনে হয় না পুণ্য, সংসারে কেউ করে না গণ্য, সংসারে তার রাখেনা মান্য, যদি কারও দন্য দশা হয়। ছোট লোকের থাকিলে ধন, মান্য করে সর্ব্বজন, সকলেতে যোগায় মন, বলে তাকে যে আজ্ঞা মহাশয়॥ নির্দ্ধন হইলে অতি, আর গাগ্ যারে তার মুণ্ডে লাথি, অশেষ দুর্গতি করে তার বলে মরণ নাই তোর অদঃপেতে, সমাদরে দেয় না খেতে,

শোবার বেলায় রেতে ঐপ্রকার॥ পরের দেখে গহনা গাঁটা, শিউরে উঠে অস্থি গা টা, দুঃখে ভাতারের মুখে ঝাঁটা মারে। অতএব অর্থ না থাকিলে পর, ভাই বন্ধু ভাবে পর, পর তো পর ভাবিলে ভাবতে পারে॥ যদি সেই পুরুষের অর্থ হয়, দোষ ঢেকে গুণ সকলে কয়, তখন পত্নী হন পতিপরায়ণা॥ পরে নানা অলঙ্কার, পতিভক্তি জন্মে তার, পেয়ে সোণা করে উপাসনা॥ দেখো ধনি যদি হয় শীখস্ত, ব্রস্ত হত ঋণগ্রস্ত, লোকের কাছে অপদস্থ, শক্ত মান রাখা। অর্থেতে সকলকে পালে, দানে ভাল হয় পরকালে, বিশেষতঃ কলিকালে, সার বস্তু টাকা॥

গীত।

রাগিনী সুরট—তাল পোস্তা।

ধনের তুল্য আছে কি ধন, জগতে যায় প্র-
ফুল্ল মন, হলে কড়ি যায়রে তরি, পায় পারের
তরী হরির চরণ॥
বিতরে ধন পুণ্যবানে, ওরে, যারা ধনের মর্ম্ম
জানে, নিত্য ধনের আরাধনে, করে অর্থ
বিতরণ।

দ্বিজ বলে রে স্বর্ণকার, সার হল ধন কিপ্রকার, ধনকে লোক সামান্য বস্তু কয়। কল্লে পরে ধন ধন, ধনে কি পায় নিত্যধন, ধন কড়ি ত ধনের মধ্যে নয়॥ ধনে হতে যা হয় পুণ্য, হয়না তাতে মানস পূর্ণ, সম্পূর্ণ হতে হয় তার

ভোগী। অর্থেতে ঘটে অনর্থ, হানি করে পরমার্থ, অর্থ ভক্ত করেনা পরম যোগী॥ শাস্ত্রে বলিয়াছেন সুক, সম-তুল্য সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য স্বর্ণ লৌহ বেড়ি। ক্রমেতে পাশেতে ঘেরে, ভবান্ধকার অন্ধকারে, রাখে তারে মায়া-পাশে ঘেরি॥ অতএব পাপ-পুণ্য, উভয় যেজন শূন্য,—তাকিই ধন্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। আছে মতান্তরে ধনে ধর্ম্ম, কর্ম্মিরে সব করে কর্ম্ম, কর্ম্মেতে ঐশ্বর্য্য লভ্য হয়॥ ভেবে দেখরে মনে২, মিছে বকে মরিস কেনে, মন নইলে ধনে কি ফলে ফল। ঐশ্বর্য্যাদি মিথ্যে ধন, ধনের জন্য দুর্য্যো ধন, নিধন হয়ে গেলরে সকল॥ আর এক কথা তোরে বলি, ধনে মত্ত হয়ে বলী, ত্রিপদ ভূমি দিব বলি, হরির কাছে প্রতীজ্ঞা করিল। সে প্রতীজ্ঞা হইল ভঙ্গ, শুনিস নাইরে সে প্রসঙ্গ, জানে বাংলা উড়িষ্যা বঙ্গ, তিনটে যুগ পাতা-লেতে ছিল॥ আর দেখ লঙ্কা পতি, ধনেমত্ত হয়ে অতি, ফলতার দুর্গতি, রঘুপতির হাতে হল বিনাশ। সব মনুষ্যরা মরে২, ধনের জন্য বিবাদ করে, শেষে তাদের লক্ষ্মীছাড়ে, হয় সর্ব্বনাশ॥ কেবল ধনে হতে হয় প্রতাপ, পরলোকে পায় পরি তাপ, অতি পাপ সয়না। পথে লয়ে গেলে ধন, যায়রে জীবনধন, ধনীর ভয় নিবারণ, কদাচিত হয়না॥

গীত।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

"ধনে হতে কি ফল ফলে। স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে,
অনিত্য ধন বিতরণে, নিত্যধন কি ধনে মেলে॥

ধনের লাগি বিপ্রসুত, ওরে ঘটিল তারো বিপরিত, সে পরিচয় দিব কত, গজ কচ্ছপ লোকে বলে ॥

কালনিমে দৌড়াদৌড়ি, গিয়ে ধনের লোভে পাকায় দাড়ি, হনুর হাতে তনুছাড়ি, গেল বেটা রসাতলে ॥

স্বর্ণকার বলে ঠাকুর করোনা ধনের নিন্দে। ধনদানে পায় লোক শ্রীরাধা গোবিন্দে॥ আছে বিধির বিধি নিরবধি শাস্ত্রে শুনে পাই। শুধুমন যোগে হয় না কিছু ধন যোগ চাই॥ কি হেতু নিন্দিলে তুমি দান আদি ধর্ম্ম। কর্ম্মের তুলনা নাই কর্ম্ম ভূমে কর্ম্ম॥ কর্ম্মে চতুর্ব্বর্গফল কর্ম্মেতে হয় মোক্ষ। নিষ্কাম কর্ম্ম তার নাম শুনিস নাই রে মূর্খ॥ দেখ স্বকায়াতে স্বর্গে গেল নল কর্ম্ম ফলে। পুন্যশ্লোক নলরাজা অদ্যাপি লোক বলে॥ যুধিষ্ঠীর পাণ্ডু পুত্র যজ্ঞ ধন দানে। স্বশরীরে স্বর্গে গেল চাপিয়ে বিমানে॥

তুমি জাননা কিছু মূর্খ নিচু, তোমাকে কে মানে। তোর সকল বৃথা মিথ্যা কথা থাক্ মানে মানে॥ তখন বামুন বলে স্যাকরা বেটার কর্ম্মে বড় ভক্তি। হাঁরে কর্ম্মফলে কোনকালে কে পেয়েছে জীবন মুক্তি॥ চুপকোরে থাক রে বেটা তুই যেমন ব্যক্তি। উচিৎ ফল পাবি এখনি করিস যদি উক্তি॥ যত বেটা স্বর্ণকার পরের গড়ে অলঙ্কার, চুরি করে হয় মস্ত মোটা মর্দ্দ। জানি বেটাদের বাড়ির অঙ্ক, কমিলে পায় নবভঙ্ক, তা নইলে টাকার

আঁকে এক আনা হদ্দ ॥ তোদের লভ্য কেবল চোঙ্গায় ফুঁ, মাথায় ওঠে পোংগুার গু, মিছামিছি কেবল মুচি খোঁটা। তবু তোঁদের যায় না জারি, পরের লয়ে খোবা ভাঁড়ারি, বোয়ে মরিস চিনির বলদ বেটা ॥ না কল্যে আঁটাআটি; কতকগুলো খুড়ে মাটি, খাটি রূপা— বেটা নোর। দিয়ে সোহাগা শোরা সকল লোটে, আজ মুখ ভাঙ্গিব তোর জুতোর চোটে, জানিস গাধা হারাম-জাদা চোর ॥ দিয়ে পাকা সোনায় তামার খাদ, হয়ে বসেছ পরম সাধ, বিষয় বুঝে বিস্করমা তোর ছাড়িবে। তোর, খাদ উড়িয়ে করব চাঁদী, উড়িয়ে দিব মাথার চাদি, এ কসুর কি পানকসুরে সারিবে ॥ অ জি পোঙ্গায় ভরিব চোঙ্গা নিক্তি, দেখিব তোকে কোন ব্যক্তি, রক্ষে করিতে পারে। তোদের দুষ্টু স্বভাব যায়না গোলে, কি হবে আর কথায় বলে, আল্গা পেলে বাপের মার্গ মারে ॥ এমন পাজি জাতি কি আছে, আমি ঠেকাই স্যাক্রার ছাঁচে, জব্দ কেবল আমার কাছে ভাইরে ॥ জানি বেটাদের বেটো খোলি, গর হুক্ চক সকলগুলি, হকুটি কেবল রসের হাপর রসে ভরা ভাই রে ॥ আজি বজ্জাতি তোর বারি করিব, কাপড় তুলে হাপর ঝাড়িব, মুনপোড়ে পুড়িয়ে তুলিব সোণা। ফটকিরি দিয়ে করিব রসান, তখন কাত্তা হবে রে রসান, কসান কল্যে আসান তায় পাবেনা ॥ যদি তাইতে হাপর যায়রে ফেটে, সাঁড়াশিদিয়ে ধরিতে এঁটে, হবেনা তায় রানাঘেটে, পুটের মল ফোড়া। কেটেনের উপর পান গলাতে, কারিকুরি

কিছু চাইয়ে তাহে, সমানভাগে পীতল দস্তা সোয়া॥

গীত।

রাগিনী বসন্ত-বাহার—তাল খেমটা।

স্যাকরাদের মালের হাপর কি মাল আছে
দেখব খোঁড়ে। তাতে যা পাব রত্ন রাখিব
অতি যত্ন কোরে॥
তাইতে যদ্যপি কাটে, সে কাটায় কি মলম
আঁটে, আগুণে দ্বিগুণ চটে, বিগুণ বই আর
গুণ কি ধরে॥

স্যাক্‌রা বলে রে কু কাটুনি, না ভোঙ্গা নাই সুধু পাটুনি, খোঁড়া চড়ুয়ের কাসে আঁটুনি বড় যে দেক্তে পাই। কোথা পাবি তুই শাঁড়াসী সোয়া, শোয়া বেটা বলি শোয়া, অপরের হাতুড়িতে হাত দিতে ঘৃণা তোর নাই॥ স্যাকরা গড়ে অলঙ্কার, পরে তোদের পরিবার, ভেঙ্গে বলিতে হলে তার, বাকি তো থাকিবেনা। স্বর্ণকারের ভুলে কাপড়, ঝাড়িতে চাহ মালের হাপর, কাসে যে কি হবে তা জাননা॥ নিন্দে কর স্যাকরার ছাঁচে, ছাঁচ ভিন্ন কি গহণা আছে, ছাঁচে ঢালি খালি বাঁকনলে। কোরে কত উপাসনা, গড়িতে দ্যায় রুপা সোণা, সবারই পুরাই বাসনা, দিয়ে কানে সোণা গলায় সোণা, গলায় সোণা গলে॥ স্যাকরা লোটে সকলের মাল, আজি কালি নয় চিরকাল, কোনকালে কার দায়মাল হোয়েছে॥ চুরি করি তা সকলে জানে, মানিলোকে তবুতো মানে, স্যাকরা

জাতি কোনখানে, কোন ধনিকে পয়মাল কোরেছে ।। বহু ভার্গ্য হয় যার, তারই বাড়ি স্বর্ণকার, গিয়ে গড়ে অলঙ্কার, ছোটলোকের বাড়িতে তো যায় না। বিয়ে পেতে মঙ্গল কর্ম্ম, যারা করে জন্ম জন্ম, তারাই জানে স্যাকরার মর্ম্ম. স্যাকরা ত আপন ধর্ম্ম খায় না ।। ওরে, সুখের ঘরে সুখের পায়রা, সুখে করে বাস । ব্যাধের হস্তে পড়িলে তার হয় সর্ব্বনাশ ।। জহুরি না হলে জহর চেনে স ধ্য কার। বানরে কি যত্ন করে পেলে মতি-হার ।। যারা, নাল্‌তে চাল্‌তে বেচে বেড়ায় নিত্য ঘরহ । তারা কি বলিতে পারে পারিজাতের খবর ।। সাৎটা চড়ে বেরোয়না যার মুখে একটা কথা। বারানসী চাদরের দর তাকে সুধান বৃথা ।। বেশ্যারা কি মান্য করে পতিব্রতা ধর্ম্ম। তুই, ছুখি ডোকলা জান্‌বি কিসে স্বর্ণকারের মর্ম্ম ।।

গীত।

রাগিনী বাহার—তাল খেমটা।

যাদের প্রসন্ন কপাল তাদের বাড়ি গহনা
গড়ি। তারাতো চোর বলে না জোর করেনা
হিসাব কোরে দেয় মজুরি।
যাদের নাই অন্ন ঘরে, খেয়ে বেড়ায় অন্যন্তরে,
কি কায তার স্বর্ণকারে, তরা গাংওে কে চায়
তরী ।।

[illegible] বলে রে স্বর্ণকার, আছে, ব্রহ্মঅস্ত্র চমৎকার, আসল ঢাকাই একাই আমি গড়িব। ওজনে যদি হয়

চারি, মজুরি হবে বাড়াবাড়ি, বাটালিতে খোদ্‌কারি ক-রিব ।। গড়িব যখন চন্দ্রহার, অস্থি-চর্ম্ম হবে সার, নথ গড়িতে পথ্য কি বজায় থাকিবে। যদি গড়ি গোট পিপুল-পাতা, বোঁ বোঁ কোরে ঘুরিবে মাথা, কর্ণফুলে শরিষার ফুল দেখিবে ।। সহস্র রকম মউরে বেসর, গড়িতে হলে কেলাবে কেশর, ঝট্‌কা গড়িতে পট্‌কা রোগে ধরিবে। এখনকার যে মর্দ্দানা, অনেক রকম কারখানা, ঝালিতে হলে নালিতের ঝোল সরিবে ।। গোলমলে গোল বাধিবে ভারি, সিতি গড়িতে যদি না পারি, তবেইতো সব হাতিনে ফুলে মরিবে ।। আট বাঁকিতে আঁটাআঁটি, পিরীতের ভাগ বাটাবাটি, চুটকি গড়িতে মুখে হাসি কি ধরিবে ।। লাহুরে তাবিজ ঝোলান ঝাঁপা, হিরের অঙ্গুরী দেক্‌তে তোফা, চিলেবাজু গড়িব চিকণ করে। ফর্‌সি জুড়ে মাটিক পাত, তখন হবে রক্তপাত, সাধ্য কি বেড়াবে নড়েচড়ে ।। পালিসকরে গড়িতে ছুল, বাধিবে একটা মহাভুল, কি জানি কি ইদন্ধিকং করিবে। ল্যাজের উপর পড়িলে বাড়ি, টাটিয়ে উঠিবে নাড়ী ভুড়ী; হাতুড়ির ঘা নাথুরিখানায় পড়িবে ।। চিক গুলবঁদ কণ্ঠমালা, স্বর্ণ কারে কাণবালা, ডায়মনকাটা দেখিলে মনে লাগ্‌বে। গাবফুলে লোহা উপরে চাকি, গড়িব তোদের দিয়ে ফাকি, চটিলে সোণা কতো জনা রাগিবে ।। খাটি রুপাতে গড়িব বিছে, খাটি রুপা এ নয়রে মিছে, তারের গহণা পরাব আজি তোরে। চাবিশিকলী ঝোলাব তাতে, কলার কর্দ্দ হাতে হাতে, মাথামাথি এতে

তাতে, হক্কে যাবে একবারে। মজুরি পঞ্চম গড়িতে হলে, দরকার করে নিখেদলে, নিষেধ কল্যে শীশের পালিচালাব। থাকনলে তা যায়না ঝালা, চাই সোজানল প্রদীপের আলা, আসলেতে নকল পাণ গলাব॥ কেরাপাত আদি জড়াওসিঁতি, সাজাব দিয়ে ছোটমতি, আন বাণিতে হবেনা সেসব কর্ম্ম। আর একটী কথা বলি, গড়িতে হলে পাঁচনলী, রসের গলি মুখিয়ে থাকিবে কর্ম্ম॥ এসব কাযে দুনো মজুরি, তাতে হচ্ছে লুকোচুরি, সদর হলে আদর হতো ভারি। হাস্য মুখে গহনা খুলে, ঈশানকোণে নিশান তুলে, দেখাব সব লোকের বাড়ি বাড়ি॥

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

গড়িব গহনাগাঁটা, ডায়মনকাটা খামিখানি।
উঠেছে নূতন রমক, লজ্জাসরম নাই এদানী॥
সাতনলী মতিহারে, কতো যে বাহার করে,
সাজাব থরে থরে, নব তাতে ডবল বাণী॥
ছাঁচে ঢালীব সোণা, পূরাব মন বাসনা, দেখাব
গুণিপনা, বানাব বেঁশর মর্দ্দানী॥

তখন চারি জনাতে পরস্পর, হলো বহু কথান্তর, মনান্তর হলনা কিছুমাত্র। কেবল গুলি গাঁজায় দিচ্ছে টান, বিদ্যা বুদ্ধি সব সমান, যেন কতো জ্ঞানবান, ন্যায়বাগীশের ছাত্র॥ যুক্তি করি তিনজনে, জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণে, সারবস্তু কাকে বলে হে ভাই। মানিজেনা তো কালি কৃষ্ণ,

তাহাতে কে আছে শ্রেষ্ঠ, বল দেখি হে শুনে আমরা চাই॥ শুনি দ্বিজবর কয়, জিজ্ঞাসিলে বলিতে হয়, সারবস্তু তিনটি অক্ষরে। বলি কিঞ্চিৎ প্রকাশ করে, বুঝিতে পারিস যে প্রকারে, দেখিলে তাঁদের সকল দুঃখ হরে॥ তাঁরা বসে থাকেন আপন কোটে, দেখিলে মজা লীগুরে ওটে, ভবের হাটে তাঁদের হাট কত্তে কেবল আসা। সকল যুগে, তাঁরাই ধন্য, ভারতের শিখর ভারতে মান্য, তাঁদের জন্য পুরু-ষের দশদশা॥ যদি তাঁরা করেন বল, কর্ত্তে পারেন রসাতল, পড়িলে পরে তাদের জল, কার সাধ্য কেবা পারে তরিতে। কি দিব আর পরিচয়, কর্ত্তে পারেন মুলুক জয়, সমুখ যুদ্ধে পরাজয়, কেউ পারেনা করিতে॥ যদি তারা বদন তুলে, হাস্য মুখে দেখ বোলে, দেখান যদি খুলে বসন ঢাকা। তা হলে পর বাড়ে মান, কতো বাবুভেয়ে ভাগ্যবান, সদ্য দেয় চৌদ্দলাখ টাকা॥ তাদের মানিলোকে সকলে মানে, বাড়ান মান অভিমানে, উঠে যান বিমান পর্য্যন্ত। তারা আদরের নিধি নিতান্ত, আদর পেলেই হন কান্ত, সে মানের করিতে অন্ত, হতে হয় প্রাণান্ত॥ ভক্তি করে দিলে ফল, হাতে হাতে দেন ফল, তারা কিন্তু ফলের বশে যাননা। কতো জন তাঁদের লাগী, ঘর ছেড়ে হয় বিবাগী, যোগীর মতন ধরে দেয়ধন্না॥ কেউবা থাকে অনা-হারে, দাঁড়ায়ে তাহাদের দ্বারে, আদর ভিন্ন সদরে কথা কয়না কেউবা দিয়ে রূপা সোণা, করে কতো উপাসনা, কারিবা পুরাণ বাসনা, কিছুমাত্র নয়। সকল ধনে তারা ধনি,

পরশ হতেও পরশমনি, শুক পীক জিনিয়ে ধনী, জম্মে কারু কর্ম্মে হানি হয়না। যারা তাদের জানে মর্ম্ম, তাদের কাছে থাকেন জন্ম, মনটী ভাঙ্গিলে ধনটী দিলে রয়না॥ তাদের কিন্তু চেনাভার, তারা থাকেনা গৃহে যার, সম্পূর্ণ গ্রহ তার, সে গৃহীর মিথ্যা ঘরকন্না॥

গীত।

রাগিণী সুরট—তাল জৎ।

যার ঘরে বিধুমুখী, সদয় নাই সে সদাই দুখি; সদাই দ্বার বদ্ধরাখি, বেড়ায় লোকের দ্বারেং।

সকলের দুখ পাসরা, হলনা যার ধরায় ধরা, সে দেহ মিথ্যে ধরা, জিয়ন্তে মরা বলি তারে॥

চক্ষে না দেখিলে যেবা, সমান রে তার রাত্র দিবা, হবে জ্ঞান হয় রে হাবা, দেখছি লোকের ব্যবহারে॥

তখন, সকলেতে শ্রবন করি, বলে আহা মরি মরি, এমন কথা কখন শুনিনাই। ভালং বেসং, তাঁদের কেমন মুর্ত্তি কেমন বেশ, বহুরূপী কি দরবেশ, বিশেষ কোরে শুন্তে আমরা চাই॥ বলং হে দাদাঠাকুর, আর কিছু কথা নিগুড়, সুধামাখা নাম শুন্তে সুখ ভারি। সে সকল কীর্ত্তি কার, প্রতিমূর্ত্তি কিপ্রকার, ভেঙ্গে বল সমাচার, মূর্খ আমরা সুক্ষ্ম বুঝিতে নারি॥ তাঁদের কিরূপ ধ্যান কিরূপ তন্ত্র, কোন তন্ত্রে বা আছে মন্ত্র, কত দিন জপ

কল্পে সিদ্ধি হয়। কোনখানে হয় নিত্য নীলে, কোনখানে গুণ প্রকাশিলে, কৃপাকরি বল মহাশয়॥ দ্বিজ বলে রে বলি শোন, মান্য তারা ত্রিভুবন, সুলাবণ্য সুগঠন, বসন ভূষণ অঙ্গে এই মাত্র। সদাই তাঁরা থাকেন হর্ষে, বচনেতে সুধা বর্ষে, কিন্তু বড় সুশীতল গাত্র॥ দেখ যে জন্যেতে শম্ভু বীর, জীবন তেজিল। যেজন্যেতে দশানন সবংশে মরিল॥ যে জন্যেতে ইন্দ্রদেব সহস্র লোচন। যে জন্যেতে সুধা না পাইল দৈত্যগণ॥ যে জন্যেতে সুধাকরের কলঙ্ক হইল। যে জন্যেতে নবদ্বীপে গৌর জন্মিল॥ তাদের নামটি যদি শুন্তে চাও, বলি তবে বুঝে লও, য বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ প বর্গের শেষ। তবর্গের শেষ বর্ণে ঈকার দিলিই বেশ॥ সেই যে নাম মহামন্ত্র, যন্ত্রণা-হারিণী যন্ত্র, সুশ্রীয়সি তন্ত্রের লিখন। শ্রবণে অমৃত বৃষ্টি, হায়২ কে কল্যে সৃষ্টি, নাই বিধাতার সৃষ্টিতে এমন॥ তাদের নিত্য নিলে কামরূপে, ভুবন ভোলে তাদের রূপে, গুণের কথা বলিব আর কারে। মুসলমান কয় তোবা তোবা, হিন্দু বলে বাবা বাবা, বাপের নাম ভুলিয়ে দেয় একবারে। সেসব ইংলণ্ড কলের বাড়া, ছুটো ছুটো মসিদ খাড়া, তাদের কাছে কোন কল খাটেনা। দেখ মুলুকের টাকা সকলি লোটে, কত্তো বা লোটে রেল-লোটে, বাঙ্গালব্যাঙ্ক লোটেও তত লোটে না॥ বিধাতা করেছেন যে কল, সে সব কল কি হয় রে বিফল, সে ফলাফল সকেই ফলে। আছে যাতে দৈববল, বুঝিতে পারে সে সকল, দ্বিগুণ হয়ে গ্যাসের আগুণ জ্বলে॥

গীত।

রাগিণী ইমন—তাল পোস্তা।

করেছেন সৃষ্টি বিধি, পরম নিধি, সে যার অ-
ন্তরে জাগে।
তাতে মন হয় প্রফুল্ল, গ্যাসের আলো কোথায়
লাগে ॥

মরি কি শুণিপনা, সাধিলে সিদ্ধি কামনা, ভা-
বিলে ভাব ওঠে নানা, বিরাগের অনুরাগে ॥

কহিতেছে গন্ধবেনে, হলো বড় সন্দ শুনে, যারা হচ্ছেন আদরের নিধি। তবে কেন বারমাস, ধরাতলে করেন বাস, কোন বিধি দিয়েছে তাদের বিধি॥ হয়েছে বড় অবিচার, স্বর্গে দিলে অধিকার, তাহলে পর সমযোগ্য হোতো॥ যেমন নক্ষত্রাদি চন্দ্র সূর্য্য, তেম্নি তারা হতেন পুজ্য, আদরের ধন সদরে দেখে পেতো॥ শুনি দ্বিজ কয় ওরে মূর্খ, তার মধ্যে আছে সূক্ষ্ম, তাদের হতে স্বর্গে কি সুখ আছে। তাদের নামে জগৎ মত্ত, কে জানেরে তাদের তত্ত্ব, স্বর্গ মর্ত্ত সকল তাদের কাছে॥ তারা বড় দুরারাধ্য, সেই পদে লোক সদা বাধ্য, সম্পদাদি করিছে সমর্পণ। কেউবা বসন দিয়ে গলে, পড়েথাকে সেই পদতলে, শ্রীপাদপদ্মে লইয়ে শরণ। আর এক কথা হল কহিতে, স্বর্গের অধিক সুখ মহীতে, তাদের আর মহিমা বলিব কতো। আছে সংসারেতে যৈ সমস্ত, বিষয় বিভাগ নগদ রেস্ত, সকলিতো তাদের হস্তগত॥

উপরে হতে নাবতে মান, দেখনা ভাই বর্দ্ধমান, তাতে কিছু মানির মান যায়না। শাখামৃগ সব বৃক্ষে থাকে, তা বলে কি মানিব তাকে, বড় না হলে বড়ত্ব পদ পায়না।। দেখ বড়২ লোক কতো জনা, উপরে বানায় নহবৎখানা, নাবতে বসে থাকেন হুজুর। দেবতাদের মন্দিরে, পক্ষী বসে তার উপরে, চিলে কোটায় ওটে রাজমজুর।। জাহাজের ভিতরে ঘর, তলায় থাকেন গবর্ণর, উপরে গিয়ে উটে যত খালাশী। নাবতে বাসকরায় হানকি, পাতালে থাকেন বাসকি, তাহতে কি মান্যমান বেসি।। দেখনা ভাই বর্দ্ধমান, মানকচুর নাবতে মান, উপরে কিবল ডাটাপাতা সার। আদা হলুদ আলু মুলো, পেয়াজ রসুন কতক গুলো, নাবতে বস্তু উপরে ফক্কিকার।। দেখ গাছকে সব ঔষধি বলে, উপরে কিবল ফলটি ফলে, ফল হতে অধিক ফলে, মুলেতে তার মুলুক বাঁচে। আর দেখ ভাগীরথি, ধরায় করিলেন গতি, দুরাত্মা দুর্ম্মতি, পায়গতি যার কাছে।।

গীত।

রাগিনী ভৈরবী তাল একতালা।

গোলক নিবাস, ত্যেজে পীতবাস, কল্যেন এসে বাস, এমহীমণ্ডলে।

ধরায় করি ধন্য, হরি বৃন্দারণ্য, বাজাইলেন বাঁশী রাধা২ বলে।।

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিত উদ্ধারিণী, তারিতে জীবে ধরায় সুরধনী, যোগেন্দ্র কামিনী, স্বর্গে মন্দা-

কিনী, বেদেকয় হে, দর্শনে পর্শনে সুখ
মোক্ষ ফলে ॥
স্বর্গে হতে মর্ত্তে থাকায় হানিকি, পাতালে
বাস করেন বাসুকি, তাহতে কে সুখি, বল
দেখি, ভুবনে হে, ভোগবতি গঙ্গা তিনি
রসাতলে ॥

তখন স্বর্ণকার কুমর বেনে, সার বস্তুর কথা শুনে, পুলকে পূর্ণিত হল অঙ্গ বলে আমরা অতি দীনহীন, ভজন তত্ত্বজ্ঞান বিহিন, আগত হইল দিন, কবে আর হবে সাধুসঙ্গ। নামের বল মহাত্মা, তত্ত্ব কথার শুনি তত্ত্ব, পূজারইবা কিরূপ পদ্ধতি। দর্শন কি আছে অকালে, সিদ্ধ হয় কতো কালে, কালাকালে কি হয় তার গতি ॥ শুনি দ্বিজ কন করি ব্যাক্ত, তাঁদের পূজা বড় শক্ত, দিয়ে থুয়ে তুষ্ট করা ভার। কিন্তু সেবা অপরাধের জন্য, নষ্ট করেন পূর্ব্ব পুণ্য, মাস খেয়ে হাড় করেন চূর্ণ তার ॥ যদি মনের মতন পান খাদ্য, তবেই তাঁরা হন বাধ্য, নৈবিদ্য দিলে বিদ্যমান। গন্ধপুষ্প আতর গোলাপ, দিলে করেন মিষ্ট আলাপ, তুষ্ট হয়ে বাড়ান কল্যান। নামের ফল ভজন তত্ত্ব, শোন বলি কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য নামের ফলে থাকে নাকো কষ্ট। বিচার নাইকো কালাকাল, পরের খান পরকাল, পরস্পর করে সবে দষ্ট ॥ আর ভজন তত্ত্বের তত্ত্ব কথা, মিষ্ট আলাপ মিষ্ট কথা, তার মধ্যে অর্থ তত্ত্ব চাই। একদিনে হয় জপ সিদ্ধি, সাধকের সম্পদ বৃদ্ধি দূরে পলায় বুদ্ধি শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি কর্ত্তে হয়না ভাই ॥ বহু পুণ্য

দর্শনে, পায় স্বর্গ পর্শনে, ভজনেতে যাদের আছে ভক্তি। তত্ত্ব কথা শুন ভাই, আমি কিন্তু সর্ব্বদাই, ভাবি তাই গর্গ মুনির উক্তি॥ দ্বিজের শুনিয়ে বাক্য, প্রণমিল লক্ষ লক্ষ সকলেতে বহু প্রশংসিল। বলে তবচরণে হলাম বাধ্য, কৃতার্থ করিলে অদ্য, আমাদের হৃদিপদ্ম প্রকাশিল॥

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

তুমি দিলে জ্ঞানোদয়, আমরা সমুদায়, তোমার আশ্রয় লইলাম। তব কৃপাবলোকনে, শয়নে স্বপনে, ভাবি মনেং তাহাতে জীবন সঁপিলাম॥

আহা মারং নামটি সুধামাখা, কত দিনে তাঁদের সঙ্গে হবে দেখা, থাক্তো যদি পাখা, কাবটা হত পাকা, পেতাম দেখারে। কেবল বিধির বিপাকে পাকে পড়িলাম॥

চারিইয়ারি সমাপ্ত।

পাঁচালী

বিরহ।

বসন্তের আগমন, সকলের হর্ষ মন, পশু পক্ষী বৃক্ষাদি মনুষ্য। মলয়া পবন বহে, বিরহিণীরে বিরহে দহে, ধৈর্য্য নহে সর্ব্বদা ঔদাস্য কোকিলের কুহু রবে, বলে জীবন কিসে রবে, শুনি সবে হোলো শব প্রায়। বলে, একে অন্ধ তাহে খোঁড়া, কুটের উপর বিষফোড়া, ভ্রমর গুঞ্জরে আবার তায়॥ মদনের পঞ্চবাণ, তাতে কি আর বাঁচে প্রাণ, শিবের ধ্যান ভঙ্গ হয় যাতে। অমনি মাতে মাতঙ্গ অবশ হইল অঙ্গ, যেমনধারা হয় পক্ষাঘাতে॥ বলে, কোথা আছহে প্রাণেশ্বর, গত হল সম্বৎসর, তোমার বিচ্ছেদ শর সয়না। নিদয় হয়ে ডুবালে দয়, সকলি করিলে লয়, মদন আসয় আর রয়না। হুকুমনামা হোয়েছে জারি, বিরহিণীদের তোসীল ভারি, কর ধোরে কর লয়ে তবে ছাড়িছে। যাদের আছে বকেয়া বাকি, তাদের কথা

বলিব বা কি, বাকিজায়ে কেবল বাকি বাড়িছে॥ আমি যাকে দিলাম জমীর পাটা, সে পালিয়ে গেল বাধিয়ে ল্যাঠা, সাল কিস্তি কল্লেনা হাল পূর্ণ। তাতে আবার মালের জমী, দ্যায়না তাতে খের জ কমি, দিবা নিশী ভাবিছি আমি জমীখানার জন্য॥

গীত।

কাকে দিব জমীর পাটা, সকলেরই বুদ্ধি মোটা, চালাতে হাল, করে বেহাল, দ্যায় লো আমার ক্ষেতে বাঁটা॥
আমি যাকে ভাবি সুহৃদ, সে আমার ঘটায় বিপরিত, হাশীল জমী রাখে পতিত, এম্নি সেটা মোনাকাটা॥

এইরূপে রামাগণ কহে পরস্পর। বিরহানলে সকলের দগ্ধ কলেবর॥ হুতাশ নামে সমীরণ, সহায় হয়ে পোড়ায় মন, দেয় তাতে বিচ্ছেদ আহুতি। লজ্জা পুড়ে হল ছাই, ধৈর্য্যের ত ধৈর্য নাই, অধৈর্য্য পুজ্যতায় সম্প্রতি॥ বিরহিণীদের বিরহানল, মানেনা প্রবোধ জল, প্রবল হয়ে উঠিল একেবারে। নিভায়না কে সে আগুন, বিগুণ হয়ে জ্বলে দ্বিগুণ, কোকিল করে দাখিল খুন, কোমর বেঁধে ভ্রমর ঝঙ্কারে॥ একেত অবলা নারী, তাতে হল রোগ রাড়াবাড়ি, বিচ্ছেদবিকারে যায় প্রাণ। কে দেয় রোগে ঔষধি, বিধি বাদি নিরবধি, কিছুতে না দেখি পরিত্রাণ॥

কি করিবেন ধন্বন্তরি, ছুন্মলে সবলা নাড়ি হলে রোগী নাহি পায় রক্ষা। বিশেষতঃ এ যে রোগ, বলিতে নারি ভোগা-ভোগ, করিতে নারি নিদেনেতে ব্যাক্ষা॥ একে শোকে অঙ্গ জ্বরা, তাকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করা, দুঃখে তায় বিদীর্ণ হয় বক্ষ। একে চিররোগী তায় পক্ষাঘাত, তার উপরে বজ্রপাত একে দরিদ্র তাতে আবার দুর্ভিক্ষ॥ একে অন্ধ নাই নয়ন, তাহাতে কণ্টকবন, হাতের যোষ্টি তাও আবার হাতছাড়া। একে দেদোরোগী তায় ফুটেছে পারা, কুষ্ঠের উপর বিষফোড়া, একে ফণি তায় হোয়েছে মণিহারা॥ একে অপমৃত্যুর মড়া, তাতে আবার ত্রিপুস্করা, রাহুরদশায় রন্ধ্রগত শনি। ভগ্ন তরী তুফান বাড়া, তাতে আবার কাণ্ডারী ছাড়া, ভেবে যাচ্ছে তেস্বিধারা, যত বিরহিণী॥ খেদে কহে এক রমণী, আশ্চর্য্য দেখ লো ধনী, জীবনের উপায় জীবন যিনি, তিনি হয়েছেন শক্র অনুগত। আর দেখ মলয়া পবন, জগতের যুড়ান জীবন, আমাদের জীবন নাশিতে উদ্যত॥

গীত।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

সময়ে সকলি করে. বসন্তরাজ কিঙ্করে, বধিলে অবলার জীবন কোকিলে পঞ্চম শরে॥
যারা আমায় ছিল রত, হল তারা শক্র অনু-গত, তুফানে কাণ্ডারী হত হল তরী বিনে তরে॥

এইরূপ রামাগণ কহে পরস্পর। হেনকালে আর এক ধনী, আইল সত্বর॥ গালভরা মুখে পান আরমানি খোঁপা। ভ্রূমধ্যে খদিরের টিপ একটি তোফা॥ হেসে২ কয় কথা, চক্ষু দুটি ঠারে। রসের কথা রসবতী কয় বারে বারে॥ কেন তোমরা কিনিমিত্ত করিতেছ খেদ। বিশেষ বসন্তকালে ভাবিতে নিষেধ॥ শুন এক উপদেশ বলি হে সম্প্রতি। ঘুচিবে যন্ত্রণা জ্বালা কর উপপতি॥ কেউ বলে ছি ছি ছি ছি কেউ বলে বেশ। কেউ বলে ভাল বটে থাকে যদি শেষ॥ একে নিন্দনীয় কর্ম্ম, তাতে আবার ঘটে অধর্ম্ম, পরেতে কি পরের মর্ম্ম জানে। পরের পিরীত বালীর বাঁধ, হাতে দেয় আকাশের চাঁদ, সকলি ফাঁকি কেবল ফাঁদ, শেষে বজ্র হানে॥ পর কি পরের জানে দরজ, পরের কাযে পরের গরজ, শুনেছ কি দেখেছ কোন কালে॥ পরে খেলে পরের মাল, পরে করে পয়মাল, পরের গাল বেঁধা যায় লেঃ ফালে॥ পরের ভাল কি করে পর, লক্ষ টাকা দিলে পর, তবু যায় না পর২, পরের মন পরের কেবল খাবে। বিশ্বাস করিলে পরে, বিশ্বাস তার হয় পরে, পর কখন পরের দুঃখ ভাবে॥ পরের নারী ভুলায় পরে, মাসেক দুমাস ছমাস পরে, দিয়ে কুলে কালি মূলে হাবাৎ করে। পরের কাছে কল্লে মান, পর কি পরের রাখে মান, অবশেষে বধে প্রাণ, কুল-শীল হরে॥ পরে পেলে পরের ধন, পরে দিতে হয়না মন, পর কখন

রাখে পরের কথা। পরের কথায় ঘরে দ্বন্দ্ব পর হতে হয় হয় পরে মন্দ, পরের মন যোগান কেবল বৃথা॥

গীত।

রাগিণী আলিয়া—তাল জৎ।

পরের সুখেতে সুখি, কে হয়েছে বলদেখি।
পরকে পর দেয় লো ফাকি, হয় না পরে দেখাদেখি॥

পরকি পরের মর্ম্ম জানে, ব্যাধে কি চায় ধর্ম্ম-
পানে, পরের জেনা পরকি মানে, পর কি
পরের রাখে বাকি॥

শুনি রসবতী কয়, পরের শুন পরিচয়, কেন মিছে পরের দোষ দিচ্ছ। পর লয়ে হয় ঘরকন্ন, বুঝে দেখ পর পর হয়, পরের জন্যে পরকাল যে খাচ্চো॥ দেখনা সব বর্ত্তমান, পরের বেটার বাড়ায়ে মান, পিতা করেন কন্যা দান, চিরকাল এই হোচ্ছে দেখ্‌তে পাই। সাতটা পাক হয়েছে যার, চৌদ্দ পাকে খসান ভার, ঘরের বরের বিয়েত শুনিনাই॥ তবে ভাইসাহেবদের আছে বটে, ঘরে ঘরে বিবাহ ঘটে, চাচার মেয়ে বিবাহ বড় শাঁচা। বিবাহ করে মামাত বোন, কুল উজ্জ্বল হয় দ্বিগুণ, সকলই গুণ কেবল তুচ্ছ বাছা॥ পাত্র না থাকিলে ঘরে, তারাও দিয়েথাকে পরে, পরের ঘরে পরম সুখ ঘরেতে তা হয় না।

শুনে বলে এক বিরহিণী, আমরা পতি প্রেমাধিনী, পতি ভিন্ন নাহি জানি, উপপতির কথা গায়ে সয়না। রসবতী পুনর্ব্বার, বলে শুন সমাচার, উপপতি করাতে নাই দুষ্য। দেখ উপগুরু মান্য অতি, পরকালে দেনগতি, হয়ে থাকে লোক উপগুরুর শিষ্য॥ এইরূপ আছে সকল, উপদেবতা দেবতার নকল, বাপের নকল শ্বশুরকে বলা যায়। জীব হিংসা করে যারা, নকল অসুর সেই মনুষ্যরা, রাক্ষসের নকল যারা, কাঁচা মাংস খায়॥ খত পাটার নকল রসীদ, মন্দিরের নকল মসীদ, নবাবের নকল ঘোর বাবু। পাখ-য়াজের নকল খোল, দধির নকল ঘোল, বাড়ির নকল যেমন তাঁবু॥ জাহাজের নকল ইষ্টিংবোট, বিলাতের নকল হাইকোর্ট, কোম্পানিকাগজের নকল বাঙ্গালব্যাঙ্ক নোট। কানার নকল টেরা, সিন্দুকের নকল পেড়া, রথের নকল রেলনোট। রূপার নকল রূপদস্তা, চেলির নকল সবকস্তা, সতীর নকল ঝুটোমতী। ঘোড়ার নকল গাধা, পাজির নকল হারামজাদা, পতির নকল উপপতি॥

গীত।

রাগিনী ললিত তাল পোস্তা।

যে আসল ছেড়ে নকল করে। সেকথা আর বলিব কারে॥
যে করেছে সেই মজেছে, প্রাণ গেলেকি ভুলিতে পারে।

নকলের গুণ বলিব কত, ওলো মেয়ে যদি
মনের মত, সুখেতে কাল হয়লো গত, ও-
তার মুখ দেখে যায় দুখ একবারে ॥

শুনে বিরহিণী কয় হয়ে ব্যস্ত, তিন নকলে অ'সল ধ্বস্ত. নকলে গেলে আসলে ফাক পড়ে। দেখো নকল গহনা গিল টী করা, কদ্দিন তাকে যায়লো পর', বেচিতে গেলে পুলিসেতে ধরে ॥ তেম্নি জানিবে উপপতি. শেষে হয় বড় দুর্গতি, ঘরের পতি মুখ দেখেনা তার। ভদ্রলোকে রাখেনা দাসী, বলে বেটি অবিশ্বাসী, শেষকালেতে অন্ন মেলা ভার ॥ উপপতির মুখে ছাই, দুঃখ বই আর সুখনাই, মনের মধ্যে দেখেছি বিচার করি। কেবল একুল ওকুল দুকুল যায়,লাভে হতে এইটী হয়,বাড়ার ভাগ গঞ্জনা বাড়বাড়ি ॥ মনের মধ্যে কত ভয়,লুকিয়েচুরিয়ে কর্ত্তেহয়, উপতির বাণ্টী সত্য মিথ্যা সমুদয়। যেমন স্থিরনয় বিদ্যুতের আলো,থাকেনাকো চির-কাল, দিল্লিরলাড়ু দেক্তে ভাল খেতে মিষ্টিনয় ॥ উপপতি তেম্নি হয়, কথায় মাত্র কাজে নয়, মিথ্যা কিবল ভিথের পরিচয়। যেমন গুটি পোকায় গুটি করে, আপনার বুদ্ধে আপ্নিমরে, মাকর্শা যেমন আপনার জালে আপ্নি বদ্ধ হয় ॥ তেম্নি তার ভালবাসা, যত দিন যৌবনের দশা, তার পর কয় আসা আশীর্বাদ। উপপতির রিত এম্নি, কেঁদেং মরেন তেম্নি জাতেথেকে ঘটে ঘোর প্রমাদ ॥ ওদের পিরীত ব্যাধির বাঁদ হাতে দেয় আকাশের চাঁদ, কিন্তু শেষে পাঁদ সামলান দায়। মিষ্টি বোলে গাছে তুলে মই নিয়ে পলায় ॥

পিরীত যে করেছে সেই মরেছে গিয়েছে রশাতলে। উপপতি হতে সুখ হয়েছে কোনকালে।। সে আশা ভরসা মিছে যৌবন হলে হত। যেমন বর্ষার ভরসা মিথ্যা ভাদ্র হলে গত॥ ধান্য ধনের ভরসা মিথ্যা গত হলে আশ্বিন।—অধ্যয়নের ভরসা মিথ্যা হইলে প্রবীণ। কর্কটের গর্ভ হলে বাঁচার ভরসা মিছে। মোকর্দ্দমার ভরসা মিথ্যা সালিশের ফিরকিচে।। চির রোগীর ভরসা মিথ্যা অরুচি জন্মিলে। কাকের আশা ভরসা মিথ্যা শ্রীফল পাকিলে।। গৃহধর্ম্মের ভরসা মিথ্যা নাথাকিলে গৃহিণী। উপপতির আশা ভরসা তেমি জানিবে ধনি।। উপপতি যে করেছে তাদের বাকিটে আছে কি। আমায় কর্ত্তে বলো দিদি ছি ছি ছি। চিরজীবী নই হবে মর্ত্তে,জন্মেছি কি পাপকর্ম্মে,ভদ্রের মেয়ে ভূভারতে এসে। উপতির সুখনাই এক তোলা, ঠেকিলে পরে জানিবে জ্বালা, হাতে খোলা গাছেরতলা, হয়শেষ অবশেষে।।

গীত।

রাগিনী ইমন তাল পোস্তা।

যে করে উপপতি, শোন দুর্গতি, বলি তোরে।
দুদিন সুখ তার পরে দুখ মনাগুণে সদাই
পোড়ে॥
করিতে হয় লুকোলুকি,মাঝখানে ঘটক রাখি,

সুধালে কোপল চাকি, দেয়লো কাকি ডাকা-
ডাকি করে মরে।।
পরের কথাতে ভুলে, কলঙ্কের নিসান তুলে,
চুন কালি দিয়ে কুলে, ভাসিতে হয় অকূল
সাগরে ।।

ওলো, উপপতি মান্য অতি কিসে হল জেন্না। ত্রিভু-
বনে উপপতি ছাড়া কে কা বল্না ॥ দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে উপ-
পতি করে সত গোপিণী। উপপতির জন্য হল মহাভারথ-
খানি ।। সূর্য্যে উপপতি কুন্তি করে অনায়াসে। নাহতে
যৌবন হইল ঘটন আইবড় বয়েসে ।। তারপর তিন উপ-
পতি পবন যম ইন্দ্র। মাত্রি করে উপপতি রোহিণী পতি
চন্দ্র।। অহল্যা করে উপপতি ইন্দ্র দেবরাজে। মুনির শাপে
পাষাণ হয়ে থাকে বনমাঝে ।। মৎস্যগন্ধার উপপতি মুনি
পরাশর। কংকালীর উপপতি গন্ধর্ব্বকুমার ।। করে ব্রহ্ম-
পুত্রে উপপতি আদিসুর যুবতী ।। বল্লালের জন্ম যাতে
কুলিনের উৎপত্তি ।। অঞ্জনার উপপতি দেবতা পবন।
মন্দোদরীর উপপতি দেবর বিভীষণ ॥ সুগ্রীবকে উপ-
পতি করে বানরী তারা। শিবকে উপপতি করে যত কুচনী-
পাড়া ।। অম্বিকা আর অম্বালিকা মহাভারতে রাষ্ট। উপ
পতি হতে হয় পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র।। দাসী আসি উপপতি
করে বুঝে মর্ম্ম। তার সাক্ষী দেখ যাতে বিদুরের জন্ম ।।
ত্রৈলোক্যতারিণী গঙ্গা শিবভার্য্যা হয়ে। শান্তনুরে উপপতি

করিলেন গিয়ে। রম্ভা দেখ খুড়শ্বশুরকে করে উপপতি। দেখে শুনে তোদের তাতে হয়না রতি মতি॥

গীত।

—রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

ওলো, উপপতির তুল্য আপন পতি নয়। বড় সুখোদয়, দেখ, অহল্যা দ্রৌপদী তারা, কুন্তি আদি সতী তারা, তাদের নাম স্মরণেতে পাপ-ক্ষয়॥

পতিতপাবনী যাঁকে, শাস্ত্রে কয়; তিনি করেন উপপতি শান্তনুরে পরিণয়, আর সাগর-সঙ্গম যাহতে মোক্ষ হয়! ওলো, এসকল কথা কিছু মিথ্যে নয় না। দেখ, রাধার উপপতি কৃষ্ণ, ত্রিজগতে যিনি ইষ্ট, হলেন আয়ানের ভয়েতে কালী বিশ্বময়॥

ওলো, উপপতি হতে কারও লভ্য হয় স্বর্গ। কেউবা পায় ধর্ম অর্থ কেউবা চতুর্ব্বর্গ। উপপতি যে করেছে সেকি পারে ভুলিতে। ছাপিয়ে রস গড়িয়ে যায় তার কথাটি বলিতে॥ আর উপপতি হতে রিপু বশীভূত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ সব পরাজয়॥ বিরহ বিরাগ কষ্ট ঘুচে যায় সদা। কর্ত্তে কামের দমন, রেখেছে মদন উপপতিকে বৈদ্য॥ যুবতীকে উপপতি থোরে যদি মারে। তথাপি তার উষ্ম হয় না হাস্য কোরে সারে॥ ভাল দ্রব্য পায়

যদি রাখে যত্নকোরে। লোভের বিষয় ক্ষান্ত তার তাকে খাওয়ালে পরে ॥ দেখ,স্বামী পুত্র মা বাপ সহোদর ত্যেজে। মোহতে তার লোহ পড়ে না তাকেই নিয়ে মজে ॥ তারা ভাতার মলে কাতর নয় আতর মাখে গায়। লোকদেখান কাঁদে একবার না কান্দিলে নয় ॥ গঞ্জনাতে শ্লাঘ্য মদ আর মাৎসর্য্য। উপপতির কথা সব বড়ই আশ্চর্য্য ॥ এখন আমার কথা শুনে কর উপপতির কার্য্য। মনের মধ্যে বুঝে দেখ উপপতি পূজ্য ॥ এই কথা শুনে তাদের হল বড় ভক্তি। বলে দিদী বোলেদাও উপপতির যুক্তি ॥ শুনি ধনী পুনর্ব্বার করিতেছে উক্তি। বলে উপপতি করিস যদি দেখলো সাধু ব্যক্তি ॥ হবে ঐহিকেতে সুখভোগ পরকালে মুক্তি ॥ হরি সেবাদাসী প্রেমবিলাসী রসকেলি নাকে। বোসে, সাজবি গাঁজা কত মজা মারবি ফাকে ফাকে ॥ হরি বল্লিই কাঁড়া চাউল ঐহিক প্রার্থিক ভাল। উপপতির পিরীতে একবার হরি হরি বল ॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

উপপতির প্রতি গেল দ্বেষ দ্বেষ ॥ সন্দেশ বিশেষ। বাঁধিল পিরীত এ অমধারা, কর্ত্তে নারে নয়ন ছাড়া, তারায় তারা, নিশায়ে থাকে শোক ॥

মরি কি ঘটনা বিধাতার, কোথা জল কোথা

ফল নারিকেলেতে সঞ্চার, পিরিতের রিত
এম্নি চমৎকার, কুমলিনী পদ্ম দেখ সাক্ষী তার,
ঘটে যখন প্রেমানন্দ, দূরে যায় নিরানন্দ,
কেউ কারু ভাবেনা মন্দ, উভয়ে উভয়ের
প্রাণ॥

বিরহ সমাপ্ত ঃ।

পাঁচালী।

কলির মাহাত্ম্য

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, চারিযুগের কথা বলি, সগর মান্ধাতা বলী, এরাই ছিলেন ধরাতে ধরাপতি। সত্যবাদী পাপশূন্য সম্পূর্ণ ছিল পুণ্য, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে মতি॥ ছিলনা তাপ সদা হর্ষ, পরমায়ু লক্ষবর্ষ, অকালমৃত্যু ছিলনা তখন। একবিংশতি হস্ত, তদনুযায় সমস্ত, লাবণ্য ছিল সুগঠন॥ ছিল ইষ্ট নিষ্ট অতি ধীর, মহা বীর্য্য মহাবীর, মহা পুজ্য ছিলেন সকলে। যাগ যোজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম, তীর্থ আদি নিত্য ধর্ম্ম, সকলে সুখি ছিলেন কর্ম্মফলে॥ তখন পরদ্রব্য ছিলনা হরণ, সকলের দানগ্রহণ, বিপ্রগণ লননাই কদাচিত। সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপ, পুরশ্চারণ আদি স্তব, তখন এই ছিল রিত নীত॥ রোগ শোক সন্তাপ, মনের মধ্যে মনস্তাপ, ছিলনা ছিল সত্তকথার উক্তি,।

মিথ্যে বাক্য প্রবঞ্চনা, কুব্যাভার কিছু ছিলনা, গুরুকে ছিল গুরুতর ভক্তি ॥ ব্যাভার ছিল স্বর্ণপাত্র, ভোজনেতে সুপবিত্র, সকলেতে ছিলেন শুদ্ধাচার। আতব তণ্ডুলের অন্ন, খেতো তখন ছত্রিশ বর্ণ, আমিসাটা ছিলনা ব্যাভার। দধি দুগ্ধ ঘৃত ক্ষির, নির্ম্মল জাহ্নবীর নীর, ধীরগণে করিতেন ভক্ষণ। সদত পরতো দান, মানীর রাখিতেন মান, দুষ্টগণের করিতেন দমন ॥ অবতার বিশ্বরূপ, মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ রূপ, নৃসিংহাদি বিরাট বামন। ছিলনাক কালের ভয় বপুতে ছিল রিপু জয়, সত্যযুগের সব সুলক্ষণ ॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

ওহে নারায়ন, শ্রীমধুসুদন, তুমি বিপত্ত ভঞ্জন
বিপত্ত কালে ॥

দীনের দিনবন্ধু, করুণার সিন্ধু, প্রহ্লাদে
রাখিলে সিন্ধুজলে ॥

তুমিহে অনন্ত অনন্ত গুণধারী, তুমিহে ইন্দ্র
ব্রহ্মা ত্রিপুরারি, গোলক বেহারি, ভবের
কাণ্ডারী, বেদে কয় হে। ওহে তব নামে চতু-
র্ব্বর্গ ফল ফলে ॥

ত্রেতায় তিনপোয়া পুণ্য একপোয়া পাপ জন্য, কেউ সুখী কেউ মনক্ষুণ্ন, পরমায়ু নবগুন ক্ষয়। চতুর্দ্দশহস্ত দেহ, পাপাত্মা ছিলনা কেহ, সকলেরই ছিল পুণ্যোদয় ॥ তারকব্রহ্ম রাম

নাম, জপিত সবে অবিরাম, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, অনায়াসে ফলিত। জিতেন্দ্রিয় নিষ্ঠে মন, সত্যবাদী সর্ব্বজন, মিথ্যেকথা কদাচ না বলিত॥ সকলেতে ছিলেন বিজ্ঞ, দান আদি যাগযজ্ঞ, যথা যোগ্য করিতেন রাজাগণে। মরিত না কো কেউ অকালে, রামরাজ্য এখন বলে; মহানন্দে ছিল সকলে, ত্রেতাযুগে শ্রীরামের শাসনে॥ শুন বলি তার পরে, যেরূপ ব্যাভার দ্বাপরে, অর্দ্ধেক পুণ্য অর্দ্ধেক পাপচয়। ঘটে বিপত্তি নানামত, সুখে দুঃখেতে মিলিত, উপসর্গের নাহিক নির্ণয়॥ সপ্তহস্ত কলেবর, আয়ু সহস্র-বৎসর, ধর্ম্মকর্ম্মে ছিল লোকের মতি। বেদ দরশন স্মৃতি, মান্য করিতেন অতি, দানাদি যজ্ঞ প্রভৃতি, করিয়াছেন যতেক ভূপতি॥ যুগল নাম জগতে শ্রেষ্ঠ, ভজিত লোকে রাধা-কৃষ্ণ, ইষ্টসিদ্ধি হতো অনায়াসে। গুরুপদে ছিল ভক্তি, জীবে পেতো জীবন মুক্তি, ব্যাসের উক্তি যেতো স্বর্গবাসে॥ তারপর কলি আগত, দেখে শুনে বুদ্ধি হত, বলিব কত, কলির গুণাগুণ। তিন পোয়া পাপ এক পোয়া পুণ্য, এক্ষণেতে তাও শূন্য, কুকার্য্যেতে সকলে নিপুণ॥ মানবদেহ সাড়ে তিন হস্ত, অকালমৃত্যু প্রায় সমস্ত, শত-বর্ষ আয়ু এই মাত্র। দেখে শুনে ভাবছি তাই, ঐহিক প্রার্থিক গেলরে ভাই, বিচার নাহিক পাত্রাপাত্র॥ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র, কলির বুঝিয়ে সূত্র, ভগবানে করেন নিবেদন। থাকিবনা আর বসুন্ধরায়, স্বর্গে লয়ে চল ত্বরায়, ওহে হরি বিপত্ত ভঞ্জন॥ কিন্তু মতান্তরে কলি ধন্য, স্বল্প দানে

মতা পুণ্য, হয় লভ্য সর্ব্ব পাপ হরে। কলির মহামন্ত্র হরি-
নাম, সিদ্ধ যাতে মনস্কাম, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

হরি কে জানেছে তোমার মহিমা অপার।
অনন্ত না পান অন্ত অসাধ্য বর্ণিবার॥
সত্যেতে সনাতন, হইলে হে বামন, বলীরে
ছলি রাজ্য নিলে তার॥ আবার নৃসিংহ মূর্ত্তি
ধরি, প্রহ্লাদে রক্ষা করি, হিরণ্যকশাপে
করিলে সংহার॥
হলে ত্রেতায় রাম অবতীর্ণ, ভূভার হরণ জন্য,
রামনামে হল ধন্য, ত্রিসংসার। করিলে কত
নিলে, জলে ভাষালে শীলে, রাবণে বিনা-
শিলে, করিলে সীতা উদ্ধার॥
দ্বাপরে বৃন্দারণ্যে, ভ্রমিলে ঘোর অরণ্যে,
বাঁশীতে ভুলালে মন গোপীকার। আবার
আয়ানের মন ছলি, হলে হে কৃষ্ণকালী, রা-
খিলে মান বনমালি, রাধিকার॥
কলিতে গৌরহরি, ভবান্ধকার বারি, বিতরি
কৃপা তরী কাল্যা পার। ষড়ভুজ দেখাইলে,
পাষণ্ড উদ্ধারিলে, হরিনাম প্রকাশিলে,
ঘুচালে অন্ধকার॥

ক্রমে কলি পরিপূর্ণ, ধার্ম্মিকের দর্প চূর্ণ পুণ্যকর্ম্ম এখন
আর নাই। মিথ্যা সাক্ষি প্রবঞ্চনা, মূর্ত্তিমন্ত সর্ব্বজনা, ভদ্র

লোকের ঘরে দেক্তে পাই।। সন্ধ্যা আহ্নিক গিয়েছে উঠে, বাবুরা এখন প্রাতে উঠে, আহার করে বাগানে যান চলে। যদি এসেন দিক্যোদাত', তাঁর সঙ্গে হয়না কথা, ধরায় মাথা দেয়না গুরু বলে ।। করে শ্রাদ্ধের কথায় উপ-হাস, বলে মরা গরুতে খায়না ঘাস, পুরুতে কিবল ফাকি দিয়ে যায় জানে। চেলে কলায় পাকিয়ে পাঁগু, বলে তোর বাপের সপীণ্ডি, গয়াগঙ্গা কালীচণ্ডি, নিয়ে আয় দক্ষিণে॥ দৈব কর্ম্মে নাইকো মন, দৈবে যদি দুই একজন, লোকা-চারে করে কোন কর্ম্ম। ভক্তির নাহিক লেশ, আনে কিছু সন্দেশ, লোকের সঙ্গে দ্বেষাদ্বেষ, করে করে অধর্ম্ম॥ মানি লোকের রাখেনা মান। মান্য যারা জানে জান, বিদ্যমান সকলের দেখা যাচ্ছে। এখন কেউকারু শোনেনা মানা, ভদ্রের ছেলে কতো জনা, ইংরাজের সঙ্গে খানা খাচ্ছে॥ সব ছোটলোকের পড়েছে পাশা, বুনাদিলোকের দন্যদশা, এসব ভাষা, কহিতে লজ্জা হয়! সব ইতর লোকের হয়েছে কড়ি, তারা ক'রে [illegible] করি, বড় লোকের বিকিয়ে যাচ্ছে হয়॥ বগী চেট পাল্কিগাড়ি, আশাসোঁটা সব যায় আগাড়ি, বাঁধা পাগড়ি, হিরে আঁটা তায়। পাকাবাড়ি তায় কেটোসিড়ি, সারি সারি সব দেয়ালগিরি, মধ্যে ঝাড় বেলয়ারি, বাজে ঘড়ি বৈটক খানায়॥ এখন হয়েছে গ্যাসের আলো, এ আলো হতে উজ্জল, তাতে কিন্তু আছে বড় বাহার। অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি চলে, সর্ব্বক্ষণ সমান জ্বলে, হ্রাস বৃদ্ধি নাহিক তাহার॥ এইরূপ সব বাবুয়ানা, দেব-

যারে একটি আনা, খরচ কোত্তে হয়না মনঃপুত। মেগের গলায় হিরার হার, সঙ্গে দাসী তিনটে তার, মায়ের অন্ন মেলা ভার, হাটে বেচে সুতো।। মাতা পিতার নাইকো মান, মেগের কথা ব্রহ্মজ্ঞান, বর্ত্তমান দেখনা সম্প্রতি। মাগ হোয়েছে পরম গুরু, ক্রমে হোয়ে আসছে সুরু, মানি লোকের আরও হবে দুর্গতি।। শুনেন্ত নাই এ কথা কানে, পড়েছে শুনেছে তবু না মানে, ভুলে যায় সব মেগের ভেলকিতে। ভুড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে আঁখি, তাতাবকে দেয় সদাই ফাঁকি, বাগে পেলেত রাখেনা বাকি, লাগিয়ে ফির. কিচ খিড়কিতে॥ মেগের মন কত্তে ঠাণ্ডা, আমে জিলাপি মিঠাই মোণ্ডা, মাকে বলে বাপের পরিবার। ভাগিনেন ভগ্নী মাশী পিসী, তারা যেন দাস দাসী, তাদিগে গালি দিবা নিশী, দিয়ে মেগের বাড়ায় অহঙ্কার।। ঘরে হতে পা বাড়ান যদি, ভয়ে কাঁপেন নিরবধি, এদিগেতে সাতটা নদী, হয়ে যান পার। বানিয়েদ্যায় এগ্নি ছাবা, কারসাধ্য আঁটে কেবা, তলার খবর হলার বাবা, রাখেনাকো তার।।

গীত।

রাগিণী সুরট—তাল পোস্তা।

রমণীর বক্র স্বভাব নক্রতুল্য ব্যাভার করে।
চরিত্র বুঝিতে পারে, কাকচরিত্র জানলে পরে।।
পড়ে শাস্তের টোলে, কামিনীর কথায় ভোলে,
পড়ে যায় বিষম গোলে, অবিদ্যায় সব বিদ্যা
হরে।।

চেয়ে চাঁদবদন পানে, থাকে তার বিদ্যমানে,
বাধ্য তার অভিমানে, পদেং পদে ধরে ॥

। এখন উঠে গিয়েছে অতিতশালা, মেগের ভাই যত শালা, তাদিগে দ্যায় শাল দোশালা, বাপের গায়ে কাঁত, লোককে বিলান মতি পান্না, দিক্ষে দাতা ভিক্ষে পায়না, কুটুনির মাথায় ছাতা ॥ বাবুদের চরিত্র এই, ঘরে কুকুর করেনা ছেই, ক্যাতোবাবুদের কথা শুনহে ভাই। পরের চালে নাবিয়ে চালা, তার ভিতরে বাতি জ্বালা, পেটে একটা আঙ্ক ফলাও নাই ॥ ভাড়াটে ধুতি ভাড়াটে চাঁদর, গোঁপে দিয়ে গোলাপি আতর, মিথ্যে বোই সত্তি কথা কয় না। ট্যাঁক সদাই বাজে ঘড়ি, লয়ে একটা বাজে ঘড়ি, খুলে দেখে ঘড়িং, তা নইলে বাবুগিরী হয়না। যারা কুলিনের ছেলে অন্নদাস, শ্বশুরবাড়ি বারমাস, করেন বাস উঞ্ছবৃত্তেরা যত। তাদের বিদ্যা আছে জানা, বিষ নাই মস্ত ফনা, আবার তাদের কথার আঁটুনি কত ॥ শ্বশুর শাশুড়ি হয় দেক, দুবেলা চালি দুটারেক, ধংস করেন কংস রাজার দূত। সকলেতে হয় বিরক্ত, বলে বেটা কল্লে ত্যক্ত, ছাড়েনাতো ত্রিপুষ্করার ভূত ॥ এখন সেসব আইন গিয়েছে উঠে, খাবার যো নাই লুটে পুটে, বিষয় না থাকিলে বিবাহহওয়া ভার। ফুলেদলের বিষ্ণুরতি, যারা কুলের শ্রেষ্ঠ অতি, তাদের সুত বিকায়নাকো আর॥ যাদের পাশ হয়েছে অর্থে বিয়ে, তাদেরি সব হচ্চে বিয়ে, ধনি হলে গুনিনা হলেও হয়। ধনির যদি নিন্দে থাকে, সে নিন্দে অর্থে ঢাকে,

ধনবানের দোষ হলেও দোষ নয়॥ কুলিনের আর নাই কোমান, ধনিতে পাচ্ছে রূপার দান, কৌতুকে যৌতুক দিচ্ছে সোণা। ফুলশয্যার দ্রব্য নানা, সজ্জা শুদ্ধ পালংখানা, সালের চাদর দিচ্ছে কতজনা॥ দেখ নইকুস্য কেউ করেনা ভঙ্গ, সেসব কথার নাই প্রসঙ্গ, কোটাবাড়ি গহনা কতকগুলি। পাঁচনলি ঝমকো সিঁতি, সোণার বাউড়ি গজমতী, লোকের এখন হয়েছে এই বুলি॥ এখন নিজে ভাঙ্গার ভগ্ন দশা, উঠে গিয়েছে জাতি ব্যবসা, শ্বশুর বাড়ি টাকা কড়ি পায়না। ভ্রমণ করে দেশে২, রিক্তহস্তে এসেন শেষে, ঘরে বসে কান্দেন মানের কান্না॥

গীত।

রাগিনী আলিয়া তাল পোস্তা।

কুলে ধরেছে পোকা, কুলিনের কুল আর থাকেনা, কুলের আর দেখিনে কুল সর্ব্বদা অকুল ভাবনা।

যে সব লোক মহারথি, কুলিন কুল প্রাপ্ত অতি, তারা চায় ঝুমকো সিঁতি পাঁচনলি জড়াও গহনা॥

যাদের সব কোটাবাড়ি, তারাই এখন কুলিন ভারি, নিকস যান গড়াগড়ি, কড়ি নইলে কেউ গণেনা।

কালে সব হলো হতো কুল হয়েছে মন গতো।

গেল বলালের মতো, সে পথে আর কেউ চলেনা ॥

এখন কুলিনের নাই অধিক বিয়ে, সতিনের উপর দেয়না মেয়ে, রাখেনা আর ঘর জামায়ে, পূর্ব্বেকার মত। এখন নাই আর সে কুলিন, লোকেরো সম্পত্তি হিন, সে সব দিন অনেক দিন, হয়ে গিয়েছে গত॥ এখন মেয়েরা মেয়ের ভাল খোজে, পুরুষ হতে অধিক বোঝে, পরের কথায় করেনা বিশ্বাস। এখন মেয়ে মোড়ল সকল ঘরে, নকল একটা কাছারি করে, মাগকে ভণ্ডার ভরিয়ে মরে, সুখে উপহাস॥ মেয়েরা করে ঘটকালি; ঘটাচ্ছে বিয়ে আজি কালি, ঘটকের গালে চুন কালি দিচ্ছে। নারিদের বুদ্ধি দেখিয়ে, বসে আছি অবাক হয়ে, বিড়ালের বিবাহ দিয়ে, পোণ গনে নিচ্ছে॥ বাদ্যকর আর বর যাত্র, গুরু পুরহিত ছাত্র, মহাপালে বিড়াল পাত্র, জাঁকের সীমানাই। চলে কত হড় করি, খাস বন্দুক ফুলছরি, বোম চড়কি আদি করি, বহু তরো রোসনাই॥ বরকে দিয়ে বরাভরণ, পরে কন্যা করে বরণ, আহার ব্যাভার যে কিছু সমস্ত। সিক্তে২ বরের গাল, আচিড়ে কামড়ে দেয় বিড়াল, মাগিরে সব ভয়ে ব্যস্ত॥ বিবাহ সাঙ্গে যত ধনী, গোল করে দেয় হুলুধনি, ধনি হলিই সকলি সম্ভবে। বিড়ালের বিয়ের বাসর যাগে, ধনিরে মনের অনুরাগে, করে যার যা মনে লাগে, কুলবধুরা নিধু গাহি সবে॥ বিদায় আদায় কুটুম্বতে, পারিনে সকল কহিতে, কেবা তুচ্ছ ভাবিচিতে, হায়২ করে। বলে কি বলিব

আর বিধি তোরে, আমাদিগে ফেলেছিশ ফেরে, আজি বিবাহ হতো পার্সকি চরে, বিড়াল হলে পরে ॥

গীত।

রাগিনী ভৈরবী—তাল একতালা।

বিধি যদি করিতো ষষ্ঠীর বাহন। সংঘটন এত ক্ষণ, দুই হস্তে এক হস্ত হতো, মনের দুঃখ দূরে যেতো, বাসেতে বসিতো, পত্নি রত্ন ধন॥ বিয়েহ করে বুদ্ধি হোলো নাশ, বড় মনে ছিল আশা বাসরে করিব বাস, সে সব কথা হলো এখন ইতিহাস, দ্বারে চাবি দিয়ে বেড়াই বারমাস। বৃথা এসেছিলাম ভবে,জানিনে যে এমন হবে, বল কে খণ্ডাবে কপালের লিখন॥ ভাদ্রহ শাশুড়ি সব পেতাম ভাই, বাছুরের মতো করে ডাকিয়ে আনিতামগাই, কাকিদিতে শ্বশুরে মোর কশুর নাই, বাগেপেলে ফলেমুলে তুলে খাই। বড় ব্যথা পেলাম মর্ম্মে, শাশুড়ি হলনা জন্মে, ধরেনা কেউ ওসব কর্ম্মে দোষ এখন।

এখন নূতন নূতন উঠেছে ভাব, সেসব ভাবের প্রাদুর্ভাব, ভাবিলে তাতে ভাব জন্মায় কত। পুরাতন আইন খাটেনা আর, নূতন রাজার, অধিকার, নূতন বিচার হচ্ছে এখন যত॥ পুরাতন কি নূতনের কাছে, নূতনের কি তুল্য

আছে, নূতন গাছে শীঘ্র ফল ধরে ॥ রাজার লভ্য নূতন রাজ্যে, শস্যের সুখ নূতন শস্যে, নূতন ঔষধে গুণ করে ॥ নূতন বধুর কথা মিষ্টি, করে যেন সুধার বৃষ্টি, নূতন মধু সুমধুর ভাই। নূতন পাতা মানায় বৃক্ষে, নূতনের সকলি ব্যাক্ষ্যে, নূতন পীরিত সর্ব্বপক্ষে, ভলি শুন্‌তে পাই ॥ নূতন দ্রব্যের আদর ভারি, নারীকে মানায় নূতন শাড়ী, মনকে মোহিত করে নূতন গীতে। বাই নাচ নূতন হ'তে, কষ্ট দেয়না নূতন শীতে, নূতন নূতন ভাল কুটুম্বিতে ॥ এখন সইসাঙ্গাতি চক্ষের বালি, সেসব নাই আর আজি কালি, ভরির বেয়ান মধ্যে উঠেছিল। কি কব আর সে তরঙ্গ, তযেগেল কত রঙ্গ, কাযনাই আর সে প্রসঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ বল। ধর্ম্ম মা আর ধর্ম্ম বাপ, দিন কতক নাপরে বাপ, সকল লোকের পাতানর ধুম কত। মনের কথা প্রাণের সোই, সেসব এখন জলসোই, গঙ্গাজল চক্ষের কাজল যত ॥ এখন নূতন উঠেছে গোলাপফুল, মুল্লুকযুড়ে মহা ভুল, আগড়বাগড় দানসাগরের ফর্দ্দ। উভয়পক্ষে আসা যাওয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াদাওয়া, দেওয়া-থোওয়া কুটুম্বীতের দ্বন্দ্ব ॥ ট্যারচা ঢকাই জামদানি, নূতন তরো উঠেছে কানি, বিলাত হতে তাই এদানি, আমদানি করিছে। মউরকণ্ঠী বালুচরে, গোটা আঁটা দেক্কে ঝেড়ে, ঘাটুটাকা গজ সাটিন ছেড়ে তাই সকলে পরিছে ॥ ছব্য গব্য দ্রব্য নানা, দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা, ক্ষির ক্ষিরসে এলাচদানা, বেদানা শরভাজা। গোঁজা মেঠাই

মনহরা, রসোগোল্লা রশকরা, ছানাবড়া জিলাপি গজা খাজা ॥ মধু মিছিরি ওলা চিনি, কাঁচাগোল্লা কাটা ফেণি, বোঁদে বর্ফি কদমা মান করে। রাতিবী ছাবা সীতাভোগ, যেসব দ্রব্য রাজভোগ, সকের সন্দেশ কিনে আনে সক্কোরে॥ বন্ধুবর্গ প্রীয়জন, যে সব দ্রব্য প্রয়োজন, করে সকলে আয়োজন, যার যেমনসাধ্য। কেউ বা দেয় মোটা শাড়ী, কেউবা খোঁটাদিয়ে বাহির করে নাড়ী, কেউবা হয় পিরীতে পরম বাধ্য॥ করে না কেউ জেতের বিচার; মনেরমধ্যে হয়না বিকার, ছত্রিশবর্ণে একাকার, ভাবেনাকো দুষ্য! বামুণ কায়েত তামলী তেলী, ক্ষেত্রি ছত্রি ময়রা মালী, আগুরী ধোবা ভট্ট বৈদ্য বৈস্য॥ স্বর্ণবণিক স্বর্ণকার, কলু কুল কুম্ভুকার, কামার চামার হাড়ি শুঁড়ি হাঘরে। আখেরপান্তি জুগী জোলা, ইতর মেথর কণ্ডগুলা, গোলাপফুলের ওলমালা, হয়েছে দেশযুড়ে॥

গীত।

রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

নূতন উঠেছে মজার গোলাপফুল! যুবতীদের সব, মহা মহোৎসব, সকল দুঃখ দিয়ে দূরে, মুলুকযুড়ে মহা ভুল॥
মনের কথা গঙ্গাজল, উঠেগেছে সে সকল সইয়ের দফসোই হয়েছে অনেক দিন। হরির বিয়ান ধর্ম্মবাপ, সেসব কথার নাই আলাপ,

এ হাটে খাটেনা সে আইন॥ দেখে শুনে হল জারি, নিউ আইন॥ তারা নকলে মস্ত নকলে আসলে সকলি ভুল॥

যাঁরা বংশজ ব্রাহ্মণের বধূ, তাঁরা যেন সব সোণার যাদু, সাধেং সদাই মুখবাঁকান। নিদ্রা যান সন্ধ্যাকালে, বোলে আগুন লাগাণ চালে, উল্মা কোরে বাপেরবাড়ী যান॥ দ্যায়া পদ্ম মূর্ত্তিকায়, শাশুড়ি ননদ মনযোগায়, সাজায় নানা গহণায়, কোমল অঙ্গখানি। বধূ যদি উষ্মা করে, গুষ্টিশুদ্ধ উরিয়ে মরে, তাঁরা যেন পতির ঘরে পতি-তউদ্ধারিণী॥ ভাতারের তাতে হর্ষ মন, সর্ব্বস্য সমর্পণ, করে বলে সকলি তোমার। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুমি আমার দুঃখে দুঃখী, তোমাবিনে সকল অন্ধকার॥ কিন্তু পঞ্চাশ উর্দ্ধে কোল্লে বিয়ে, প্রমাদ ঘটে পত্নী লয়ে, ঠাকুণ্‌ মেরে ভেঙ্গে দ্যায় গাল। বুড়ো ভয়ে পলায় বাইরে, এমন বিপদ আর নাই রে, ঘরে বাইরে দেখছি চিরকাল॥ রসবতীর কাছে রস, কোরে কি বুড়ো পায় যশ, বৃদ্ধের তরুণী বস হয় না। যুবতী দেক্কে নারে তাকে, যেমনধারা পেঁচায় কাকে, বুড়ো কেবল ভুলিয়ে রাখে, দিয়ে সোণার গয়ণা॥ এখন বড় গরম নারীর বাজার, কোম্পানীর কল একটি হাজার, দিলেও মেয়ে মেলা ভার, বংশজের ঘরে। শুন বলি হে উত্তর, কিসে হবে কন্যাপুত্র, স্ত্রীসূত্র না থাকিলে ঘরে॥ শুন বলি আর এক কথা, পায়ে জুতো মথায় ছাতা, দিয়ে বালিকা পড়িতে যায় ইস্কুলে।

ক্রমে বাড়ে বুকের পাটা, হয়ে বসে আখ্ড়া ঘাটা, শেষ-কালেতে কালি দেন কুলে। তাতে পিরীতের পন্থা ভাল খাটে, ঘরে বোসে, মনস্থুভ আটে, কিন্তু পরে প্রকাশ হতে রয়না।। মনে ভাল লাগে যাকে, গোপণ পত্র লেখে তাকে, মধ্যে আর কুটনি রাক্তে হয়না॥ দেখ লেখাপড়া শিখে বিদ্যা, প্রকাশ করে গেছে বিদ্যা, মহা বিদ্যা রক্ষা কল্লেন শেষ। অদ্যাবধি গেলনা ঢাকা, বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ঢাকা, পষ্ট আছে রাষ্ট সকল দেশ।। বিদ্যার দেখিয়ে সুখ, সেই অবধি বেড়েছে বুক, টাকায় দেখে নারীর মুখ, নারীর সুখ আর ধরেনা ধরায়। অহঙ্কারে সদা মত্ত, তুচ্ছ দেখে স্বর্গ মর্ত্ত, কেবল আপন তত্ত্বেতে বেড়ায়॥ তাইতে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, বিধবাদিগে দিতে নাগর, করেছিলেন বিধিমতে চেষ্টা। মতটা প্রায় চলেছিল, অনেকের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ভাই টেঁক্লোনাকো শেষ্টা।। আবার কেশব সেন মান্য ব্যক্তি, তিনি নাকি করেছেন উক্তি, যার যাতে হয় প্রবৃর্ত্তি, বর্ণ বিচার নাই। বামুনের মেয়ে কলুর পাত্র, জুগী জোলা বরপাত্র, বিবাহ নাকি হোচ্ছে শুন্তে পাই॥ ক্রমে বাড়ছে অত্যাচার, হিঁদু-আনী থাকেনা আর, ত্যজ ভাই মানের আশা, ভর্শা। যে সব কথা শুন্ছি আবার, এক্ষণে তা হয়নাই প্রচার, তা হলে পর জেতের দফা রফা।।

গীত ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা ।

বুঝি থাকেনাক হিঁদুআনি আর । কুব্যাভার সবাকার, কালবশে হতবুদ্ধি, কলীর কামনা সিদ্ধি, ক্রমেতে হতেছে বৃদ্ধি, অত্যাচার ॥ কোনি খাদ্য বিচার নাই আর সহরে, ব্রাহ্মণে খাইছে খানা জবনের সহরে, সেটা কেবল বুঝিবার শহরে, ধার্ম্মিকের যাতনা দুঃশহরে, যায় রাঁড়ের বাড়ী ছুটোছুটী, ব্রাণ্ডি খেয়ে লুটোলুটী, মদেতে ভিজায়ে রুটী, বলে খাও রে মাইডিয়ার ॥

কলীরমাহাত্ম্য সমাপ্তঃ ।

পাঁচালী।

নানা রাগ রাগিণী সংযুক্ত গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

ওরে মন চল যাই কৈলাশ। কাযকি কালের অধিকারে, অধিক দিন আর কোরে বাস॥ বিপক্ষ অনেক আছে, বিপাকে পড়িবি পাছে মায়ের ছেলে মায়ের কাছে, গিয়ে ঘুচাও কর্ম্ম পাশ॥

যখন এসেছ ভবে, আবার ফিরে যেতে হবে, বন্ধুবর্গ কোথায় রবে, সকলই হবে আকাশ।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জং।

ওমন, ডাকোরেরে একবার শ্যামা মায়। সজল জলদ কায়॥ ভাবরে সদা অন্তরে, দুখ পলাবে অন্তরে, নিতান্ত এড়াবে কৃতান্তের দায়॥ কলির কলুষ হরা, কালি তারা বলরে, অনা-য়াসে হবে লভ্য চতুর্ব্বর্গ ফল রে, দাও মায়ের শ্রীপাদপদ্মে জবা বিল্বদল রে, কর মানবজনম সফল এ কালীনামে অনায়াসে, অশেষ কলুষ নাশে, দ্বিজ পূর্ণচন্দ্র ভাষে, জীবে জীবন মুক্তি পায়।

গীত।

রাগিণী ইমন—তাল তেং।

কালী কি হবে আমার। ঘেরিল কলুষে অ
ন্তর্মিল বিকার॥ দিবা নিশী করি ছিঃ
চিন্তারে নারিলাম চিনে, পরিবাদ এল
কিনে, ভবেছে এবার॥

মা আমার জ্ঞানশশী, গ্রাসে পাপ রাহু আসি
চক্ষে হেরি দিবা নিশী ঘোর অন্ধকার॥
মায়ানিদ্রা হয়না ভঙ্গ, হল কেবল অশান্ত
হলনা নাম প্রসঙ্গ, জননী তোমার।

সম্পূর্ণ।